ইরায়েলকে স্বীকৃতি দেবে না মালয়েশিয়া

সারে-জমিন

বীরভূম তৃণমূল কোর কমিটিতে জায়গা পেলেন অনুব্রত

রূপসী বাংলা

ভারত-চিন সম্পর্কের বরফ গলতে শুরু করেছে কি

সম্পাদকীয়

গোলাম আহমাদ মোতর্জার 'এ এক অন্য ইতিহাস'

রবি-আসর

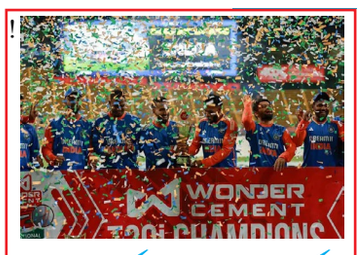

রেকর্ডের পর রেকর্ড গড়ে টি-২০ ক্রিকেটের ধরন পাল্টাচ্ছে ভারত

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

রবিবার
১৭ নভেম্বর, ২০২৪
২ অগ্রহায়ণ ১৪৩১
১৪ জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৬ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 310 ■ Daily APONZONE ■ 17 November 2024 ■ Sunday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

বিজেপি-আরএসএস সংবিধানকে ফাঁকা বই ভাবে: রাহুল গান্ধি

আপনজন ডেস্ক: কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী শনিবার বলেছেন যে তাঁর দল সংবিধানকে দেশের ডিএনএ বলে মনে করে, তবে ক্ষমতাসীন বিজেপি এবং আরএসএসের জন্য এটি একটি "ফাঁকা বই"। ২০ নভেম্বর বিধানসভা নির্বাচনের আগে পূর্ব মহারাষ্ট্রের অমরাবতীতে এক নির্বাচনী জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে লোকসভার বিরোধী দলনেতা বলেন, সংবিধানে কোথাও লেখা নেই যে মহারাষ্ট্রের মতো "বিধায়ক কিনলে" রাজ্য সরকারগুলিকে ক্ষমতাচ্যুত করা যায় এবং শীর্ষ ব্যবসায়ীদের "১৬ লক্ষ কোটি টাকার ঋণ" মকুব করা যায়।

তিনি বলেন, কংগ্রেস সংবিধানকে দেশের ডিএনএ বলে মনে করে, আর ক্ষমতাসীন বিজেপি ও আরএসএসের কাছে এটি একটি ফাঁকা বই। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং ভারতীয় জনতা পার্টির দাবি, কংগ্রেস নেতা তাঁর নির্বাচনী জনসভায় ফাঁকা পাতা লেখা সংবিধানের কপি দেখাচ্ছেন। "আমার বোন আমাকে বলেছিলেন যে আজকাল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী একই বিষয় নিয়ে কথা বলছেন, যা আমি উত্থাপন করছি। আমি লোকসভায় তাকে বলেছিলাম যে জাতিগত জনগণনা করা উচিত এবং সংরক্ষণের ৫০ শতাংশের ঊর্ধ্বসীমা অপসারণ করা উচিত। এখন তিনি তার নির্বাচনী জনসভায় বলছেন যে আমি সংরক্ষণের বিরুদ্ধে। প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্টের মতোই স্মৃতিশক্তি লোপে ভুগছেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী এরপর বলবেন, রাহুল গান্ধী জাতপাতের জনগণনার বিরুদ্ধে। কংগ্রেস নেতার দাবি, দলিত, আদিবাসী ও পিছিয়ে পড়া শ্রেণির অধিকারের পক্ষে দাঁড়িয়েছি বলে আমার ভাবমূর্তি নষ্ট করতে আমাদের বিরোধীরা কোটি কোটি টাকা খরচ করেছে।

পণ্য ও পরিষেবা কর (জিএসটি) এবং ডিমনিটাইজেশন কৃষক ও ছোট ব্যবসায়ীদের হত্যা করার অস্ত্র, তিনি আরও বলেন, বেকারত্ব বাড়ছে এবং সেই কারণেই সমাজে ঘৃণা ছড়িয়ে পড়ছে।

ঝাঁসি মেডিক্যালে নবজাতক কক্ষে অগ্নিদগ্ধ হয়ে প্রাণ গেল ১০ শিশুর

আপনজন ডেস্ক: ভারতের উত্তর প্রদেশের ঝাঁসি জেলার একটি মেডিক্যাল কলেজের শিশু ওয়ার্ডে আগুন লেগে অন্তত ১০ শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছে ১৬জন শিশু। এই ঘটনায় উত্তরপ্রদেশ সরকার তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে। জেলাশাসক অবিনাশ কুমার জানিয়েছেন, শুক্রবার রাত ১০টা ৪৫ মিনিট নাগাদ মহারানি লক্ষ্মীবাঈ মেডিক্যাল কলেজের নবজাতক নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (এনআইসিইউ) বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লাগে। জেলাশাসক বলেন, প্রাথমিকভাবে ১০ শিশুর মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। কম সঙ্কটজনকদের এনআইসিইউর বাইরের অংশে ভর্তি করা হয় এবং আরও গুরুতর রোগীদের অভ্যন্তরীণ অংশে রাখা হয়। ঝাঁসির ডিভিশনাল কমিশনার বিমল কুমার দুবে মধ্যরাতে হাসপাতালে পৌঁছে সাংবাদিকদের বলেন, এনআইসিইউর অভ্যন্তরীণ অংশে প্রায় ৩০ জন শিশু ছিল। সিনিয়র পুলিশ সুপার (এসএসপি) ঝাঁসি সুধা সিং শনিবার জানিয়েছেন, এই ঘটনায় আহত আরও ১৬ শিশুর চিকিৎসা চলছে। ঘটনার সময় এনআইসিইউতে ৫০ জনেরও বেশি শিশু ভর্তি ছিল। ঝাঁসি পুলিশ সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতিতে জানিয়েছে, ঘটনাস্থলে একটি দমকল বাহিনী পাঠানো হয়েছে এবং জেলার উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারাও মেডিকেল কলেজে পৌঁছেছেন। নিকটবর্তী মাহোবা জেলার এক দম্পতি তাদের নবজাতক সন্তানের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন। শিশুটির মা সাংবাদিকদের জানান, গত ১৩ নভেম্বর সকাল ৮টায় সন্তানের জন্ম হয়। অসহায় মা সাংবাদিকদের বলেন, 'আমার সন্তানকে আগুনে পুড়ে হত্যা করা হয়েছে। মেডিক্যাল কলেজের কথিত ফুটেজে দেখা গেছে, আতঙ্কিত রোগী ও তাদের তত্ত্বাবধায়কদের সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে, এমনকি বেশ কয়েকজন পুলিশ কর্মী উদ্ধার ও ত্রাণ তৎপরতায় সহায়তা করছেন। যদিও মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এই ঘটনার কথা শুনে জেলা প্রশাসনের আধিকারিকদের আহতদের যথাযথ চিকিৎসা নিশ্চিত করার নির্দেশ দিয়েছেন বলে লখনউ থেকে জারি করা এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী জেলা প্রশাসনের আধিকারিক এবং দমকলের গাড়িগুলিকে ঘটনাস্থলে পৌঁছে ত্রাণ কাজ ত্বরান্বিত করার নির্দেশ দিয়েছেন। স্বাস্থ্য দফতরের দায়িত্বে থাকা উপমুখ্যমন্ত্রী ব্রজেশ পাঠক জানিয়েছেন, তিনি ঝাঁসি যাচ্ছিলেন। তিনি বলেন, ঘটনাটি অত্যন্ত বর্ণনামূলক এবং হৃদয়বিদারক।

আদিত্যনাথের নির্দেশে পাঠকের সঙ্গে ছিলেন রাজ্যের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি অফ হেলথ। ডিভিশনাল কমিশনার বিমল কুমার দুবে ও ঝাঁসি পুলিশ রেঞ্জের ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল কলানিধি নৈথানিকে ১২ ঘণ্টার মধ্যে রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন আদিত্যনাথ। ঝাঁসি লোকসভার সাংসদ অনুরাগ শর্মা একটি নিউজ চ্যানেলকে বলেছেন, "এই ঘটনায় আমি অত্যন্ত ব্যথিত।

সদরের বিধায়ক রবি শর্মাও ঘটনার কিছুক্ষণের মধ্যেই হাসপাতালে পৌঁছেছিলেন। শনিবার ভোরে এসএসপি সুধা সিং সাংবাদিকদের বলেন, আহত ১৬ শিশুর চিকিৎসা চলছে এবং তাদের জীবন বাঁচানোর চেষ্টা চলছে। তাদের জন্য সব চিকিৎসকের পর্যাপ্ত চিকিৎসার ব্যবস্থার ব্যবস্থা রয়েছে।

ঘটনার কারণ সম্পর্কে এসএসপি জেলাশাসকের মন্তব্যের পুনরাবৃত্তি করে বলেন, প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লেগেছে। তবে কোন পরিস্থিতিতে বা কার ঢিলেমির কারণে এই ঘটনা ঘটেছে তা জানতে বিস্তারিত তদন্ত শুরু হয়েছে। জেলা পুলিশ প্রধান বলেন, ১০ শিশু মারা গেছে এবং অন্যদের উদ্ধার করা হয়েছে বা আহত অবস্থায় পাওয়া গেছে, এমন তথ্যও রয়েছে যে এনআইসিইউতে আগুন লাগার পরে কিছু বাবা-মা তাদের বাচ্চাদের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি বলেন, পুলিশ এনআইসিইউতে থাকা শিশুদের সংখ্যা এবং তাদের বর্তমান অবস্থা যাচাইয়ের চেষ্টা করছে।

মেডিক্যাল কলেজ থেকে জানানো হয়েছে, ঘটনার সময় ৫২ থেকে ৫৪ জন শিশু ভর্তি ছিল। তাদের মধ্যে ১০ জন মারা গেছেন।

অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়ে শোকপ্রকাশ মমতার

আপনজন: পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শনিবার ঝাঁসি মেডিকেল কলেজে অগ্নিকাণ্ডের নিন্দা করেছেন এবং ভবিষ্যতে এই জাতীয় ভয়ঙ্কর ঘটনা রোধে অবিলম্বে পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

তিনি সোশ্যাল মিডিয়া এক্স-এ লেখেন, 'ঝাঁসির মহারানি লক্ষ্মীবাঈ মেডিক্যাল কলেজের এনআইসিইউ-তে অগ্নিকাণ্ডে দশটি নবজাতকের মৃত্যুর মর্মান্তিক ঘটনায় আমি বিধ্বস্ত। আমরা ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করছি এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের ভয়াবহ দুর্ঘটনা রোধে জবাবদিহিতা ও দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানাচ্ছি।'

ঝাঁসি অগ্নিকাণ্ড

অক্সিজেন কনসেনট্রেটরের শর্ট সার্কিট থেকে সৃষ্ট আগুন এনআইসিইউর উচ্চ অক্সিজেনযুক্ত পরিবেশে দ্রুত ছড়িয়ে পড়লে ১০ নবজাতকের প্রাণহানি ঘটে।

লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধিও এই ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করেছেন এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। রাহুল গান্ধি লেখেন, ঝাঁসি মেডিক্যাল কলেজের মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় বেশ কয়েকজন সদ্যোজাত শিশুর মৃত্যু ও আহত হওয়ার খবরে আমি গভীরভাবে শোকাহত। শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আমার গভীর সমবেদনা রইল। উত্তরপ্রদেশে বারবার ঘটে যাওয়া এই ধরনের মর্মান্তিক ঘটনা সরকার ও প্রশাসনের গাফিলতি নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন তুলে দেয়।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এক্স-এ একটি পোস্টে এই ঘটনাকে "হৃদয় বিদারক" বলে বর্ণনা করে শোক প্রকাশ করেছেন। এক বার্তায় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, উত্তরপ্রদেশের ঝাঁসি মেডিক্যাল কলেজে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা হৃদয় বিদারক। যারা তাদের নিষ্পাপ সন্তানদের হারিয়েছেন তাদের প্রতি আমার গভীর সমবেদনা। আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন তাদের এই অপূরণীয় ক্ষতি সহ্য করার শক্তি দেন। রাজ্য সরকারের তত্ত্বাবধানে স্থানীয় প্রশাসন ত্রাণ ও উদ্ধারের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছে। এই ট্র্যাজেডি শোকাহত পরিবারগুলিকে বিধ্বস্ত করে তুলেছে, অনেকে এখনও তাদের নিখোঁজ সন্তানদের সন্ধান করছে।

সংখ্যালঘুদের বৃহত্তর সমাজের কাছে পৌঁছানোর ডাক জামায়াতে ইসলামী হিন্দ সভাপতির

লিয়াকত হোসেন ● হায়দরাবাদ

আপনজন: জামায়াতে ইসলামী হিন্দের সভাপতি সৈয়দ সাদাতুল্লাহ হুসাইনি শনিবার সংগঠন ও মুসলিম সম্প্রদায়ের বাইরেও তাদের প্রসারকে প্রসারিত করার আহ্বান জানিয়েছেন। হায়দরাবাদে তিন দিনব্যাপী অল ইন্ডিয়া মেম্বারস কনক্লেভের দ্বিতীয় দিনে জামায়াত ক্যাডার কনভেনশনে সভাপতির ভাষণে তিনি এ আহ্বান জানান। হুসাইনি তাদের "রাইস" নামে একটি নতুন কাঠামো ব্যবহার করে বৃহত্তর সমাজের কাছে পৌঁছানোর আহ্বান জানিয়েছিলেন যার অর্থ রিচ আউট, স্বতন্ত্র অবদান, জনমত পরিবর্তন এবং প্রবৃত্তি। তিনি সংগঠনের বাইরেও সম্পৃক্ততা প্রসারিত করা, ব্যক্তিগত প্রচার, সংস্কার এবং সেবার দিকে মনোনিবেশ করা, জনসাধারণের ধারণায় ইতিবাচক পরিবর্তন তৈরি করা এবং প্রচারকে প্রসারিত করার জন্য বৃহত্তর মুসলিম সম্প্রদায়কে জড়িত করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছেন।

তিনি বলেন, আসুন আমরা আসন্ন ২০২৫ সালকে 'রাইস'-এর বছর হিসেবে গড়ে তুলি। জামায়াতে ইসলামির সদস্য ও বৃহত্তর ক্যাডারদের অপরিসীম উৎসাহ ও ত্যাগের কথা স্বীকার করে এসব গুণাবলীকে আন্দোলনের অমূল্য সম্পদ হিসেবে তুলে ধরেন। তিনি জোর দেন, সত্যিকারের সাফল্য সম্পদ দ্বারা পরিমাপ করা হয় না। বরং পুণ্যবান ও শক্তিশালী প্রজন্মের লালনপালনের মাধ্যমে পরিমাপ করা হয়। তিনি উল্লেখ করেন, এসআইও এবং জিআইওর মতো সংস্থাগুলি ইসলামী নীতির মূলে নেতৃত্ব গড়ে তোলার মাধ্যমে এই প্রজন্ম গঠন প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। হুসাইনি একটি স্থিতিশীল ভবিষ্যত গড়ে তোলার বৃহত্তর প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে যুব ও ছাত্র সংগঠনগুলিকে লালন ও সমর্থন করার দিকে জরুরি মনোনিবেশ করার আহ্বান জানিয়েছেন।

তিনি এই আন্দোলনে নারীদের ক্রমবর্ধমান অবদানের প্রশংসা করে উল্লেখ করেন যে উচ্চশিক্ষার স্তর এবং প্রযুক্তিগত অগ্রগতির কারণে তাদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্যভাবে প্রসারিত হয়েছে।

বর্তমান জাতীয় ও বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ নিয়ে আলোচনা করে জামায়াত সভাপতি একটি সক্রিয় এবং কৌশলগত পদ্ধতির আহ্বান জানান। তিনি কুরআনের বাণী উদ্ধৃত করে বলেন, কষ্টের পরেই আসে স্বস্তি। তিনি চলমান সমস্যাগুলিকে চ্যালেঞ্জে হিসেবে গ্রহণ করতে উৎসাহিত করেন। বলেন, চ্যালেঞ্জগুলি ক্ষণস্থায়ী। তিনি জনমত গঠন এবং সামাজিক সম্প্রীতি উন্নীত করার জন্য শান্তিপূর্ণ ও আইনানুগ উপায় ব্যবহার করার গুরুত্ব পুনর্ব্যক্ত করেন।

এসআইও-র সভাপতি রমিজ ই কে সমাজ পুনর্গঠনে ছাত্র ও যুবকদের ভূমিকা নিয়ে বক্তব্য রাখেন। জিআইও ন্যাশনাল ফেডারেশনের সর্বভারতীয় সভাপতি সামিয়া রোশন মহিলা শিক্ষার্থীদের মধ্যে আন্দোলনের দ্রুত বৃদ্ধির বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। জামায়াতের ন্যাশনাল সেক্রেটারি রহমাথুন্নিসা সংগঠনের মধ্যে মহিলাদের জন্য নতুন চাহিদা এবং দিকনির্দেশনা নিয়ে আলোচনা করেছেন।

জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের সহ-সভাপতি এস আমিনুল হাসান বৈশ্বিক পরিস্থিতি এবং ন্যায়বিচারের সাথে এর সম্পর্ক উপস্থাপন করেন।

জেআইএইচ-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রফেসর সেলিম ইঞ্জিনিয়ার দেশের বর্তমান চ্যালেঞ্জ নিয়ে আলোচনা করেন। মেম্বারস কনক্লেভের অন্যতম আকর্ষণ ছিল 'ইদ্রাক তাহরিক শোকেস' নামে বিশেষ প্রদর্শনী, যেখানে সারা দেশে সফলভাবে চলমান শতাধিক কমিউনিটি ও সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রদর্শিত হয়।

'জয় শ্রীরাম' বলতে ছাত্রদের 'বাধ্য' করালেন শিক্ষকরা!

আপনজন ডেস্ক: দিল্লির একটি সরকারি স্কুলে বেশ কয়েকজন মুসলিম শিক্ষার্থী তাদের শিক্ষকদের হাতে মারধর, নির্যাতন, বৈষম্য ও অপমানের অভিযোগ করেছে। শিক্ষকদের বিরুদ্ধে নিয়মিত ধর্মীয় গালিগালাজ করা এবং শিক্ষার্থীদের মুসলিম পরিচয়ের কারণে তাদের সাথে খারাপ আচরণ করারও অভিযোগ আনা হয়। উত্তর-পূর্ব দিল্লির নন্দ নাগরি এলাকার সর্বোদয় বাল বিদ্যালয়ে এই ঘৃণ্য ঘটনাগুলি ঘটেছে। সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী অশোক আগরওয়ালকে ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীদের একটি চিঠিতে এই ঘটনাগুলি প্রকাশ্যে আনা হয়েছে যিনি সম্প্রতি ওই প্রতিষ্ঠানে যান। অসহায় পড়ুয়ারা লেফটেন্যান্ট-গভর্নর এবং দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকে লেখা চিঠিতে 'কাটোয়া' এবং মোল্লার মতো বিশেষণ এবং জোর করে 'জয় শ্রীরাম' উচ্চারণ করার তাদের দুঃসহ অভিজ্ঞতার বিবরণ দিয়েছে।

লেফটেন্যান্ট গভর্নর এবং মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও শিক্ষা দফতরের অধিকর্তা, দিল্লি শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান এবং অন্যান্য আধিকারিকদেরও চিঠি পাঠানো হয়েছে। অভিযুক্ত আদর্শ শর্মা ও বিকাশ কুমার এবং তাদের এক সহকর্মী হিন্দি শিক্ষক বলে জানিয়েছে ওই ছাত্ররা। ভুক্তভোগী ছাত্ররা বলেন, মুসলিম ও দলিত পড়ুয়াদের টার্গেট করে পিছনের বেঞ্চে বসিয়ে দেওয়া হয় ও উচ্চবর্ণের পড়ুয়াদের সামনের বেঞ্চে আসন দেওয়া হয়। মুসলিম ছাত্রদের দেশ ছাড়তে বলা হয়। দলিতদের বলা হয় তাদের শিক্ষার অধিকার নেই এবং তারা কেবল পণ্ডিতদের সেবা করার জন্য, শ্রমিকের কাজ করার জন্য জন্মগ্রহণ করেছে।

আল-আমীন মিশন

Al-Ameen Mission 38 Years in service to the society

স্বপ্ন দেখায়, স্বপ্ন পূরণ করে

আমার বাড়ি শান্তিনীড়

তৃতীয় বছরে পদার্পণ করল স্বপ্নের আবাসস্থল, যেটি এতিম শিশুদের আধুনিক শিক্ষার অতুলনীয় আশ্রয়কেন্দ্র। যার নাম 'শান্তিনীড়'।

আল-আমীনের লক্ষ্য ছিল: দরিদ্র এতিমরা 'শান্তিনীড়'কে আপন বাড়ি ভেবে আধুনিক শিক্ষার জগতে প্রবেশ করবে। মিশনের উদ্দেশ্য আজ সফল।

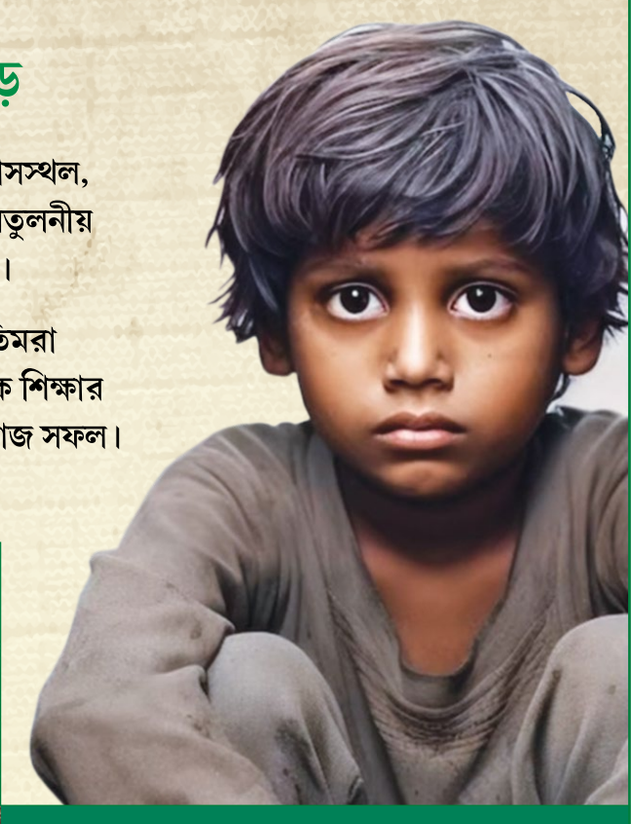

এতিম শিশুদের
তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণিতে
ভর্তির বিজ্ঞপ্তি ২০২৫

Online এবং Offline- এ ফর্ম পূরণ চলছে।

For Application Form

ফর্ম পূরণের শেষ তারিখ

Offline ১৫ ডিসেম্বর ২০২৪ Online ২০ ডিসেম্বর ২০২৪

website: www.alameenmission.org

রেজিস্টার্ড অফিস: খলতপুর, উদয়নারায়ণপুর, হাওড়া, ফোন: ৭৪৭৯০ ২০০৪৩/৫৯/৬৬ সেন্ট্রাল অফিস: ডি জে ৪/৯, নিউটাউন, কলকাতা ১৫৬
সিটি অফিস: ৫৩বি ইলিয়ট রোড, কলকাতা ৭০০ ০১৬, ফোন: ৭৪৭৯০ ২০০৭৬/৭৯

প্রথম নজর

হোটেলের পার্কিংয়ে গাড়ি থেকে দেহ উদ্ধার

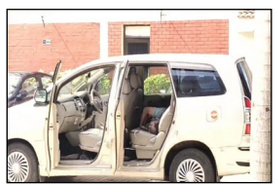

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: বিষ্ণুপুরে বিলাসবহুল হোটেলের পার্কিংয়ে দাঁড়িয়ে থাকা একটি গাড়ি থেকে দেহ উদ্ধার। পুলিশ জানিয়েছে মৃতের নাম অশোক রাজবংশী। বাড়ি কলকাতার নিউ টাউন এলাকায়। হোটেল সূত্রে জানা গেছে দিন কয়েক আগে পর্যটকদের সঙ্গে নিয়ে গাড়ি চালিয়ে হোটেলে এসেছিলেন অশোক রাজবংশী। গতকাল রাতে তিনি হোটেলের সামনে নিজের গাড়িতে চালকের আসনেই শুয়েছিলেন। আজ সকালে পর্যটকরা শুশুনিয়া পাহাড়ে যাওয়ার উদ্যেশ্যে গাড়ির সামনে এলে দেখেন গাড়ির মধ্যে মৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে ওই চালক। এরপরই পুলিশে খবর দেওয়া হলে বিষ্ণুপুর থানার পুলিশ দেহটি উদ্ধার করেছে। খবর দেওয়া হয়েছে মৃতের পরিবারকে। পুলিশ সূত্রে জানা হেছে হোটেলের পার্কিং এর সিসি ক্যামেরা ফুটেজ পরীক্ষা করে দেখা গেছে ওই চালক গতকাল রাতে গাড়ির জানালার কাঁচ খুলে বমি করছেন। প্রাথমিক ভাবে ধারণা গাড়ির ওই চালক হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে।

ছাত্র কল্যাণ একাডেমীর বার্ষিক অনুষ্ঠান

রহমতুল্লাহ ● সাগরদিঘি

আপনজন: শুক্রবার সাগরদিঘি বালিয়া হাই স্কুলে ঘটা করে বালিয়া ছাত্র কল্যাণ একাডেমীর বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সেই সঙ্গে মেধা পুরস্কার অনুষ্ঠান হয়ে গেলো। এদিন অত্র বিদ্যালয়ের কচি-কাচাদের বিনোদনমূলক নানা সাংস্কৃতিক আয়োজনের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠানটিকে আকর্ষণীয় করে তোলেন, যেমন কবিতা আবৃতি, নৃত্য, সংগীত, ইত্যাদি ছিল চোখে পড়ার মতো। এদিনের অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাগরদিঘী থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক বিজন রায়, প্রাক্তন শিক্ষক শচীন পাল, লক্ষণ দাস, লতিফুর খাবির,স্বদেশ চক্রবর্তী প্রমুখ। এদিন প্রত্যেক মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে মেধা পুরস্কার তুলে দেন অত্র স্কুলের কর্ণধার মঙ্গল চন্দ্র দাস।

মুঙ্গের থেকে আসা অস্ত্র বাংলার সংস্কৃতিকে নষ্ট করে দিচ্ছে: মেয়র

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: কলকাতা পুরসভার অ্যামিউজমেন্ট ও এডভার্টাইজমেন্ট আলাদা। আমাদের চিফ ম্যানেজার ১০৭ নম্বরে বসে। আমাদের শিক্ষা বিভাগ একটা ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেল লঞ্চ করেছে। তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করছি ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা ক্ষেত্রে অগ্রগতির জন্য। তাই ছাত্র ছাত্রীদের অভিভাবক দের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করার জন্য ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেল লঞ্চ করা হল। শনিবার কলকাতা পৌরসভায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এই কথা জানান মেয়র ফিরহাদ হাকিম।

তিনি আরো বলেন, এনাফ ইস এনাফ। উত্তর প্রদেশের কালচার বিহারের কালচার এখানে চলবে না। বাংলা ক্রিমিনাল দের জায়গা নয়। আমার একজন কাউন্সিলরের প্রাণ গেলে তার পরিবারের ক্ষতি হত।মুখ্যমন্ত্রী বলে দেওয়ার পর ইন্টিলিজেন্স কোথায়? পুলিশ কোথায়? আমি তার বাড়িতে যাচ্ছি। পুলিশকে খুঁজে বের করতে হবে। প্রতেকটি গ্রেফতারিতে দেখছি বাইরের ক্রিমিনাল? আসছে কি করে? কোথায় নেটওয়ার্ক? বলছে মুঙ্গের থেকে আর্মস আসছে। বঙ্গ সংস্কৃতিকে নষ্ট করা হচ্ছে। কিসের গোষ্ঠী ?যদি গোষ্ঠী হয় গোষ্ঠীকে গ্রেফতার করো। আমাদের কোন গোষ্ঠী নয় আমরা সবাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গোষ্ঠী। আমি চাই ক্রিমিনাল অ্যারেস্ট হক। ক্রিমিনাল থাকবে না।

ফিরহাদ এ প্রসঙ্গে বলেন, গুলি চলেনি বলে কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষ বেঁচে গিয়েছ। না-হলে সব শেষ হয়ে যেত। পুলিশকে খুঁজে বের করতে হবে কী উদ্দেশ্যে তাঁকে খুন করার পরিকল্পনা করা হয়েছে? প্রতি ঘটনায় ভিন রাজ্যের অপরাধী গ্রেফতার হচ্ছে। এত বাইরের অপরাধী রাজ্যে আসছে কী করে? পুলিশ বলছে মুঙ্গের থেকে আসছে। অস্ত্র আসছে সেটা আটকানোর ব্যবস্থা পুলিশকেই করতে হবে। বাংলার সংস্কৃতি নষ্ট করে দিচ্ছে । আমি সুশান্ত ঘোষের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তা করছি। আমি তো বলছি ইন্টার স্টেট ক্রিমিনাল আটকাতে হবে। বোর্ডের ক্রিমিনাল আটকাতে হবে। ফিরহাদ বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সব সময় বলছেন অস্ত্র উদ্ধার করো। আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৈনিক। তাই আমরা ভয় পাই না। শুধু এই ক্রিমিনাল নয়, কেন্দ্রের ক্রিমিনাল আমাদের আটকাতে পারেনি, বলেন ফিরহাদ হাকিম।

সমাপ্তি শিক্ষাঙ্গন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রতিযোগিতার

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ভাঙড়

আপনজন: দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার ভাঙড়ের সাংবাদিকতা-সাহিত্য-সংস্কৃতি ও ক্রীড়া বিষয়ক “শিক্ষাঙ্গন” প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ও জাতীয় শিক্ষা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্ব শেষ হল। ১৫ নভেম্বর ২০২৪ শুক্রবার বিকেলে চূড়ান্ত পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। ছেলেগোয়ালিয়া আজাদ ইনস্টিটিউশন বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় প্রতিযোগিতা টি। এদিন চূড়ান্ত পর্বের প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতা শুরুর আগে কবিতা পাঠের আসর বসে। কবিতা আবৃত্তি করেন আজাদ ইনস্টিটিউশন বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী হেনা খাতুন, ইফতিখার মোল্লা, সাকিব হোসেন ও নেহা পারভীন। এছাড়া সঙ্গীত পরিবেশন করেন সুরাইয়া পারভীন।

চূড়ান্ত পর্বের প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন ছেলেগোয়ালিয়া গ্রাম থেকে ইমরান

মোল্লা, কচুয়া গ্রাম থেকে বাকিবুল্লা গাইন ও নিমকুড়িয়া গ্রামের সাইনুর ইসলাম। টানটান উত্তেজনায় অবশেষে প্রথম স্থান অধিকার করে বাকিবুল্লা গাইন। দ্বিতীয় হন সাইনুর ইসলাম। তৃতীয় হন প্রতিযোগিতার সর্বকনিষ্ঠ প্রতিযোগী চতুর্থ শ্রেণির ইমরান মোল্লা। এদিন সবার হাতে পুরস্কার তুলে দেন আজাদ ইনস্টিটিউশনের পরিচালন সমিতির সম্পাদক পঞ্চায়েত কর্মী ইসমাইল মোল্লা।

উল্লেখ্য, ১১ নভেম্বর ২০২৪ সোমবার প্রথম পর্বের প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় জামিরগাছি প্রোগ্রেসিভ একাডেমীতে। সেখানে ১০ জন অংশগ্রহণ করেছিলেন।

পয়লা ডিসেম্বর থেকে সুন্দরবনের বাঘ গণনা শুরু করছে বন দফতর

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● সুন্দরবন

আপনজন: আগামী পয়লা ডিসেম্বর থেকে ভারতীয় ভূখন্ডের সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা ঠিক কতটা তা সঠিক ভাবে নির্ধারণের জন্য গণনার কাজ শুরু হবে।গণনার কাজ চলবে ৪৫ দিন ধরে।অর্থাৎ ক্যামের সুন্দরবন জঙ্গলে ৪৫ দিন বসানো থাকবে।গণনায় মোট ১৪৪৪ টি ক্যামেরা কাজ করবে।

সুন্দরবনের মোট বনাঞ্চল ১০৮১৩ বর্গ কিমির মধ্যে ৪৭২৬ বর্গ কিমি ভারতীয় ভূখন্ডের,অর্থাৎ সুন্দরবনের ৩৮ শতাংশ ভারতের এবং ৬২ শতাংশ বাংলাদেশের অধীন।ফলে রহবাঘের যে এলাকা রয়েছে সেই ৪১০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে সুন্দরবনের রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের গতিবিধির ছবি তুলবে অত্যাধুনিক স্বয়ংক্রীয় এই ক্যামেরা।এছাড়াও বাঘ কোন এলাকায় বেশি ঘোরাঘুরি করছে এবং কি করছে জঙ্গলের মধ্যে সেই সমস্ত ঘটনার সবটাই রেকর্ড হবে ক্যামেরায়। অন্যদিকে

বেশি সংখ্যক বাঘের ছবি যাতে ধরা পড়ে, তার জন্যই ৩০ দিনের পরিবর্তে ৪৫ দিন জঙ্গলে রাখা থাকবে ক্যামেরা। কোনও বাঘ ক্যামেরা বসানো জায়গায় ৩০ দিন না এলেও পরে ঘুরতে ঘুরতে সেখানে হাজির হতে পারে। তখন তার ছবি ধরা পড়বে।এছাড়া স্বয়ংক্রীয় এই ক্যামেরা চালু হওয়ার পর থেকে ব্যাটারির মেয়াদ থাকে ৪৫ দিন পর্যন্ত। এই পুরো সময়টা কাজে লাগাতে চাইছেন বনদপ্তরের আধিকারিকগণ।উল্লেখ্য গতবারের মতো এবারও মেছো বিড়াল, বুনো শুকর সহ অন্যান্য প্রাণীর ছবিও ধরা পড়বে।

পরে সেগুলিও পর্যালোচনা করা হবে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা আঞ্চলিক বনবিভাগ এবং সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের আওতাধীন জঙ্গলে একই সঙ্গে এই শুমারির কাজ হবে বলে ঠিক হয়েছে। ক্যামেরা কীভাবে বসাতে হবে, সেজন্য বনকর্মীদের নিয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। সূত্রের খবর, ২১ নভেম্বর জঙ্গলে ক্যামেরা বসানোর কাজ শুরু করবেন বনকর্মীরা। ২৬ তারিখের মধ্যে শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত ছবি তোলার কাজ চলবে। তবে এবার ছোট ছোট এলাকা ধরে ক্যামেরা বসানো হবে, নাকি বড় এলাকা জুড়ে, সেজন্য একটি বৈঠক ডাকা হয়েছে। সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্প এবং ডিএফও যৌথভাবে তা ঠিক করবেন।অন্যদিকে বাঘেদের চলন, কে কখন দৌড়ে শিকার করছে,কিভাবে শাবকদের নিয়ে মা বিশ্রাম নিচ্ছে, এসব যেমন আগেরবার ধরা পড়েছিল। এবারও আশা করা যাচ্ছে, আরও অনেক অজানা তথ্য হাতে এমনটাই মত আধিকারিকদের।

ওয়াকফ বিলের বিরোধিতায় ঘোড়ারাসে প্রতিবাদ সভা

এহসানুল হক ● বসিরহাট

আপনজন: এখন ‘বাঁদর’ মসনদে বসেছে, তার মসনদ থেকেই নামাতে আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে এবং যে লাঠি হাতিয়ার ব্যবহার করতে হবে, সেই হাতিয়ার বা লাঠি হল আমাদের আন্দোলন। আন্দোলন গড়ে তুললেই বাঁদরের বাঁদরামি শেষ হবে। ওয়াকফ সম্পত্তি নিয়ে যে কালা কানুন বিল তৈরি হয়েছে তার বিরোধিতা করতে গিয়ে বসিরহাট দুই নম্বর ব্লকের ঘোড়ারস বাজারে সন্ধ্যা ছয়টা নাগাদ ঘোড়ারস সালাফিয়া মাদ্রাসা উদ্যোগে একটি প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেই প্রতিবাদ সভায় দাঁড়িয়ে কড়া ভাষায় এভাবেই আক্রমণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে, সারা বাংলা সংখ্যালঘু যুব ফেডারেশনের সম্পাদক মাওলানা কামরুজ্জামান। তিনি আরোও বলেন,ওয়াকফ সম্পত্তি হচ্ছে মসজিদ, মাদ্রাসা, কবরস্থানের সম্পত্তি। দরিদ্র মুসলমানদের কল্যাণে ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের দানকৃত সম্পত্তি। এই সম্পত্তি মোদি সরকারের দখলের অপচেষ্টা শরীরে এক ফোটা রক্ত থাকতে মেনে নেব না। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী বলেছেন এক দেশ এক আইন হবে। তাহলে ওয়াকফ সম্পত্তির পরিচালন কমিটিতে দুজন হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি থাকলে দেবত্ব সম্পত্তি তথা মন্দির কমিটিতে দুজন মুসলিম প্রতিনিধি রাখার কথা বলা হচ্ছে না কেন?? আসলে মোদি সরকার এক দেশের ধর্মের ভিত্তিতে আলাদা আলাদা আইন ও অনুশাসন চাইছেন। একই সঙ্গে রামগিরি মহারাজ ও নরসিংহনন্দ মহারাজের মহানবী সা.সম্পর্কে অবমাননা করার মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানান। এই দুই মহারাজের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ারও দাবি জানান। এদিন বন্দী মুক্তি কমিটির সম্পাদক ছোটন দাস বলেন, এই যে বিল এটি হচ্ছে ইসলামকে শেষ করে দেওয়ার চক্রান্ত, আপনাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, বিজেপির চক্রান্তকে ধুলিসাৎ করতে হবে। এদিন ঘোড়ারস সালাফিয়া মাদ্রাসায় প্রধান শিক্ষক আব্দুল হামিদ ফাইজি বলেন ,এই ওয়াকফ সম্পত্তি নিয়ে যে কালাকানুন বিল নিয়ে এসেছে এই সরকার আমরা তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন। সকল মানুষকে এই প্রতিবাদে সামিল হতে আহ্বান জানান তিনি। তিনি বলেন, আপনারা যদি এই প্রতিবাদে না নামেন তাহলে আরোও ভয়াবহ দিন আমাদের জন্য অপেক্ষা । এদিনের প্রতিবাদ সভায় এছাড়া উপস্থিত ছিলেন মাওলানা আব্দুল হামিদ ফাইজি,ভানু সরকার, তৌহিদ আলম মাদানী, জিয়াউর রহমান সালাফি, হাসানুজ্জামান মাদানী, মাসুম রানা সালাফি,মামুন শেখ সালাফি, আশরাফুল হক মিফতাহী প্রমুখ।

বীরভূম তৃণমূল কোর কমিটিতে জায়গা পেলেন অনুব্রত মণ্ডল

আমীরুল ইসলাম ও সেখ রিয়াজউদ্দিন ● বোলপুর

আপনজন: বহু প্রতীক্ষার পর শনিবার বীরভূম জেলার তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয় কোর কমিটির বৈঠকে কাজল কেষ্ট মুখোমুখি। বীরভূম তৃণমূল কংগ্রেসের কোর কমিটির ৬জনের সদস্য ছিলেন তার মধ্যে কোর কমিটির আহবায়ক ছিলেন সিউড়ির বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী, ডেপুটি স্পিকার আসিস বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্যের মন্ত্রী চন্দনাথ সিনহা, লাভপুরে বিধায়ক অভিজিৎ সিংহ,সুদীপ্ত ঘোষ এবং বীরভূম জেলার সভাধিপতি কাজল শেখ । এবার যুক্ত হলেন বীরভূম তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অনুব্রত মন্ডল। বীরভূম জেলা তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয় কোর কমিটির বৈঠক শেষে বীরভূম জেলা সভাধিপতি কাজল শেখ জানান আগামী দিনে বীরভূম জেলা পরিচালনা করবে কোর কমিটি। কোর কমিটির দ্বারা বীরভূম জেলা পরিচালিত হবে। কোর কমিটির আহবায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী । তিনি আরও জানান প্রত্যেক মাসে কোর কমিটি একটি করে মিটিং হবে। ১৫ই ডিসেম্বর রামপুরহাটে কোর কমিটির বৈঠক হবে বলে জানা যায়। রামপুরহাটের পর কোর কমিটির বৈঠক হবে সিউড়িতে। প্রত্যেক দুমাস পর জেলা কমিটি মিটিং হবে কোর কমিটির আহবায়ক বিকাশ রায় চৌধুরী তার তত্ত্বাবধানে মিটিং হবে। কাজল শেখ আরো জানান আমাদের অভিভাবক অনুব্রত মণ্ডল তিনিও প্রত্যেক কোর কমিটি মিটিং এ উপস্থিত থাকবেন। রাজ্য নেতৃত্ব নির্দেশ মত অনুব্রত মণ্ডল কোর কমিটি মিটিং এ হাজির থাকবেন। কিন্তু কোর কমিটির পরিচালনা করবেন কোর কমিটির আহ্বায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী।২০২৪ নির্বাচনের আগে দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ১১ টি বিধানসভা বিভিন্নভাবে ভাগ করে দিয়েছিলেন এবং তিনি যে নির্দেশ দিয়েছিলেন সেই নির্দেশ মতো চলবে কারণ বীরভূম জেলার ১১ টি বিধানসভা কে কিভাবে চালাবে। এখনো যার যা দায়িত্ব আছে সেই বিধানসভা নিজে নিজে দায়িত্ব পালন করবে। তিনি আরো জানান যদি কোন কারণবশত কারো কোন বিধানসভায় যেতে হয় তাহলে কোর কমিটি আলোচনার মাধ্যমে সেটা সিদ্ধান্ত হবে। বীরভূমে উন্নয়নের স্বার্থে দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যে নির্দেশ দিবেন সেই নির্দেশ পালন করাই হচ্ছে আমাদের কাজ। সবশেষে বীরভূম জেলার সভাধিপতি জানান কোর কমিটি ৬ জন সদস্য ছিলেন অনুব্রত মণ্ডল কে নিয়ে সাতজন সদস্য হল কিন্তু আবাহয়ক হিসাবে বিকাশ রায় চৌধুরী বহাল থাকলেন।

দেশের অন্যতম সেরার শিরোপা পেল দুর্গাপুর নেপালিপাড়া হিন্দি হাই স্কুল

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● দুর্গাপুর

আপনজন:দেশের অন্যতম সেরা সরকারি স্কুল হিসাবে স্বীকৃতি আদায় করে নিয়েছে দুর্গাপুরের নেপালি পাড়া হিন্দি হাই স্কুল (এইচ.এস.) । উন্নত আধুনিক সুযোগ সুবিধা সহ উন্নত পরিকাঠামো গঠন মূলক শিক্ষা প্রণালি অন্য স্কুল থেকে এই স্কুলকে আলাদা করে দিয়েছে ।এই স্কুলে ১৬ নভেম্বর এক গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হলো, যেখানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পঞ্চায়েত, গ্রামোন্নয়ন এবং সমবায় দপ্তরের মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার অত্যাধুনিক ডিজিটাল ক্লাসরুমের উদ্বোধন করলেন। এই আধুনিক সুবিধাটি রানিগঞ্জের বিশিষ্ট শিল্পপতি ওম প্রকাশ বজোরিয়া দ্বারা অনুদান হিসাবে প্রদান করা হয়েছে। বিদ্যালয়টি ওম প্রকাশ বজোরিয়ার পিতার নামে এই ক্লাসরুমটির নাম “মুরলিধর বজোরিয়া ডিজিটাল ক্লাসরুম” রাখা হয়েছে।

এটি বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ডিজিটাল ক্লাসরুম, যা ছাত্রছাত্রীদের অত্যাধুনিক শিক্ষার সুবিধা প্রদান করবে। ২০২১ সালে নেপালি পাড়া হিন্দি হাই স্কুলে প্রথম ডিজিটাল ক্লাসরুম স্থাপন করা হয়েছিল। এই ধরনের আধুনিক শিক্ষার সরঞ্জাম গ্রহণকারী এটি রাজ্যের প্রথম সরকারি বিদ্যালয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মন্ত্রী শ্রী প্রদীপ মজুমদার বিদ্যালয়ের প্রশংসা করে বলেন, “নেপালি পাড়া হিন্দি হাই স্কুল শুধুমাত্র দুর্গাপুর বা জেলার মধ্যেই নয়, সারা পশ্চিমবঙ্গ এবং দেশব্যাপী একটি উদাহরণ স্থাপন করেছে। এর শৃঙ্খলা, মানসম্মত শিক্ষা এবং পরিকাঠামো সত্যিই প্রশংসার যোগ্য। প্রধান শিক্ষক ডঃ কালিমুল হকের নেতৃত্ব এবং উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে সমাজকে অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষমতা অনুকরণীয় এবং অন্যদের এর থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত।”

এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সুভাষ মণ্ডল (অধিকর্তা, এসবিএসটিসি), ওম প্রকাশ বজোরিয়া, বিনয় বজোরিয়া, রাজীব বজোরিয়া, অঙ্কিতা চৌধুরী, সঞ্জয় কুমার ঝা ও স্কুল পরিচালন সমিতির সভাপতি মুকুট কান্তি নাহা।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ডঃ কালিমুল হক তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন,“আমরা ওম প্রকাশ বজোরিয়াজির অবদানের জন্য অত্যন্ত খুশি এবং কৃতজ্ঞ। এই ডিজিটাল ক্লাসরুম আমাদের ছাত্রছাত্রীদের অত্যন্ত উপকৃত করবে, যা তাদের আধুনিক শিক্ষা এবং উন্নত সুযোগ প্রদান করবে।” উল্লেখ্য, নেপালি পাড়া হিন্দি হাই স্কুল ২০১৯ সালে রাজ্যের “সেরা বিদ্যালয়” পুরস্কার, “জামিনী রায় পুরস্কার” এবং ২০২২ সালে দেশের সেরা “স্বচ্ছ বিদ্যালয়” জাতীয় পুরস্কার পেয়েছে।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ডঃ কালিমুল হক ২০২০ সালে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পেয়েছিলেন। বর্তমানে এই বিদ্যালয়ে পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত মোট ৪২০০ জন ছাত্রছাত্রী শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে।

লক্ষ টাকার জালনোট সহ দুই ব্যক্তি গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিবেদক ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: এক লক্ষ টাকার জালনোট সহ দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল মুর্শিদাবাদ জেলার সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ। শুক্রবার রাতে সামশেরগঞ্জের নতুন ডাকবাংলা ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক সংলগ্ন এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয় তাদের। সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের নাম আরশাদ খান এবং বৈদ্যনাথ মন্ডল। তাদের মধ্যে আরসাদের বাড়ি ঝাড়খন্ডের রাঁচি হলেও বৈদ্যনাথ মন্ডলের বাড়ি মালদার বৈষ্ণবনগর এলাকায়। ধৃতদের কাছ থেকে সবকটি ৫০০ টাকার নোটে মোট এক লক্ষ টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। মালদার দিক থেকে নিয়ে এসে ঝাড়খণ্ডের দিকে নিয়ে যাওয়ার পথেই সামশেরগঞ্জের নতুন ডাকবাংলা জাতীয় সড়ক এলাকায় গ্রেফতার করা হয় তাদের। আগামী ২০ নভেম্বর ঝাড়খন্ডে বিধানসভা নির্বাচন। ঠিক তার আগেই জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশের ব্যাপক তৎপরতায় জালনোট সহ দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতারের ঘটনায় রীতিমতো শোরগোল সৃষ্টি হয়েছে এলাকা জুড়ে। এদিকে জালনোট উদ্ধার ঘটনায় ধৃতদের শনিবার জঙ্গিপুরের বিশেষ আদালতে পাঠানো হয়। জালনোট কারবারের সঙ্গে আর কেউ জড়িত রয়েছে কি না তাও খতিয়ে দেখছে সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রীকে যৌন নিগ্রহ! ধৃত শিক্ষক

হাসিবুর রহমান ● জীবনতলা

আপনজন: ফাঁকা ক্লাসরুমে চতুর্থ শ্রেণীর এক ছাত্রীকে যৌন নির্যাতন করায় অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এক স্কুলের এক শিক্ষককে। ধৃত শিক্ষকের নাম কৃপাসিন্ধু মন্ডল। তিনি জীবনতলা থানার কালিকাতলা পুরাতন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। পুলিশ সূত্রে খবর মঠের দীঘির বাসিন্দা কৃপাসিন্ধু জীবনতলা থানা এলাকার ওই প্রাথমিক স্কুলে দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষকতা করছেন। অভিযোগ কয়েকদিন আগে ওই স্কুলের এক ছাত্রীকে তিনি ফাঁকা ক্লাসরুমে একা পেয়ে শ্লীলতাহানি করেন। ছাত্রীকে বিভিন্ন রকম ভাবে যৌন-নিগ্রহ করেন। এমন ঘটনায় ভয় পেয়ে যায় ওই ছাত্রী। বাড়ি ফিরে কান্নাকাটি শুরু করলে পরিবারের লোকেরা শিক্ষকের সঙ্গে দেখা করেন। শিক্ষক গোটা ঘটনা অস্বীকার করেন। এরপর শনিবার নির্যাতিতার পরিবারের লোকেরা জীবনতলা থানায় গিয়ে শিক্ষকের বিরুদ্ধে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ করেন। অভিযোগ পেয়েই ওই শিক্ষককে গ্রেফতার করেছে জীবনতলা থানার পুলিশ। শুরু হয়েছে তদন্ত।

বাম সংগঠন ছেড়ে তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনে

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: মুর্শিদাবাদ জেলার জলঙ্গী ব্লক আই এন টি টি ইউ সি ব্লক সভাপতি ফিরোজ আহমেদের হাত ধরে মুখ্যমুন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের উন্নয়ন দেখে এবং সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দোপাধ্যায়ের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে প্রায় শতাধিক বাম শ্রমিক সংগঠনের সি আই টি ইউ কর্মী সমর্থকরা তাদের পূর্বের সংগঠন ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠনে যোগদান করলেন। যোগদান শেষে ব্লক সভাপতি ফিরোজ আহমেদ বলেন জলঙ্গী বাজারের শ্রমিকরা দীর্ঘদিন ধরে বাম শ্রমিক সংগঠন করার পরেও বঞ্চিত থাকার কারণে তৃণমূলে যোগদান করার জন্য আমাকে লিখিত ভাবে আবেদন করেন। তার ভিত্তিতে জেলা আই এন টি টি ইউ সি সভাপতি সুবোধ চন্দ্র দাসের অনুমতি নিয়ে শনিবার সন্ধ্যায় জলঙ্গী ব্লকের জড়তলা এলাকায় দলীয় পতাকা হাতে তুলে দিয়ে যোগদান করানো হলো।সদ্য যোগদান কারীরা জানান আমরা দীর্ঘদিন ধরে বাম শ্রমিক সংগঠন করে আসছি কিন্তু আমরা কিন্তু কোনো কাজ পাইনি তাই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়ন দেখে এদিন ব্লক শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি ফিরোজ আহমেদ এর হাত ধরে তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনে যোগদান করলাম আগামীতে দলের একজন কর্মী হিসেবে কাজ করবো।এদিনের যোগদান সভায় উপস্থিত ছিলেন ব্লক সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি মিরাজুল সেখ মিনা সহ একাধিক ব্লক ও অঞ্চল নেতৃত্ব গণ। সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি বলেন যারা যোগদান করলেন তারা আমার চোঁয়াপাড়া অঞ্চলের বাসিন্দা তারা আমাদের দলে যোগদান করলেন আমরা তাদের সাদরে গ্রহণ করলাম এবং তাদের নিয়ে এক সঙ্গে সংগঠন করবো আমরা।

কাজী সোসাইটির সম্মেলন দিঘায়

আপনজন: দিঘায় সারা বাংলা মুসলিম ম্যারেজ রেজিস্ট্রার ও কাজী সোসাইটির পক্ষ থেকে রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ উপলক্ষে একটি বিশেষ পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য মাইনরিটি কমিশনের চেয়ারম্যান আহমদ হাসান ইমরান, মাদ্রাসা শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতির কর্ণধার সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন সহ বিশিষ্টজনরা। ছবি ও তথ্য: সেক আনোয়ার হোসেন।

প্রথম নজর

মাদক পাচারের অভিযোগে ৯ সৌদি অফিসার গ্রেফতার

আপনজন ডেস্ক: মাদক পাচারের দায়ে সৌদি আরবের তিন সরকারি সংস্থার ৯ কর্মকর্তাকে গ্রেফতারের খবর দিয়েছে দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। তাদের গ্রেফতারের মধ্য দিয়ে মাদক পাচার সংশ্লিষ্ট একটি নেটওয়ার্ক ভেঙে দেয়া হয়েছে বলে দাবি সৌদি প্রশাসনের।
গত বৃহস্পতিবার (১৪ নভেম্বর) সৌদি গ্যাজেটের এক প্রতিবেদনে এ খবর জানানো হয়।
খবরে বলা হয়, গ্রেফতারকৃতরা আল-জাওফ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর দিয়ে মাদক পাচার করতেন।
তাদের প্রত্যেকেই সৌদি আরবের নাগরিক। এর মধ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন, জাকাত, কর ও শুল্ক কর্তৃপক্ষের চারজন এবং সৌদি ইলেকট্রিসিটি কোম্পানির একজন কর্মকর্তা রয়েছে।
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক সূত্র জানায়, তারা আন্তর্জাতিক চোরাচালান নেটওয়ার্কের সঙ্গে সমন্বয় করে মাদক পাচারের কাজ করতেন।
অপরাধ দমনের উন্নত প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়।
প্রাথমিক তদন্ত অনুসারে জানা যায়, তারা মাদক পাচারের জন্য এমন ব্যাগ ব্যবহার করতেন যা সাধারণত বিমানবন্দরে যাচাই করা হয় না। তারা সেসব ব্যাগ বিমানবন্দর থেকে বের করে বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠাতেন।

টেক্সাসে বিমান অবতরণের সময় বিমানে বন্দুক হামলা

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-মধ্যাঞ্চলীয় অঙ্গরাজ্য টেক্সাসের একটি বিমানবন্দরে উড্ডয়নের সময় একটি বিমানে বন্দুক হামলার ঘটনা ঘটেছে।
সংবাদমাধ্যম সিএনএন জানিয়েছে, শুক্রবার স্থানীয় সময় সকাল সাড়ে ৮টার দিকে সাউথওয়েস্ট এয়ারলাইন্সের একটি যাত্রীবাহী বিমানে এই বন্দুক হামলার ঘটনা ঘটে।
দেশটির বেসামরিক বিমান পরিবহন নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফেডারেল এভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এফএএ) বলেছে, ডালাসের লাভ ফিল্ড বিমানবন্দরে উড্ডয়নের প্রস্তুতির সময় সাউথওয়েস্ট এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট-২৪৯৪ বন্দুক হামলার কবলে পড়েছে। বিমানের ককপিটের কাছে একটি গুলি ছোড়া হয়ে।
পরে বোয়িং ৭৩৭-৭০০ বিমানটি বিমানবন্দরের প্রবেশদ্বারের কাছে ফিরে যায়। সেখানে বিমানের জরুরি বহির্গমন দরজা দিয়ে যাত্রীদের নামিয়ে আনা হয়।
প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে, সাউথওয়েস্ট এয়ারলাইন্সের ওই ফ্লাইটটি টেক্সাসের ডালাস থেকে ইন্ডিয়ানা অঙ্গরাজ্যের ইন্ডিয়ানাপোলিস শহরে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু উড্ডয়নের আগ মুহূর্তে স্থানীয় সময় রাত ৮টা ৩০ মিনিটের দিকে বিমানটির ককপিট লক্ষ্য করে গুলি ছোড়া হয়।
তবে এই হামলার ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি বলে এক্সে একটি পোস্ট দিয়েছে লাভ ফিল্ড বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ।

ইসরায়েলকে স্বীকৃতি দেবে না মালয়েশিয়া

আপনজন ডেস্ক: মালয়েশিয়া ইসরায়েলকে স্বীকৃতি দিবে না বরং ফিলিস্তিনি জনগণের প্রতি সমর্থন জানাবে বলে মন্তব্য করেছেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম।
শুক্রবার) লাতিন আমেরিকার দেশ পেরুর রাজধানী লিমাতে অনুষ্ঠিত এশিয়া-প্যাসিফিক ইকনোমিক কোঅপারেশনের (এপেক) সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ মন্তব্য করেন।
একই সঙ্গে তিনি ইসরায়েলের বিষয়ে কূটনৈতিক সম্পর্ক পরিবর্তনের বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করেছেন। আনোয়ার ইব্রাহিম বলেন, ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে ইসরায়েলের ক্রমবর্ধমান সহিংসতার বিষয়ে এবারের অ্যাপেক সম্মেলনে একমাত্র দেশ হিসেবে মালয়েশিয়া প্রশ্ন তুলেছে।
তিনি আরো বলেন, 'একটি জাতির অধিকারের বিষয়টি অস্বীকার করা হলে, আমরা কীভাবে অর্থনীতি ও মুক্তবাণিজ্য সম্পর্কে কথা বলতে পারি? এটা ন্যায়বিচারের বিষয়। যেখানে প্রয়োজন সেখানেই ফিলিস্তিনিদের জন্য সমর্থন অব্যাহত রাখবে মালয়েশিয়া।'
এদিকে, এক বছরের বেশি সময় ধরে ইসরায়েলি হামলায় ৪৫ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন এক লাখের অধিক মানুষ। এ অবস্থায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশ যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দিলেও তা মানছে না ইসরায়েল। ফিলিস্তিনের পাশাপাশি যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়েছে লেবাননেও। সেখানেও ইসরায়েল প্রতিনিয়ত বিমান হামলা চালাচ্ছে।

গভীর হতাশায় ট্রাম্পকে ভোট দেওয়া মুসলিমরা

আপনজন ডেস্ক: এবারে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ভূমিধস জয় পেয়েছেন রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প। জেতার পর ইতোমধ্যে পছন্দের ব্যক্তিদের দিয়ে প্রশাসন সাজাতে শুরু করেছেন ট্রাম্প। রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যেসব মুসলিম নেতা নির্বাচনে ট্রাম্পকে সমর্থন জানিয়েছেন তারা এখন গভীরভাবে হতাশ। গাজা যুদ্ধ এবং লেবাননে আক্রমণের জন্য ইসরায়েলকে সমর্থন দেওয়ায় এসব মুসলিম নেতা বাইডেন প্রশাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করেছিলেন। তবে ট্রাম্পের নতুন মন্ত্রিসভা দেখে তারা হতাশ। এমনি একজন মুসলিম নেতা রবিউল চৌধুরী রয়টার্সকে বলেছেন, ট্রাম্প আমাদের কারণে জিতেছেন কিন্তু তিনি পররাষ্ট্রমন্ত্রীসহ অন্যান্য পদে যাদের বেছে নিয়েছেন তাতে আমরা খুশি নই। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের ধারণা, মিশিগান রাজ্যে ট্রাম্পকে জেতাতে সাহায্য করেছেন মুসলিম ভোটাররা। এছাড়া অন্যান্য সুইং স্টেটগুলোতে হয়তো মুসলিম ভোটাররা ট্রাম্পের জয়ের কারণ। এবারের মার্কিন নির্বাচনে সাতটি সুইং স্টেটেই জিতেছেন ট্রাম্প। জেতার পরেই ট্রাম্প পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে রিপাবলিকান সিনেটর মার্কো রুবিওকে বেছে নিয়েছেন। রয়টার্স জানিয়েছে, রুবিও ইসরায়েলের একজন কট্টর সমর্থক।এ ছাড়া ট্রাম্প ইসরায়েলে পরবর্তী মার্কিন রাষ্ট্রদূত হিসেবে মাইক হাকাবিকে বেছে নিয়েছেন।মাইকও ইসরায়েলের সমর্থক এবং তিনি পশ্চিম তীরে ইসরায়েলি দখলের পক্ষে বলে জানান। আমেরিকান মুসলিম এনগেজমেন্ট অ্যান্ড এমপাওয়ারমেন্ট নেটওয়ার্কের নির্বাহী পরিচালক রেক্সিনালদো নাজারকো বলেন, মুসলিম ভোটাররা আশা করেছিলেন ট্রাম্প তার মন্ত্রিসভায় এমন লোকদের নেবেন যারা শান্তির জন্য কাজ করবে। কিন্তু তাতে এমন কোনো ইঙ্গিত নেই।

৬১ ব্রাজিলিয়ানকে গ্রেফতারের নির্দেশ আর্জেন্টিনার

আপনজন ডেস্ক: দাঙ্গায় জড়িত থাকার অভিযোগে বিভিন্ন মেয়াদে সাজাপাপ্ত ৬১ ব্রাজিলিয়ানকে গ্রেফতারের নির্দেশ দিয়েছেন আর্জেন্টিনার আদালত। ব্রাজিলের সুপ্রিম কোর্টের অনুরোধে আর্জেন্টিনার বিচারক ড্যানিয়েল রাফেকাস এই আদেশ জারি করেছেন।
সংবাদমাধ্যম বিবিসির এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, গ্রেফতারি পরোয়ানা জারিকৃত এসব ব্রাজিলিয়ানরা গত বছর ব্রাসেলিয়ায় অভ্যুত্থান চেষ্টার সঙ্গে জড়িত। তাদের নামে ব্রাজিলে গ্রেফতারি পরোয়ানা রয়েছে। আর্জেন্টিনায় পালিয়ে থাকা এসব ব্রাজিলিয়ানকে গ্রেফতারের পর প্রত্যাবাসনের অনুরোধ করা হয়েছে। কারণ ব্রাজিলের আদালত এরইমধ্যে তাদেরকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দিয়েছেন।
প্রসঙ্গত, ২০২৩ সালের জানুয়ারিতে সাবেক ডানপন্থী নেতা জাইর বলসোনারোর হাজার হাজার সমর্থক ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট প্রাসাদ, কংগ্রেস ও সুপ্রিম কোর্টে হামলা চালায়। এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত শত শত লোককে গ্রেফতার করেছে ব্রাজিলের পুলিশ। নির্বাচনে জালিয়াতির দাবি করে তারা নবনির্বাচিত বামপন্থি নেকা লুইজ ইনাসিও লুলা দা সিলভাকে ক্ষমতাচ্যুত করতে সশস্ত্র বাহিনীর হস্তক্ষেপ চেয়েছিল।
গত জুনে ব্রাজিল জানিয়েছিল, হামলার সঙ্গে জড়িত অন্তত ১৪০ জন পলাতককে চিহ্নিত করতে আর্জেন্টিনার সহায়তা চাওয়া হয়েছে।

সর্বকনিষ্ঠ মার্কিন প্রেস সেক্রেটারি হচ্ছেন লেভিট

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের দাফতরিক বাসভবন হোয়াইট হাউসের নতুন প্রেস সেক্রেটারি হিসেবে ক্যারোলিন লেভিটকে বেছে নিয়েছেন নবনির্বাচিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সংবাদমাধ্যম বিবিসি জানিয়েছে, ক্যারোলিন লেভিটের বয়স মাত্র ২৭ বছর এবং এর মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে হোয়াইট হাউসের সর্বকনিষ্ঠ প্রেস সেক্রেটারি হতে চলেছেন তিনি।
এক বিবৃতিতে ট্রাম্প বলেছেন, আমি আত্মবিশ্বাসী যে, ক্যারোলিন কাজে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করবেন এবং আমেরিকান জনগণের কাছে আমাদের বার্তা পৌঁছে দিতে সহায়তা করবেন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

দক্ষিণ চিন সাগর নিয়ে উদ্বেগ জাপানের

আপনজন ডেস্ক: জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিগেরু ইশিবা দক্ষিণ চীন সাগর, হংকং এবং জিনজিয়াংকে ঘিরে সৃষ্ট পরিস্থিতি নিয়ে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের কাছে এই জুটির প্রথম ব্যক্তিগত আলোচনায় গুরুতর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। শনিবার টোকিওর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উদ্ধৃতি দিয়ে লিমা থেকে সংবাদমাধ্যম এএফপি এ তথ্য জানিয়েছে। পেরুর অ্যাপেক শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে আলোচনায়, এই জুটি 'সংশ্লিষ্ট পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের পারস্পরিক সফরের পাশাপাশি একটি উপযুক্ত সময়ে সাংস্কৃতিক বিনিময় এবং অর্থনীতিতে উচ্চ-স্তরের সংলাপের লক্ষ্যে কাজ করার জন্য' সম্মত হয়েছে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.২৭মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৪.৫৭মি.

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.২৭	৫.৫১
যোহর	১১.২৬	
আসর	৩.১৭	
মাগরিব	৪.৫৭	
এশা	৬.১০	
তাহাজ্জুদ	১০.৪২	

বজবজ ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং
চণ্ডীপুর মোড় ■ বিড়লাপুর রোড ■ কলকাতা-৭০০১৩৭
https://bbinursing.com
Project of Amanat Foundation
ছেলেদের জন্য

আশশিফা ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং
সহরার হাট ■ ফলতা ■ দক্ষিণ ২৪ পরগনা
https://ashsheefahospital.com
Project of AshSheefa Group
মেয়েদের জন্য

স্কলারশিপ, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডে সহায়তা

- অভিজ্ঞ প্রফেসর ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত।
- আধুনিক সুসজ্জিত ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি।
- ১০০+ বেডের নিজস্ব হাসপাতালে এবং অতিরিক্ত আরও ২ টি ১০০+ বেডের হাসপাতালে প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা।
- মেয়েদের জন্য হসপিটাল ক্যাম্পাসে নার্সিং স্কুল ও হোস্টেল এর সুযোগ।
- ছেলেদের পৃথক হোস্টেল।
- ভর্তির যোগ্যতা: সায়েন্স/আর্টস/কমার্স) যেকোনও শাখায় HS এ40% মার্কস।

HSপাস ছেলে ও মেয়েদের জন্য নার্সিং এর অ্যাডমিশন শুরু হয়ে গেছে

GNM
(3Years)
কোর্সে সরাসরি ভর্তি চলছে
ওয়েস্ট বেঙ্গল ও ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত

কোর্স ফিজঃ
ছেলেদের- 3 লাখ
মেয়েদের- 2.5 লাখ

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত
(Director) MBBS, MD, Dip. Card

মুহাম্মদ শাহ আলম, চেয়ারম্যান
ডঃ মোশারফ হোসেন, ভাইস-চেয়ারম্যান
ডাঃ সুনন্দ জানা, সি.ঈ.ও.

যোগাযোগ
6295 122937 (D)
93301 26912 (O)

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ৩১০ সংখ্যা, ২ অগ্রহায়ন ১৪৩১, ১৪ জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৬ হিজরি

ইতিহাসের বিকৃতি

কী করিয়া ইতিহাস ও কাহিনি রচনা করা হয়, তাহা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কাহিনি' নাটকের 'ভাষা ও ছন্দ'-এর মধ্যে দারুণভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। উহার একটি অংশে দেবর্ষি নারদ বাল্মীকিকে রামের উপর মহাকাব্য লিখিতে বলিলেন। উত্তরে বাল্মীকি বলিলেন, তিনি রামের কীর্তিগান শুনিয়াছেন, কিন্তু সকল ঘটনা জানেন না। সুতরাং সত্য ইতিবৃত্ত তিনি কীভাবে লিখিবেন? সেই কারণে বাল্মীকি মনে করিতেছেন যে, সত্য হইতে তাহার বিচ্যুত হইবার ভয় রহিয়াছে। বাল্মীকির এই সরল উক্তি শুনিয়া দেবর্ষি নারদ একটি গূঢ় সত্য উচ্চারণ করিলেন। কবির ভাষায়- 'নারদ কহিলা হাসি, 'সেই সত্য যা রচিবে তুমি./ঘটে যা তা সব সত্য নহে।' অর্থাৎ নারদ বুঝাইতে চাহিলেন-যাহা বাল্মীকি লিখিবেন, তাহাই হইবে সত্য। যাহা ঘটে, তাহা সত্য নহে।

কথাগুলি প্রতীকী। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাদের এই প্রতীকী অর্থেই বুঝাইয়া দেন-কী করিয়া ইতিহাস ও কাহিনি রচনা করা হয়। রবীন্দ্রনাথের মতো পৃথিবীর বিভিন্ন মনীষীর মনেও প্রশ্ন জাগে-ইতিহাস রচনার প্রকৃত রূপ কি সত্যের প্রতিফলন? এই প্রশ্নের উত্তর সহজ নহে, বরং বহু জটিল স্তরে নিহিত। প্রকৃত অর্থে, ইতিহাস যে সর্বদাই সত্যকে উপস্থাপন করে-এমন ধারণা গ্রহণ করা নিতান্তই ভ্রান্তমূলক। কারণ, ইতিহাস রচনা করে বিজয়ী পক্ষ, এবং সেই কারণেই যাহারা পরাজিত হয়, তাহাদের কাহিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হারাইয়া যায় বিজয়ীর মহিমার আড়ালে। যেই পক্ষ ইতিহাস লেখে, সেই পক্ষই ঘটনাবলির ব্যাখ্যা ও বর্ণনায় নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিষ্ঠা করে। ফলে পরাজিতের কাহিনি, বেদনা এবং সংগ্রাম চাপা পড়ে। বিজয়ীর কাহিনি মহিমান্বিত হয়, আর সেই কাহিনিই প্রতিষ্ঠা পায় জনমানসে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি যেমন তাহাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে উপমহাদেশের ইতিহাস রচনা করিয়াছিল। ব্রিটিশ শাসনের সুফল ও সভ্যতার দানকে প্রধান করে উপস্থাপন করা হইয়াছে, অথচ তাহাদের শোষণ, অত্যাচার ও নিপীড়নের কাহিনি লুকাইয়া রাখা হইয়াছে। ব্রিটিশ শাসনের ইতিহাসে 'সিপাহি বিদ্রোহ' নামে অভিহিত করা হইয়াছে ভারতের স্বাধীনতাসংগ্রামের প্রথম প্রচেষ্টা।

প্রকৃতপক্ষে, ইহা ছিল ভারতের স্বাধীনতার জন্য এক বিরাট আন্দোলন, কিন্তু বিজয়ী ব্রিটিশ গোষ্ঠী তাহাকে 'মিউটিনি' বলিয়া ছোট করিয়া দেখাইয়াছে। এই জন্য জর্জ অরওয়েল বলিয়াছেন, 'কোনো জাতিকে ধ্বংস করিবার সবচেয়ে কার্যকর উপায় হইল তাহাদের ইতিহাসকে অস্বীকার করা ও মুছিয়া ফেলা।'

বিজয়ীরা যখন ইতিহাসকে নিজেদের মতো করিয়া রচনা করেন, এবং তাহাদের স্বার্থে বিকৃত করেন এবং পরাজিতের সত্য কাহিনিগুলিকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দেন-তখন ইতিহাসের এই বিকৃতরূপ পরবর্তী প্রজন্মের নিকট প্রকৃত সত্যকে ধোঁয়াশায় ঢাকিয়া রাখে। ফলে মানুষ সেই মিথ্যা ইতিহাসেই বিশ্বাস স্থাপন করে এবং প্রকৃত সত্য অনেক সময় চিরতরে হারাইয়া যায়। যেমন-মধ্যযুগে ক্রুসেডের বিবরণে দেখা যায়, খ্রিষ্টানদের বিজয় ও মহিমার কাহিনি প্রচারিত হইয়াছে, অথচ মুসলিমদের প্রতি নির্মম অত্যাচার ও নিপীড়নের কাহিনি লুকানো হইয়াছে। ইতিহাসের এই বিকৃত রূপই আজ আমাদের বিশ্বদর্শনকে প্রভাবিত করিয়া রাখিয়াছে। এই কারণে হেগেল বলিয়াছেন, 'ইতিহাস হইতে আমরা যাহা শিখি, তাহা হইল-আমরা ইতিহাস হইতে কিছুই শিখি না।'

ইতিহাসের এই চক্রবদ্ধ বিকৃতি আমাদের প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণে বাধা সৃষ্টি করে। আমরা যদি ইতিহাসের সত্যকে পুনর্মূল্যায়ন না করি, তবে সেই ভুলের পুনরাবৃত্তিই করিয়া যাই। ইতিহাসের ভুল ও মিথ্যাকে চ্যালেঞ্জ করিয়া সত্য উদ্‌ঘাটনের প্রচেষ্টা প্রতিটি সচেতন জাতির মধ্যে জাগরূক থাকা প্রয়োজন।

ভারত-চিন সম্পর্কের বরফ গলতে শুরু করেছে কি

২০২০ সালের জুনে ভারতের লাদাখ সীমান্ত এলাকায় চীনা সেনাদের সঙ্গে সংঘর্ষে কমপক্ষে ২০ জন ভারতীয় সেনা নিহত হন। এই সংঘর্ষ দুই দেশের সম্পর্ককে কয়েক দশকের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ অবস্থায় ঠেলে দেয় এবং দীর্ঘস্থায়ী সামরিক উত্তেজনার সূচনা করে। এখন চীন ও ভারত একটি আপস চুক্তিতে পৌঁছেছে। লিখেছেন **শশী থারুর।**

২০২০ সালের জুনে ভারতের লাদাখ সীমান্ত এলাকায় চীনা সেনাদের সঙ্গে সংঘর্ষে কমপক্ষে ২০ জন ভারতীয় সেনা নিহত হন। এই সংঘর্ষ দুই দেশের সম্পর্ককে কয়েক দশকের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ অবস্থায় ঠেলে দেয় এবং দীর্ঘস্থায়ী সামরিক উত্তেজনার সূচনা করে। এখন চীন ও ভারত একটি আপস চুক্তিতে পৌঁছেছে।

২০২০ সালের সহিংসতার পর থেকে ভারত স্পষ্ট করে দিয়েছিল, সীমান্তে আগের অবস্থা ফিরে না আসা পর্যন্ত দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক স্থিতাবস্থায় থাকবে। ভারত চীনের প্রতি কঠোর অবস্থানে থাকার যে প্রত্যয় ব্যক্ত করেছিল, তাতে অনড় থাকার প্রমাণ হিসেবে ভারত চীনা বিনিয়োগের অনুমোদন ধীর করে দিয়েছে; চীনা নাগরিকদের ভিসা দেওয়ার বিষয়ে কড়াকড়ি আরোপ করেছে এবং দুই দেশের মধ্যে সরাসরি বিমান চলাচল বাতিল করেছে। এ ছাড়া ভারত চীনের প্রশান্ত মহাসাগরীয় ভূখণ্ডের দাবির বিরুদ্ধে কঠোর মনোভাব নিয়েছে। ভারত এমন কিছু রাজনৈতিক মনোভঙ্গি প্রকাশ করেছে, যা চীনকে অসন্তুষ্ট করতে পারে।

চীন ও ভারতের সাম্প্রতিক আপস চুক্তি ইঙ্গিত দেয়, বেইজিং শেষ পর্যন্ত দিল্লির বার্তাটি বুঝতে পেরেছে। আদতে ভারতের অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো প্রধানত বিশ্বাস করে, চীনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার কৌশল খুব বেশি কাজে দেবে না। সে কারণে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কৌশল বাদ দিয়ে ভারতের চীনা পুঁজির ব্যবহার করা এবং তার মাধ্যমে ভারতের নিজস্ব বিনিয়োগের ঘাটতি পূরণ করা উচিত। যেহেতু রাজনৈতিক উত্তেজনার মধ্যেও দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে, তাই এটি মোটেও আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, ভারতের ব্যবসায়িক সম্প্রদায় চীনের সঙ্গে সমঝোতা চুক্তি করতে মোদি সরকারের ওপরে চাপ দিচ্ছে।

গত জুলাই মাসে ভারত সরকারের প্রধান অর্থনৈতিক উপদেষ্টা প্রকাশ্যে এমন একটি কৌশলের পক্ষে কথা বলেন, যা ভারতে চীনা বিনিয়োগ বাড়াবে এবং ভারতকে চীনা সরবরাহ শৃঙ্খলের সঙ্গে আরও নিবিড়ভাবে যুক্ত করবে। গত কয়েক মাসে এমন কিছু ইঙ্গিত পাওয়া গেছে যাতে মনে হয়েছে, লাদাখে চলমান অচলাবস্থা অবসানের জন্য একটি চুক্তি হতে যাচ্ছে।

১২ সেপ্টেম্বর ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর মন্তব্য করেন, পূর্ব লাদাখে এলএসি (লাইন অব অ্যাকচুয়াল কন্ট্রোল) বরাবর চীনের সঙ্গে 'বিচ্ছিন্নতা' সমস্যার প্রায় ৭৫ শতাংশ সমাধান করা হয়েছে। একই দিন, ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল সেন্ট পিটার্সবার্গে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির পররাষ্ট্রবিষয়ক কমিশনের পরিচালক ওয়াং ই-এর সঙ্গে দেখা করেন। তখন এই চুক্তির ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

তবে আপস-মীমাংসামূলক একটি চুক্তি হলেও বেশ কিছু গুরুতর উদ্বেগের বিষয় এখনো রয়ে গেছে। প্রথমত, রাজনৈতিক বিশ্লেষক ব্রহ্ম চেলানির পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, চুক্তি ঘোষণার কয়েক দিনের মধ্যে যখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং কাজানে অনুষ্ঠিত ব্রিকস সম্মেলনের পার্শ্ববৈঠকে মিলিত হন, তাঁদের মন্ত্রণালয়গুলো একেবারেই ভিন্ন বিবৃতি প্রকাশ করে। ভারত যেখানে এই চুক্তিকে 'বহু-মেরুর এশিয়া এবং বহু-মেরুর বিশ্বের' দিকে একটি পদক্ষেপ হিসেবে বর্ণনা করে, চীন সেখানে এটিকে কেবল 'বহু মেরুর বিশ্বের' চুক্তি বলে উল্লেখ করে। চীনের এই কথায় সূক্ষ্ম কিন্তু স্পষ্ট যে ইঙ্গিত ছিল, তা হলো এশিয়া চীনের দখলে আছে। এলএসি বরাবর চীনের কার্যকলাপ স্পষ্টভাবে বোঝায়, তারা ভারতে অস্থিতিশীলতা জিইয়ে রাখতে চায়। তারা সীমান্ত পরিবর্তনের এমন সব পদক্ষেপ নিচ্ছে, যা চীনের স্বার্থের পক্ষে যায়।

ভুটানের দোকলাম মালভূমি নিয়ে ভারত ও চীনের মধ্যে শেষ সংঘর্ষ কীভাবে শেষ হয়েছিল, তা আমাদের মনে রাখতে হবে। ভারত দোকলামের মালিকানা দাবি করে না; তবে ভুটানের দাবিকে সমর্থন করে। ভুটানের এই দাবিকে চীন আবার প্রত্যাখ্যান করে।

একটি গুরুত্বপূর্ণ ভারতীয় মহাসড়ক দোকলাম মালভূমির নিচ দিয়ে চলে গেছে। এই মহাসড়ক ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোকে দেশের বাকি অংশের সঙ্গে সংযুক্ত করেছে। তাই যখন চীন দোকলামে একটি চীনা মহাসড়ক নির্মাণের জন্য সৈন্য মোতায়েন করেছিল, ভারত তখন সেনা পাঠিয়ে প্রকল্পটি বন্ধ করার চেষ্টা করেছিল। সর্বশেষ সই করা লাদাখ চুক্তির মতো সে সময় দোকলাম সংক্রান্ত বিবাদ মেটানোর জন্য দুই পক্ষ কয়েক মাসের মধ্যেই একটি চুক্তিতে পৌঁছেছিল। এরপর চীনা সেনাবাহিনী দোকলামের অন্য জায়গায় সড়ক নির্মাণ করে। বর্তমানে চীনা সেনারা সেখান থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভারতীয় সড়কের ওপরে নজর রাখে।

বস্তুত একটি নির্দিষ্ট কৌশল অনুসরণ করে চীন তাদের সীমানা বাড়ানোর কাজ করে থাকে। কৌশলগুলো হলো নিশানাকৃত এলাকায় অস্থির পরিস্থিতি তৈরি করা; এমন অবস্থানে সেনা মোতায়েন করা, যেখান থেকে তারা ভারতকে ভীতি প্রদর্শন (এবং সম্ভাব্য আক্রমণ) করতে পারে এবং দীর্ঘমেয়াদি কূটনীতির মাধ্যমে ভারতকে নিস্তেজ করা।

একই সঙ্গে ভারতকে চীনা আমদানির ওপর নির্ভরশীল হতে উৎসাহিত করার এবং ভারতীয় ব্যবসায়িক নেতাদের সামনে বিনিয়োগের লোভ দেখানোর কৌশলও তারা অনুসরণ করে থাকে।

তবে সাম্প্রতিক সমঝোতা চুক্তির প্রতিশ্রুত অর্থনৈতিক সুবিধাগুলো বাস্তবায়িত হওয়ার সম্ভাবনা কম। চীন ভারতের বিশাল দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যঘাটতি পূরণে কিছুই করেনি। এ ছাড়া ভারতীয় কোম্পানিগুলোর জন্য চীনা বাজারে প্রবেশের বাধাগুলো কমানো হয়নি। তাই স্পষ্টতই ভারতের সতর্কভাবে এগোনো উচিত হবে। যতক্ষণ না চীন বিশ্বাসযোগ্যভাবে তার সদিচ্ছার প্রমাণ দিচ্ছে, ততক্ষণ লাদাখের আপস চুক্তি নিয়ে খুশিতে আটখানা হওয়ার কোনো কারণ নেই।

শশী থারুর ভারতের প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেসের অন্যতম নেতা ও পার্লামেন্ট সদস্য

স্বত্ব: প্রজেক্ট সিন্ডিকেট, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে অনুবাদ

টানা ৪ দিন ধরে দূষণদাপটে 'শ্বাসরুদ্ধ' রাজধানী শহর দিল্লি

আপনজন ডেস্ক: পর পর চার দিন ভারতের রাজধানী দিল্লির দূষণের চিত্রের কোনো পরিবর্তন হলো না। যত দিন যাচ্ছে দূষণদাপটে 'শ্বাসরুদ্ধ' হয়ে উঠছে রাজধানী। শনিবারেও বাতাসের গুণগত মান (একিউআই) ছিল ৪০০'র উপরে। তারসাথে পাল্লা দিয়ে চলছে ধোঁয়াশার দাপটও। ফলে প্রতিদিনই দৃশ্যমানতা নেমে যাচ্ছে। সড়ক ও বিমান পরিষেবা ব্যাহত হচ্ছে। শনিবারও ঘন ধোঁয়াশার চাদরে মোড়া রাজধানীর বিস্তীর্ণ অঞ্চল। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রক বোর্ডের তথ্য বলছে, দিল্লির বাতাসের গুণগত মান ৪০৬। যা 'অত্যন্ত খারাপ' পর্যায়ের মধ্যে পড়ে। দূষণের দাপটে বাড়ছে কাশি, চোখজ্বালা ও শ্বাসকষ্টের মতো উপসর্গও। কোন এলাকায় কী পরিস্থিতি ড্রোনের মাধ্যমে তা নজরদারি চালানো হচ্ছে। প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, এমস ও প্রগতি ময়দান এলাকায় ধোঁয়াশার চাদরে মুড়ে রয়েছে। প্রগতি ময়দানে বাতাসের গুণগত মান ৩৫৭। যা 'খুব খারাপ' পর্যায়ের মধ্যে পড়ে। দূষণের অন্য 'হটস্পট'গুলো হলো কালিন্দি কুঞ্জ, ইন্ডিয়া গেট। এখানে একিউআই ৪১৪। যা 'অত্যন্ত ভয়ানক' পর্যায়ের মধ্যে পড়ে। পরিস্থিতি সামলাতে দূষণের 'হটস্পট'গুলিতে যান্ত্রিক উপায়ে পানি ছেটানোর কাজও চলছে। কিন্তু দিল্লিবাসীদের দাবি, সরকারের এই প্রচেষ্টাও খুব একটা কাজে আসছে না। রাজধানীর রাস্তায় যাতে একসাথে অনেক গাড়ি না নামে, তার জন্য সরকারি অফিসগুলোতেও সময় বদলানোর কথা ঘোষণা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী অতিশী। রাস্তায় যান চলাচলও কমবে, তাতে দূষণের মাত্রাও কিছুটা কমবে বলে যুক্তি দিল্লি সরকারের। ঘোষণা অনুযায়ী, কেন্দ্রীয় সরকারি অফিসগুলো শুরু হবে সকাল ৯টায়। শেষ হবে সাড়ে ৫টায়। দিল্লি সরকারের অফিসগুলো শুরু হবে সকাল ১০টায়, শেষ হবে সাড়ে ৬টায়। আর দিল্লি পুরনিগমের কাজ শুরুর সময় সকাল সাড়ে ৮টায়। শেষ হবে বিকেল ৫টায়। পরিস্থিতি সামল দিতে 'গ্রেডেড রেসপন্স অ্যাকশন প্ল্যান' (গ্র্যাপ-৩) চালু করেছে দিল্লি সরকার। যে এলাকায় বেশি যানবাহন চলে, সেখানে নিয়মিত পানি ছিটানো হচ্ছে। দূষণ বৃদ্ধি করতে পারে এমন কাজগুলোর ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। বিএস-৩ পেট্রল ও বিএস-৪ ডিজেল গাড়িগুলো চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। আইন অমান্য করলে ২০ হাজার টাকার পর্যন্ত জরিমানা করা হতে পারে বলেও প্রশাসনের পক্ষ থেকে বার্তা দেয়া হয়েছে। দিল্লির বাইরে থেকে আসা ডিজেলচালিত ছোট বাণিজ্যিক গাড়িগুলোকে জরুরি পরিষেবা ছাড়া ঢুকতে দেয়া হচ্ছে না।

মণিপুরে দুই মন্ত্রী ও তিন বিধায়কের বাড়িতে হামলা-অগ্নিসংযোগ

আপনজন ডেস্ক: ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য মণিপুরে নতুন করে আবারও সহিংসতা ছড়িয়ে পড়েছে। শনিবার (১৬ নভেম্বর) রাজ্যটির দুই মন্ত্রী ও তিন বিধায়কের বাড়িতে হামলা চালিয়েছে বিক্ষোভকারীরা। এর আগে, গতকাল শুক্রবার রাতে জিরিবাম বিভাগে তিনজনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। তাদেরকে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী কুকি বিদ্রোহীরা অপহরণ করেছিল। আর এই মরদেহ উদ্ধারের পর শনিবার সকালে ব্যাপক উত্তপ্ত হয়ে মণিপুর। হিন্দু ধর্মাবলম্বী মেইতেই গোষ্ঠীর সাধারণ মানুষ বিচারের দাবিতে রাস্তায় নামেন। এ সময় দুই মন্ত্রী ও তিন বিধায়কের বাড়িতে আগুন দেন তারা। বিধায়কদের বাড়িতে হামলার পর রাজধানী ইম্ফালের পশ্চিম প্রশাসন উক্ত বিভাগে অনির্দিষ্টকালের জন্য বিধিনিষেধ মূলক নির্দেশনা জারি করেছে। উত্তেজিত জনতার একটি অংশ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী সাপাম রঞ্জনের লামফেলের বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেন বলে জানিয়েছেন এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা। অপরদিকে ইম্ফালের পশ্চিম বিভাগের সাগোলবান্দে বিজেপির বিধায়ক আরকে ইমোর বাড়ির সামনে জড়ো হয়ে বিক্ষোভকারীরা বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকেন। আরকে ইমো মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী এন বিরেন সিংয়ের মেয়ের জামাই। এছাড়া বিক্ষোভকারীরা স্বতন্ত্র বিধায়ক সাপাম নিশিকান্ত সিংয়ের মালিকানাধীন একটি পত্রিকায় ভাঙচুর চালান।

ট্রাম্পকে মুসলিমদের ভোট: যুদ্ধ বন্ধ হবে নাকি নেতানিয়াহুর আশা পূর্ণ হবে

হাসান ফেরদৌস

দ্বিতীয়বারের মতো প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। এই জয়ের পেছনে একটি বড় ভূমিকা ছিল আরব ও মুসলিম ভোটারদের। দোদুল্যমান হিসেবে পরিচিত মিশিগানে প্রতি ১০ জন আরবের ৬ জন হয় ট্রাম্প, নয়তো গ্রিন পার্টির জিল স্টাইনকে ভোট দিয়েছেন। আরব শহর হিসেবে পরিচিত ডিয়ারবর্নে স্টাইন পেয়েছেন ১৮ শতাংশ ভোট, যা ডেমোক্রেটিক প্রার্থী কমলা হ্যারিসের পাওয়া ভোটের অর্ধেক। আরব-মুসলিমদের বক্তব্য, তাঁরা ডেমোক্রেটিক পার্টিকে শাস্তি দেওয়ার জন্য হয় ট্রাম্প বা জিল স্টাইনের পক্ষে ভোট দিয়েছেন। জো বাইডেন ও কমলা ফিলিস্তিনের ব্যাপারে অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তার কোনোটাই রাখেননি। মুখে এক কথা বলেছেন, কাজে ইসরায়েলকে অস্ত্র ও অর্থ দিয়ে গেছেন গাজায় গণহত্যা চালাতে। সে জন্য বাইডেনের অন্য নাম 'জেনোসাইড জো'। আরব-আমেরিকানরা বলছেন, তাঁদের বিশ্বাস, ট্রাম্প ফিলিস্তিন সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নেবেন। মিশিগানে এসে ট্রাম্প নিজে সেই প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেছেন।

যাঁরা সেই প্রতিশ্রুতি বিশ্বাস করেন, তাঁরা হয় অতি সরল, নয়তো বোকার স্বর্গে বাস করেন।

ফিলিস্তিন প্রশ্নে ট্রাম্পের অবস্থান তাঁর প্রথম প্রশাসন থেকেই স্পষ্ট। তিনি ইসরায়েলকে খুশি করতে আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ করে যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাস তেল আবিব থেকে সরিয়ে এনেছেন জেরুজালেমে। ওয়াশিংটনে পিএলও-এর কূটনৈতিক মিশন বন্ধ করে দিয়েছেন। ফিলিস্তিনি উদ্বাস্তুদের সহায়তাকারী জাতিসংঘ সংস্থার সব মার্কিন অনুদানও তিনি আটকে দেন। সিরিয়ার গোলান হাইটসে ইসরায়েলের অধিগ্রহণ ও পশ্চিম তীরের সব অবৈধ স্থাপনায় তিনি স্বীকৃতি জানান। গাজায় ইসরায়েলি হামলার পর তিনি নেতানিয়াহুকে ফোন করে বলেছিলেন, 'কাজটা শেষ করো।' নির্বাচনের ১০ দিন আগে তিনি নেতানিয়াহুকে 'তোমার যা ভালো মনে হয়' করার জন্য উৎসাহ দিয়েছিলেন।

ট্রাম্পের দ্বিতীয় দফা বিজয় ইসরায়েলকে দারুণ উল্লসিত করেছে। রাস্তায় বিলবোর্ডে লেখা, 'ট্রাম্প, মেক ইসরায়েল গ্রেট!' তাঁদের সে বিশ্বাসের প্রতিধ্বনি করে ইসরায়েলের অর্থমন্ত্রী বেজালেল স্মতরিচ বলেছেন, ট্রাম্পের এই জয়ের অর্থ হলো পশ্চিম তীরকে ইসরায়েলের সঙ্গে সংযুক্ত করার সময় এসেছে। শুধু সংযুক্তি বা এনেক্স নয়, এই অঞ্চলের ওপর ইসরায়েলের সার্বভৌমত্ব পুরোপুরি নিশ্চিত করার সময় এসেছে। ইসরায়েল যে ফিলিস্তিন নামের জনপদে কোনো আরব রাষ্ট্র মেনে নেবে না, তা নতুন কথা নয়। ১৯৪৭ সালে জাতিসংঘের অভিভাবকত্বে অঞ্চলটিকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছিল, যার ৫৫ শতাংশে ইহুদি রাষ্ট্র ইসরায়েল, অবশিষ্ট ৪৫ শতাংশে আরব রাষ্ট্র ফিলিস্তিন। তখন থেকেই ইসরায়েলের লক্ষ্য পুরো অঞ্চলটিতে একক আধিপত্য নিশ্চিত করা। প্রথমে ১৯৪৮ সালে ও পরে ১৯৬৭ সালে দুটি যুদ্ধের পর ইসরায়েল প্রস্তাবিত আরব রাষ্ট্রের অধিকাংশ জমিই নিজের দখলে নিয়ে আসে। গত ২৫ বছরে ক্রমাগত ইহুদি বসতি স্থাপনের কারণে এখন হাতে রয়েছে যে একরত্তি জমি, সেখানে আর যা-ই হোক, স্বাধীন কোনো রাষ্ট্র গঠন সম্ভব নয়।

ইসরায়েল আশা করছে, ট্রাম্পের দ্বিতীয় আগমনের পর এই অঞ্চলের ওপর ইসরায়েলের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ অর্জিত হবে। শুধু পশ্চিম তীর নয়, ভূমধ্যসাগর-সংলগ্ন গাজা অঞ্চলকেও ইসরায়েলের সঙ্গে পূর্ণ সংযুক্তি চায় ইসরায়েল। এক বছরের বেশি সময় ধরে চলা গণহত্যা সে লক্ষ্য অর্জনে দ্রুত এগিয়ে চলেছে।

১৯৪৮ সালের যুদ্ধের পর কয়েক লাখ ফিলিস্তিনিকে গাজায় ঠেলে পাঠানো হয়েছিল এই বিশ্বাস থেকে যে, খুব দ্রুতই প্রতিবেশী মিসরের সিনাই মরুভূমিতে তাদের পুনর্বাসিত করা সম্ভব হবে। ভেতরে-বাইরের নানা প্রতিরোধের মুখে সে লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হয়নি। তা ছাড়া ২০০৬ সালে ফিলিস্তিনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের পর গাজার ভূমিকা বদলে যায়। এই নির্বাচনে অঞ্চলটির নিয়ন্ত্রণ ভার চলে আসে হামাসের হাতে, পশ্চিম তীর রয়ে যায় পিএলও নিয়ন্ত্রিত ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষের হাতে। এই দুই দলের পারস্পরিক বিরোধ ব্যবহার করে নেতানিয়াহু সরকার 'দুই রাষ্ট্র-সমাধানে'র সব চেষ্টা নস্যাৎ করে দেয়। তাঁর যুক্তি ছিল, 'ফিলিস্তিনিরা নিজেরাই তাদের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক অংশীদারত্ব নিয়ে একমত নয়। আগে তারা ঐকমত্যে আসুক, তখন দেখা যাবে "টু স্টেট" সমাধানের ভবিষ্যৎ।' এখন আমরা জানি, ইসরায়েলই অর্থ ও সমর্থন জিগিয়ে এই অঞ্চলের ওপর হামাসের নিয়ন্ত্রণ জিইয়ে রেখেছিল। কাতারের মাধ্যমে নিয়মিত অর্থ পাঠানো হতো হামাস প্রশাসনের হাতে। দুই ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডের মধ্যে এই অনৈক্য ব্যবহার করেই প্রথম ট্রাম্প প্রশাসন তথাকথিত আব্রাহাম চুক্তির মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে ইসরায়েলের সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের উদ্যোগ নেয়। এই প্রকল্প সফল হলে ফিলিস্তিন প্রশ্নটি চিরতরে ধামাচাপা দেওয়া যাবে, ট্রাম্প প্রশাসন ও ইসরায়েল এ ব্যাপারে স্থির নিশ্চিত ছিল।

এই আশঙ্কা থেকেই ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর ইসরায়েলের ওপর হামাসের হামলা হয়। এর ফলে ফিলিস্তিনের প্রশ্নটি আবার আলোচনায় উঠে আসে বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে গাজাকে ধুলায় মিশিয়ে দেওয়ার সুযোগটি নতুন করে হাতে আসে ইসরায়েলের। ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্ট হাতের আঙুল গুনে গুনে দেখিয়েছিলেন, গাজাবাসীর সামনে এখন মাত্র তিনটি পথ খোলা: আত্মসমর্পণ, মৃত্যু অথবা ডুবে মরা। নিজের কথা রেখেছেন যুদ্ধমন্ত্রী। গাজা এখন বিশ্বের বৃহত্তম শ্মশানভূমি।

গাজা অভিযানের ফলে ইসরায়েলের সামনে দুটি সুযোগ এসেছে; একদিকে গাজার ওপর পূর্ণ সামরিক অধিগ্রহণ, অন্যদিকে পশ্চিম তীরকে পুরোপুরি ইসরায়েলের সঙ্গে সংযুক্ত করা। ট্রাম্পের হোয়াইট হাউসে প্রত্যাবর্তনের ফলে উভয় লক্ষ্য অর্জনের সম্ভাবনা আরও উজ্জ্বল হয়েছে। গাজার ব্যাপারে ট্রাম্প তো নেতানিয়াহুকে বলেই দিয়েছেন, 'তোমার যা মনে হয় করো।' পশ্চিম তীরের ব্যাপারেও তাঁর অবস্থান পরিষ্কার। ট্রাম্প ক্যাম্পেইনের দ্বিতীয় প্রধান চাঁদা প্রদানকারী ম্যারিয়েন এডেলসন ১৩০ মিলিয়ন ডলারের চেক লেখার আগে তাঁকে দিয়ে এই প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়েছিলেন, পশ্চিম তীরের পূর্ণ সংযুক্তি প্রকল্পে তিনি কোনো বাধা দেবেন না।

সে কথা মাথায় রেখেই বেজাবেল স্মতরিচ বলেছেন, 'এখন সে প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় এসেছে।' শুধু পশ্চিম তীর নয়, তিনি সমগ্র ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে ইসরায়েলি নিয়ন্ত্রণ চান। শুধু তাহলেই 'জর্ডান নদী থেকে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত' অঞ্চলে ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্নপূরণ সম্ভব হবে।

ইসরায়েল রাষ্ট্রের জনক ডেভিড বেন-গুরিয়ন ১৯৩৭ সালে বলেছিলেন, পুরো ফিলিস্তিনে আমাদের প্রস্তাবিত ইহুদি রাষ্ট্র গঠন করতে হলে কিছু আরব ফেল্লাহিনকে বহিষ্কার করতে হবে। বাধ্যতামূলক স্থানান্তর সফল হলে এক বিশাল জনপদ আমাদের নিয়ন্ত্রণে আসবে।

জো বাইডেনের সাহায্যে ইসরায়েল সেই কাজ প্রায় গুছিয়ে এনেছে। অবশিষ্ট কাজটুকু ট্রাম্পের নতুন প্রশাসনের সময়ে অর্জিত হবে, ইসরায়েল সে আশাই করছে।

সৌ: প্র: আ:

প্রথম নজর

সরকারি ঠিকাদারকে মারধরের অভিযোগ প্রধানের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কোলাঘাট

আপনজন: টাকায় রফা করেনি, কর্মক্ষেত্রে সরকারি ঠিকাদারকে মারধরের অভিযোগ উঠল কোলাঘাটের পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে,অভিযোগ অস্বীকার পঞ্চায়েত প্রধানের।সরকারি টেন্ডার পেয়ে আই সি ডি এসের কাজ করতে গিয়ে বাধা ও মারধোরের অভিযোগ উঠলো খোদ পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে। এমনই অভিযোগ উঠলো পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কোলাঘাট ব্লকের সিদ্ধা- ২ পঞ্চায়েতের প্রধান হামিদুল খানের বিরুদ্ধে। কোলাঘাট ব্লকের সরকারি ঠিকাদার অমিত রায়ের অভিযোগ, সিদ্ধা -২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বলিশ্বর গ্রামে আই সি ডি এস সেন্টারের জন্য ১২ লক্ষ টাকার টেন্ডার পান। সেইমতো গত ১৩ ই নভেম্বর জেসিবি নিয়ে কাজ শুরু করেন ঐ এলাকায়। এরপর সন্ধ্যা নাগাদ ঘটনাস্থলে আসেন পঞ্চায়েত প্রধান হামিদুল খাঁন। বাকবিতন্ডায় জড়ান প্রধান ও ঠিকাদার। অভিযোগ দুপক্ষের মধ্যে বচসার জেরে ঠেলাঠেলি ও হাতাহাতিও হয় বলে অভিযোগ করেন ঠিকাদার অমিত রায়। অমিত বাবু আরো বলেন, এই ঘটনার পরের দিন কোলাঘাটের বিডিওকে প্রধানের বিরুদ্ধে টাকার জন্য এসে মারধোর করে বলে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। পাশাপাশি কঠিন শাস্তির দাবী করা হয়।অন্যদিকে সিদ্ধা -২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান হমিদুল খান জানান, তিনি ঘটনাস্থলে যান। জানতে চান ঠিকাদারকে পঞ্চায়েত প্রধান বা পঞ্চায়েত সদস্যকে না বলেই কাজকর্ম চলছে। এরপরই ঐ ঠিকাদার প্রধানের ওপর চড়াও হয়। হামিদুল সাফ জানান, তিনি ঠিকাদারকে মারধোর করেন নি।সব মিলিয়ে ঠিকাদার ও প্রধানের মধ্য অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগ শুরু হয়েছে।বর্তমানে ঐ ঠিকাদার আই সি ডি এসের কাজ বন্ধ রেখেছেন বলে জানান। তিনি নিরাপত্তা হীনতায় রয়েছেন বলে অভিযোগ করেন।

ওয়েব জার্নালিস্টসদের সম্মান দেওয়ার দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: ন্যাশনাল প্রেস দিবসের প্রাক্কালে ওয়েব জার্নালিস্টদের সংগঠন "ওয়েব জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়া" রাজ্য সভাপতি ড. চন্দ্রচূড় গোস্বামীর নেতৃত্বে প্রেসক্লাব অফ কলকাতাকে ডেপুটেশন দিয়ে পারস্পরিক সম্মান ও সমন্বয়ের বার্তা দিল। ভারত সরকারের মিনিস্ট্রি অব ইনফরমেশন অ্যান্ড ব্রডকাস্টিং স্বীকৃত এই সংস্থায় এই মুহূর্তে দেশের প্রায় সাড়ে তিনশোর ওপর প্রথম সারির ডিজিটাল চ্যানেল এবং ওয়েব জার্নালিস্টরা যুক্ত রয়েছেন। মূলত কয়েক হাজার ওয়েব জার্নালিস্টদের এক সুতোয় বেঁধে একটি সিস্টেমের মধ্যে আনা এই সংগঠনের মুখ্য উদ্দেশ্য। ড. চন্দ্রচূড় গোস্বামীর বক্তব্য আগামীদিনে ডিজিটাল মিডিয়াই সংবাদ পরিবেশনের অন্যতম প্রধান মাধ্যম হতে চলেছে। সেই কারণেই প্রায় সমস্ত এয়ার চ্যানেল এবং প্রথম সারির সমস্ত সংবাদপত্রের নিজস্ব ডিজিটাল মিডিয়া চ্যানেল, ফেসবুক পেজ বা লাইভ ইউটিউব চ্যানেল রয়েছে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে ডিজিটাল চ্যানেলগুলোর জন্য খুব একটা সুস্পষ্ট বহুল পরিচিত আইন কানুন নেই। তাই নিজেদের স্বীকৃতি এবং সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হতে হবে।

ওয়াকফ বিলের বিরুদ্ধে সভা পাণ্ডুয়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হুগলি

আপনজন: আস সাদিক এডুকেশনাল এন্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ও অলবেঙ্গল ইমাম মুয়াজ্জিন এ্যাসোসিয়েশন এন্ড চারিটেবল ট্রাস্ট এর উদ্যোগে শনিবার হুগলির পান্ডুয়ায় ওয়াকফ সংশোধনী বিলের বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদ সভা হয়। বহু ইমাম ও উলামা হজরত উপস্থিত হয়েছিলেন। অলবেঙ্গল মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন এর সভাপতি ও ফুরফুরা শরীফ এর ভুমিপুত্র আবু আফজাল জিন্না বলেন, কেন্দ্র যে ওয়াকফ বিল আনছে তা অন্যায় করছে। তার জন্য সমস্ত বিরোধী দলের সাংসদরা প্রতিবাদ করুক ও জেপিসি প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করুক। কোনো সংসদ বলছেন আমরা তাদের সঙ্গে আলোচনায় বসব না, এটা চরম ভুল হবে। উপস্থিত ছিলেন মৌলানা হাফেজ রফিকুল ইসলামফাতেহী, হাফেজ জয়নাল আবেদীন, মৌলানা আক্কাস, হাফেজ সাবির সহ অনেক সংগ্রামি সাথি ভায়েরা ছিলেন। উক্ত সভার সভাপতিমৌলানা নজরুল ইসলাম কাসেমীর দোয়ার মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘটে।

সরকারের খামখেয়ালিপনায় গঙ্গা ভাঙনে আর একটা সামসেরগঞ্জ হতে চলেছে লালগোলার তারানগর

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: এপারে মুর্শিদাবাদ জেলার লালগোলা, পদ্মা পার হলেই ওপারে বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জ। মাস চারেক ধরে মুর্শিদাবাদের লালগোলা ব্লকের তারানগর এলাকায় পদ্মা ভাঙন ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। সপ্তাহ তিনেক আগে অব্দি একটু একটু করে বিঘের পর বিঘে জমি তলিয়ে গিয়েছে পদ্মার গর্ভে। ভাঙনে পদ্মায় তলিয়ে যাওয়া দুই শিশুকে বাঁচাতে গিয়ে নিজে পদ্মায় নিখোঁজ হন লালগোলার ডিআইবি সিভিক ভলেন্টিয়ার আসিকুল ইসলাম। ভাঙনের জেরে ঘরছাড়া হয়েছে এলাকার প্রায় ৩০ টি পরিবার। খান্দুয়া বিএসএফ ক্যাম্পের সঙ্গে তারানগর হয়ে দুর্লভপুর সহ তৎসংলগ্ন সীমান্ত এলাকার একমাত্র রাস্তা ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যার জেরে সীমান্তের নিরাপত্তায় বিঘ্ন ঘটার আশঙ্কা করছে সীমান্তরক্ষী বাহিনী। এক বিএসএফ আধিকারিক বলেন, 'রাস্তা ভেঙে যাওয়ায় আমরা গাড়ি নিয়ে পেট্রোলিং করতে পারছি না। প্রায় ১০ কিলোমিটার ঘুরে পৌঁছতে হচ্ছে নির্দিষ্ট স্থানে।' অন্যদিকে ঘর ছাড়া ৩০ টি পরিবার এখন খোলা আকাশের নিচে ঘুমহীন অবস্থায় রাত কাটাচ্ছে। যাদের অন্য কোথাও ব্যবস্থা হয়েছে, তারা চলে গিয়েছেন এলাকা ছেড়ে। কিন্তু বাকি ৩০ টি পরিবার ত্রিপল খাটিয়ে রাত্রি যাপন করছে খোলা আকাশের নীচে। মুর্শিদাবাদ জেলায় ডেঙ্গুর প্রকোপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। গতবছর লালগোলা ব্লকে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা ছিল সর্বাধিক। তারানগর এলাকায় ঝোপঝাড়, নালা বেশি থাকায় মশার উপদ্রব বাড়ছে বলে সেখানকার বাসিন্দাদের দাবী। খোলা আকাশের নিচে বসবাস করা মানুষের মধ্যে ডেঙ্গু নিয়ে আতঙ্ক থেকেই যাচ্ছে। অন্যদিকে বছর যত শেষের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, ধীরে ধীরে শীত বাড়ছে। খোলা আকাশের নিচে বসবাস করা ৩০ টি পরিবার শীতের সময় বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে কিভাবে থাকবে, সেই চিন্তায় মাথায় হাত পড়েছে বাসিন্দাদের। বাসিন্দাদের অভিযোগ, 'সরকারি ত্রাণ মাত্র একবার মিলেছিল তিন মাস আগে। প্রশাসনিক আধিকারিকরা আসেন, দেখেন এবং চলে যান। কোন সুরাহা হয় না।' সেখানকার স্কুল পড়ুয়াদের পড়াশোনা শিকেই উঠেছে। বাসিন্দারা বলছেন, 'আমাদের খাওয়া দাওয়ার ঠিক নেই, বাচ্চাদের পড়াশোনা অনেক দূরের কথা।' কারো বই পদ্মার গর্ভে, তো কারোর হারিয়ে গিয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়েছে তারানগর। লালগোলার তারানগরের ভাঙনে সরকার পদক্ষেপ না নেওয়ায় প্রতিবাদে সরব হয়েছে বিশিষ্ট মহলও। ভাঙনের পাশে গিয়ে ভাঙনের ছবি এঁকে প্রতিবাদে সরব হয়েছেন লালগোলার বাসিন্দা চিত্রশিল্পী ও পেশায় শিক্ষক মোহাম্মদ মিজানুর খান। তিনি বলেন, 'এই মাটিতে আমার জন্ম, সেই মাটি একটু একটু করে ভেঙে চলে যাচ্ছে তার দেখে চুপ করে বসে থাকতে পারিনি। নিজের কাজের মাধ্যমে প্রতিবাদ করেছি। কেবলমাত্র একটি ছবি নয়, ভাঙন নিয়ে একাধিক ছবি এঁকেছি আমি। কয়েক সপ্তাহ আগে দুই শিশুকে বাঁচাতে গিয়ে যে সিভিক ভলেন্টিয়ার নিখোঁজ হয়েছে, সেই আসিকুল ইসলাম আমারই ছাত্র। তাকে নিয়েও ছবি এঁকেছি। ঘরবাড়ি পদ্মায় ধসে পড়ার দৃশ্য সহ বিভিন্ন ভাঙনের দৃশ্য আঁকা হয়েছে।' ভাঙনের পাশে দাঁড়িয়ে ভাঙনের ছবি এঁকে তার শিল্পকলার মাধ্যমে প্রতিবাদে সরব হয়েছেন তিনি। সকল স্তরের মানুষকে প্রতিবাদে সামিল হওয়ার আহ্বানও করেন ওই শিক্ষক। এখন লালগোলার তারানগর চাইছে ভাঙনের স্থায়ী সমাধান। সামসেরগঞ্জ ব্লকের মত লালগোলা ব্লকের অবস্থা যেন ভয়াবহ না হয়। সীমান্ত লাগোয়া তারানগরে পদ্মা ভাঙন রোধে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার একযোগে কাজ করে হলেও ভাঙন রোধ করা হোক। দাবি জানাচ্ছে সেখানকার বাসিন্দারা। সীমান্তের নিরাপত্তা সচল রাখতে ভাঙন রোধ করে রাস্তা মেরামত করা খুবই জরুরি।

কুঁড়ে ঘরে থেকেও আবাস বঞ্চিত হওয়ায় হতাশ মুড্ডা গ্রামের বাসিন্দা

সাবের আলি ● বড়ঞা

আপনজন: বাংলা আবাসে তালিকায় আমাদের নাম নেই। কী দোষ করলাম? কুঁড়ে ঘরে বাস করা মুড্ডা গ্রামের বাসিন্দাদের প্রশ্ন। দারিদ্র সীমার নিচে বসবাস করেও বাংলা আবাস প্রকল্পে থেকে বঞ্চিত একই গ্রামের চারটি পরিবার। ঘটনা বড়ঞা থানার খোরজুনা পঞ্চায়েতের মুড্ডা গ্রামের। যদিও স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান করবী বাগদি বলেন, এই ঘটনার কথা জানা নেই। তবে খোঁজ নিয়ে দেখা হবে। যাতে ওই সকল বাসিন্দারা আবাস প্রকল্পের ভোক্তা হতে পারেন তার ব্যবস্থা করা হবে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গ্রামের সুকুমার বাগদি শারীরিক প্রতিবন্ধী। কোন কাজকর্ম করতে পারেনা। তার স্ত্রী পরের বাড়িতে পরিচালিকার কাজ করে কোনো রকমে জীবন যাপন করেন। আবাস প্রকল্পের ঘরের জন্যই স্থানীয় পঞ্চায়েতকে বারবার জানানো সত্ত্বেও একটা ঘরও পাইনি। বলে অভিযোগ করেন। পরিবারের দাবি। এদিকে ওই গ্রামেরই আরেক পরিবার গ্রামের চন্দ্র গুরুং দীর্ঘদিন ধরে প্যারালাইস এ পড়ে আছে। হাঁটা চলাচল করতে পারে না। পাড়া-প্রতিবেশীদের সাহায্য নিয়ে কোনো রকমে বেঁচে আছে। মাটির দেওয়াল উপরে ত্রিপলে ছাউনি। বৃষ্টি এলে জল পড়ে ঘরের মধ্যে ওতেই কোন রকমেই জানিয়েছে। স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধানকে বা জানানোর সত্ত্বেও ঘর পায়নি বলে অভিযোগ করে। মুড্ডা গ্রামের গৃহবধূ সারজিনা খাতুন। স্বামী পরিযায়ী শ্রমিক। মাটির দেওয়াল তাল পাতাও তিরপোলে ছাউনি। সারজিনা বিবি বলেন আমরা গরীব মানুষ আমাদের ঘরে নাম নেই। অথচ যাদের দোতলা তিনতলা বাড়ি আছে পাকা বাড়ি তাদের ঘরের নাম আছে। তারা একবার ছাড়া দু'বার ঘর পাচ্ছে আর আমরা পাচ্ছি না। আমার তিন সন্তানকে নিয়ে আমি ঘরের মধ্যে থাকি আমার খুব কষ্ট হয় বৃষ্টি এলে জল পড়ে ঘরের মধ্যে ছোট ছোট বাচ্চা নিয়ে আমাকে থাকতে হয়। স্থানীয় প্রশাসনের কাছে অনুরোধ যাহাতে আমাকে একটা ঘরের ব্যবস্থা করে দেওয়া হোক। আমরা খুব গরীব মানুষ। গ্রামের অপর বাসিন্দা মধুসুধন বাগদিরও একই অবস্থা বলে জানা গিয়েছে। মধুসূদন বাগদি বলেন, বাংলা আবাস প্রকল্পই একমাত্র ভরসা হয়ে রয়েছে। কিন্তু খেনও পর্যন্ত কোন আধিকারিক সার্ভেতে আসিননি। আপাতত সেই দিকেই তাকিয়ে রয়েছেন গ্রামের বাসিন্দারা।

রোজ হ্যাভেল স্কুলে শিক্ষা নিয়ে সেমিনার

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ঘুটিয়ারি

আপনজন: ধীরে ধীরে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে এবং প্রত্যন্ত গ্রামগঞ্জে গড়ে উঠছে সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ঠিক তদরূপভাবে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অবহেলিত ঘুটিয়ারি শরীফ এলাকায় শিক্ষার আলো জ্বারিয়ে চলেছে রোজ হ্যাভেন স্কুল। ঘুটিয়ারি শরীফের 'বেগম রোকেয়া' মঞ্জু লস্কর প্রতিষ্ঠিত এই স্কুলে শনিবার এক ঝাঁক গুণী ব্যক্তিদের নিয়ে শিক্ষা সেমিনার অনুষ্ঠিত হল। ঘুটিয়ারি শরীফ রোজ হাভেল স্কুলে রোজ হাভেল স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা মঞ্জু লস্কর অসাধারণ ভাবে কাজ করে চলেছে কয়েকশো বাচ্চাদের নিয়ে তাদের ইচ্ছা আগামী দিনে এই ঘুটিয়ারি শরীফ এলাকায় নারী শিক্ষার জন্য একটি আলাদা প্রতিষ্ঠান করবেন। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তরুণ বিশিষ্ট আইনজীবী ও সমাজকর্মী আদম সফি , আইনজীবী ইমতিয়াজ আহমেদ মোল্লা, সমাজসেবক রুহুল আমিন, মোস্তাক আহমেদ লস্কর প্রমুখ। ইমতিয়াজ আহমেদ বলেন, ঘুটিয়ারি শরিফের বুকে শিক্ষার বিপ্লব আনতে চলেছেন মঞ্জু লস্কর। ছোট্ট জায়গার মধ্যে যেভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে পঠন পাঠন এবং পরিকাঠামো এটা স্বপ্নের বাইরে। মঞ্জু লস্কর আগামী দিনে নারী শিক্ষার অগ্রগতি আনতে আলাদাভাবে একটি নারী শিক্ষার প্রতিষ্ঠান করার উদ্যোগ নেওয়ায় তার ভূয়সী প্রশংসা করেন আদম সফি খান। তিনি বলেন, যেভাবে মঞ্জু লস্কর ঘুটিয়ারি এলাকায় শিক্ষার আলো জ্বালাতে প্রয়াস নিয়েছেন তা বেগম রোকেয়াকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।

হাই মাদ্রাসার নির্বাচনের প্রস্তুতি সভা মেরিগঞ্জে

মাফরুজা মোল্লা ● কুলতলি

আপনজন: দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলী থানার অন্তর্গত মেরিগঞ্জ ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের মেরিগঞ্জতে। মেরিগঞ্জ হাই মাদ্রাসার সাধারণ অভিভাবকদেরকে নিয়ে নির্বাচন হতে চলেছে আগামী ৮ ই ডিসেম্বর। তার আগে আজ অর্থাৎ শনিবার সকালে বালির চর প্রাইমারি স্কুলের মাঠে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে নির্বাচনী প্রস্তুতি সভার আয়োজন করা হয়। এদিনের নির্বাচন প্রস্তুতি সভায় উপস্থিত ছিলেন মেরিগঞ্জ ১ অঞ্চল ও কুন্দখালি গোদাবর অঞ্চলের ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকরা। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন মেরিগঞ্জ ১ অঞ্চলের সভাপতি জাকির শেখ, মাদ্রাসার সেক্রেটারি আনসার উদ্দিন ঘরামি, জাকির লস্কর, মনিরুল লস্কর, কুতুব ঘরামী, আনিসুল পুরকাইত, কাহার গাজী, মিরাজুল শেখ, সহ গুরুত্বপূর্ণ তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল নেতৃত্বরা।

ওয়াকফ নিয়ে শহীদ মিনার সমাবেশ উপলক্ষে শাসনে জোড়া সভা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● শাসন

আপনজন: ওয়াকফ সংশোধনী আইনের বিরুদ্ধে আগামী ১৯ নভেম্বর কলকাতার শহীদ মিনার সমাবেশে সভা ডাকা হয়েছে। সেই সভাকে সামনে রেখে শাসনের খড়িবাড়ি বাজারে ও আমিনপুর বাজারে দুটি সভা হয়। সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবি মোফাক্কেরুল ইসলাম বলেন মসজিদ, মাদ্রাসার জন্য লিল্লাহ করা ওয়াকফ সম্পত্তির দখল নিতে চাইছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। এর নিন্দা জানিয়ে আগামী ১৯ নভেম্বর কলকাতার শহীদ মিনার সমাবেশে যোগ দেওয়ার আহবান জানান তিনি। সারা বাংলা সংখ্যালঘু যুব ফেডারেশনের রাজ্য সহসম্পাদক হাফেজ মাওলানা নাজমুল আরেফিন বলেন, বিভাজনের রাজনীতি করছে বিজেপি। এর প্রতিবাদ হওয়া দরকার বলে তিনি মন্তব্য করেন। সংখ্যালঘু যুব ফেডারেশনের রাজ্য সহ সভাপতি মাহমুদুল হাসান বলেন, ওয়াকফ সংশোধনী আইন আটকানোর জন্য অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের হাতকে শক্ত করতে হবে। শিক্ষক মাওলানা হাসানুজ্জামান বলেন, আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে আমাদের পূর্বপুরুষরা যে সম্পত্তি দান করেছেন তা এখন কেন্দ্রের বিজেপি সরকার দখল নিতে চাইছে। এটা রোখার জন্য সব মানুষজনকে এক ছাতার তলায় আসার আহবান জানান তিনি। এছাড়া বক্তব্য রাখেন মাওলানা মনিরুল ইসলাম, বাবর হোসেন, খড়িবাড়ি জামে মসজিদ এর পেশ ইমাম কারী মাওলানা শরিফুল ইসলাম কাশেমী, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র নেতা মুহাম্মদ আলামীন, হাফেজ নাজমুল ইসলাম, গফুর আলি প্রমুখ। শেষে সকল মিল্লাতকে একসঙ্গে চলার বার্তা দিয়ে বিশ্বশান্তির উদ্দেশ্যে দোয়া করেন মাঝেরআইট পিরডাঙ্গা দরবার শরীফের পীরজাদা মাওলানা মাসুম বখতেয়ারী।

টিকটিকিপাড়া মাদ্রাসার জালসার প্রস্তুতি সভা

জাকির সেখ ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: শনিবার মুর্শিদাবাদ জেলার অন্যতম প্রাচীন ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাদ্রাসা হাফিজিয়া আরাবিয়া মাজাহিরুল উলুম তালপুকুর টিকটিকিপাড়ার বাৎসরিক জালসার প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের সভায় ২২টি গ্রামের হাজারের অধিক মানুষ উপস্থিত ছিলেন। বক্তব্য রাখেন মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক তথা জেলা ইমাম সংগঠনের অফিস সেক্রেটারি মুফতি ইয়াকুব আলী। মুফতি ইয়াকুব আলী বলেন, এবছরও মাদ্রাসার উন্নতি কল্পে জালসা অনুষ্ঠিত হবে। আমাদের মাদ্রাসায় ছাত্রদের দ্বীনি শিক্ষার পাশাপাশি জেনারেল শিক্ষাও দেওয়া হয়। ছাত্রদের কম্পিউটার ও টেলারিং শিক্ষা দেওয়া হয়। ১৫ই ডিসেম্বর মাদ্রাসার বাৎসরিক জালসায় হিফজ ও মাওলানা পাশ ছাত্রদের পাগড়ি পরিয়ে দেওয়া হবে ইনশাআল্লাহ। এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন মাদ্রাসার সেক্রেটারি রুহুল আমিন সহ মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটির সদস্য ও শিক্ষকমন্ডলী।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

মগরাহাটে সিপিএমের সমাবেশ

মনজুর আলম ● মগরাহাট

আপনজন: মগরাহাট এরিয়া কমিটির ডাকে সিপিআইএমের তৃতীয় প্রকাশ্য সমাবেশ অনুষ্ঠিত হলো মগরাহাটের গোকর্ণী বাজার আশ্বস্ত ময়দানে। উপস্থিত ছিলেন সৃজন ভট্টাচার্য, তুষার ঘোষ, মোনালিসা সিনহা ও চন্দন সাহা সহসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ। দক্ষিণ ২৪ পরগনার মগরাহাট দুই নম্বর ব্লকের চৌদ্দটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা থেকে সিপিআইএম কর্মীরা উপস্থিত হন প্রকাশ্য সমাবেশের মাঠে। এই দিনে প্রচুর মহিলা বাম সমর্থকরা উপস্থিত হয়েছিলেন । কমরেড মোনালিসা সিনহা রাজ্যের তৃণমূল সরকার ও কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন। আর জি কর কাণ্ড নিয়ে কমরেড মোনালিসা সিনহা বলেন, রাজ্যের তৃণমূল সরকার ও কেন্দ্রের বিজেপি সরকার চাইছে না তিলোত্তমার বিচার হোক।

বৌভাতের দিন রক্তদান শিবির নদিয়ায়

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: নিজের বৌভাতের দিনটা আর সবাইয়ের মতো পরিবারের সঙ্গেই আনন্দে কাটানো যেত। কিন্তু তা না করে সারাটা দিন সামাজিক কাজের মধ্যে দিয়ে কাটালেন ওসাম সেখ।তিনি কালিগঞ্জ থানার ছোট কুলবেরিয়ার বাসিন্দা। শুক্রবার সমাজকর্মী ওসমান বিয়ে হয় মুর্শিদাবাদ জেলার সাগরদিঘ সেমিমা খাতুন তাই শনিবার ছিল বৌভাতের অনুষ্ঠান। বিয়ের পরের দিন তিনি তাঁর পরিবার ও বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলে ঠিক করেন বৌভাতের দিন স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করবেন। মধ্যে দিয়ে চারপাশের মানুষকেও রক্তদান নিয়ে সচেতন করা হবে। আর এই রক্তদান শিবির হবে মূল অনুষ্ঠান বাড়িতেই। তাঁর এই কাজে তাঁর পাশে রইলেন ই ভি এস গ্রুপের সদস্য। নববধূ সামিমা খাতুন এই অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে বলেন, 'আমার জীবনের এই দিন অবশ্যই স্মরণীয় হয়ে থাকবে। আমি আজ এখানে যা দেখলাম, তা নিশ্চয়ই আমার বাপের বাড়ি মানুষকে গিয়ে বলব যাতে তাঁরাও শুভ অনুষ্ঠানে এমন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন।

রোগীদের ফল বিলি করে জন্মদিন পালন

রঙ্গিলা খতুন ● কান্দি

আপনজন: কান্দি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পার্থপ্রতিম সরকারের শুভ জন্মদিন উপলক্ষ্যে তার শুভাকাঙ্ক্ষী তথা গোকর্ণ ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের প্রতিনিধি হযরত আলীর নেতৃত্বে গোকর্ণ হাসপাতালের সমস্ত রোগীকে ফল বিতরণ করা হয় পাশাপাশি কর্ণসুবর্ণ রেল স্টেশনে অসহায় কিছু মানুষকে শীত বস্ত্র বিতরণ করা হয়। প্রসঙ্গত ১৬ নভেম্বর কান্দি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পার্থপ্রতিম সরকার ওরপে বাপীদার জন্মদিন। গোকর্ণ ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের প্রতিনিধি হযরত আলীর নেতৃত্বে শনিবার গোকর্ণ হাসপাতালের কয়েকশো রোগীকে ফল বিতরণ এবং বেশ কিছু অসহায় মানুষকে শীতবস্ত্র বিতরণ করে পার্থ প্রতিম সরকারের জন্মদিন পালন করা হয়।

দৈনিক বাংলা সংবাদপত্র
আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

রবি-আসর

- প্রবন্ধ: ভারতীয় রাজনীতিতে সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্ব
- নিবন্ধ: নিরবচ্ছিন্ন পাঠ ও ভাবুকতা একজন লেখকের অবলম্বন
- বিশেষ নিবন্ধ: শিক্ষকের হৃদয় উদ্যানে ছাত্ররাই শ্রেষ্ঠ ফুল, অবসরের পরেও স্কুলে শিক্ষক গৌতম কুমার বোস
- ছড়া-ছড়ি: প্রবীণরাও কিন্তু থাকবে ভালো
- ছড়া-ছড়ি: শিশু দিবস

ঐতিহাসিক গোলাম আহমাদ মোর্তজার

‘এ এক অন্য ইতিহাস’

সামাজিক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক প্রয়াস

বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ তথা আলেম গোলাম আহমাদ মোর্তজা নানা ইতিহাস গ্রন্থ লিখেছেন। তার মধ্যে অন্যতম হল ‘ এ এক অন্য ইতিহাস।’ সত্য ইতিহাস উদঘাটনের মাধ্যমে সামাজিক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় অন্যতম স্বপ্নদ্রষ্ট্রা গোলাম আহমাদ মোর্তজা দেশবরেণ্য সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, দার্শনিক, বিজ্ঞানী, রাজনীতিকদের জীবনের নানা অকথিত কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন এই গ্রন্থে। তা নিয়ে লিখেছেন **কাজী খায়রুল আনাম।**

ঐতিহাসিক গোলাম আহমাদ মোর্তজা সাহেব প্রণীত ‘এ এক অন্য ইতিহাস’ গ্রন্থটি হল তাঁর বজ্রকলম গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড। লেখক বলেছেন, ‘এই বইটির ‘বজ্রকলম’ নামটি অনেকেই পছন্দ করছেন না জেনেই দ্বিতীয় খণ্ডের নাম পাল্টে রাখা হল ‘ এ এক অন্য ইতিহাস’।’ লেখক আশা প্রকাশ করেছেন, ‘বর্তমান ও আগামী দিনের অনুসন্ধিৎসু পাঠক গবেষক লেখক বুদ্ধিজীবী সাংবাদিক বক্তা ও রাজনীতিবিদদের জন্য এটি হচ্ছে একটি আকর গ্রন্থ, যা তাঁদের জন্য হবে সবিশেষ প্রাপ্তি।’ এই সব গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার পর পিছিয়ে পড়া জাতিগুলির হীনমন্যতা দূর হয়ে, আমাদেরও গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস আছে এমন মানসিকতা দ্রুত বিস্তার লাভ করে। যা মানুষকে অতীত - ইতিহাস সম্পর্কে আরও কৌতুহলী করে তোলে।

মোর্তজা সাহেব প্রথমে ধর্ম বা জাতিভিত্তিক রাষ্ট্রের বিশ্বগত ধারণা দিয়েছেন। তারপর ভারত ও বহির্ভারতে ধর্মাচার সম্পর্কে অজস্র তথ্য সন্নিবেশিত করেছেন।

সামাজিক বর্ণবাদে যে ‘পদবীর বিবর্তন’ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে প্রমাণ পেশ করেছেন তিনি। ‘নবভারতের সূতিকাগৃহ কলকাতা’র, সাধারণ মানুষের বহু অজানা তথ্য তুলে ধরেছেন এই ইতিহাস গবেষক। তাতে বাঙালির ব্রিটিশ প্রভাবের পরিচয় মিলবে। তিনি ‘বাঙালী দর্পন ‘ আলোচনায় বাঙালির সংসার জীবনের বিভিন্ন দিক ও দৃষ্টিভঙ্গি দৃষ্টিগোচরে এনেছেন। ‘আরও এক বেদ আয়ুর্বেদ’ এ তিনি আয়ুর্বেদ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। যা ইংরেজরা মুসলমানদের চিকিৎসা বিজ্ঞান থেকে আয়ুর্বেদের নতুন জন্মইতিহাস তৈরি করেছেন। গীতবাদ্য ঘরানা’তে তিনি বলেছেন, ‘ অবিভক্ত ভারতবর্ষে আধুনিক গীতবাদ্যের যে রমরমা বাজার ছিল তার জন্ম হয়েছে মুসলমানদের হাতে। ‘

পরবর্তী আলোচনায় ঐতিহাসিক গোলাম আহমাদ মোর্তজা সাহেব হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহাত্মা গান্ধী সম্পর্কে অনেক অজানা তথ্যের সন্ধান দিয়েছেন। শেষে বেশ কিছু ব্যক্তি ও ঘটনার মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছেন পাঠককে। এবং শিরোনামেই বলে দিয়েছেন, ‘যে প্রশ্নের উত্তর নেই ‘। কেন তিনি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জীবনের কালোদিকগুলি তুলে ধরার ব্যাপারে প্রয়াসী হলেন? ইতিহাস গবেষক উত্তর দিয়েছেন নিজেই। আমরা এখানে তাঁর বক্তব্য সংক্ষিপ্ত না করে পুরোটাই তুলে দিচ্ছি এই কারণে, এখন অনেক লেখকই মোর্তজা সাহেব সম্পর্কে লিখতে গিয়ে নিজেদের মনগড়া ধারণা লিখে যাচ্ছেন। হরপ্রসাদ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে মোর্তজা সাহেব বলেছেন, “আমাদের উদ্দেশ্য কিন্তু জীবনী লেখা নয়। আমাদের দেশে যাঁকে বড় চোখে দেখা হয় বা দেখানো হয়, তাঁর শুধু আলোকিত বা ভালোদিকটাই সাধারণতঃ তুলে ধরা হয় মানুষের সামনে ; আর তাঁর জীবনের কালো দিকটা বেমালুম চেপে যাওয়া হয়। আমরা মনে করি দেশবরেণ্য কোন সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী, দার্শনিক, বিজ্ঞানী, ঐতিহাসিক বা রাজনীতিবিদদের প্রশংসাপূর্ণ ইতিহাস লেখার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জীবনের অন্ধকার বা কালো দিকটিও উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রশ্ন উঠতেই পারে - কী লাভ আছে তাতে? এতে না আছে দেশের কল্যাণ, না আছে সেই ব্যক্তির কোন কল্যাণ! কিন্তু আমাদের মনে হয়, প্রত্যেক

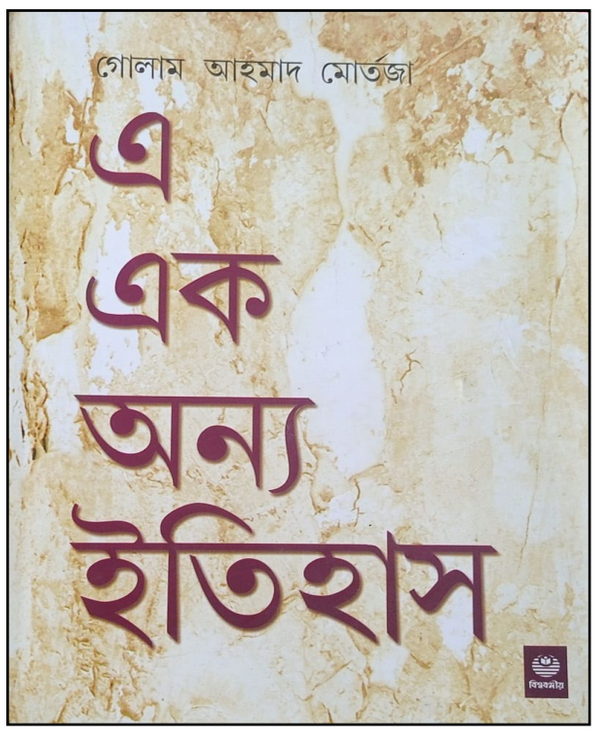

মানুষের দোষ গুণ দুটোই থাকবে। আমরা সাধারণ মানুষ হয়তো বা কেউ মদ্যপান, ব্যভিচার, স্বেচ্ছাচারিতা, চৌর্যবৃত্তি, শঠতা প্রভৃতি কুকর্মে জড়িয়ে পড়ি কোন কারণে। সেই সময় বিবেকের তাড়নায় জর্জরিত হয়ে হতাশ হয়ে ভেঙে পড়তে হয় আমাদের। তখন যদি ইতিহাসের ঐসব কথা মনে পড়ে, যে অমুক বিখ্যাত ব্যক্তির তো এই দোষ ছিল, তবুও তো তিনি হতে পেরেছিলেন এতবড় খ্যাতিমান ব্যক্তি। সুতরাং আমার ক্ষেত্রেও উপায় আছে। এই পাথেয় নিয়ে উন্নতির পথে চলা তখন আবার সম্ভব হয়ে ওঠে সহজে।”

মোর্তজা সাহেবের লেখা ‘হরপ্রসাদের কর্মকান্ড’ পড়ে জানা যাচ্ছে, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর প্রকৃত নাম শরৎনাথ ভট্টাচার্য। তিনি ইংরেজ রাজত্বের প্রশংসা করেছেন। এবং পরাধীনতার মর্মবেদনা তাঁকে স্পর্শ করেনি। মুসলিম বিরোধিতার জন্য তিনি অখিল ভারত হিন্দুসভা নামে একটি সাম্প্রদায়িক দল গঠন করেন (১৯২৩)। মোর্তজা সাহেব বলেছেন, হরপ্রসাদ খুবই বড় লেখক ছিলেন।’ হরপ্রসাদের বাল্মিকির জয় পুস্তক প্রকাশিত হলে সারাদেশের বুদ্ধিজীবী শ্রেণি তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠেন। ঋষি বঙ্কিম ফেটে পড়েন হিংসায়। বঙ্গদর্শনে লেখেন,” হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নিশ্চিত একটা কিম্ভূতকিমাকার পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছেন।”

মোর্তজা সাহেবের লেখা পড়ে জানা যাচ্ছে, হরপ্রসাদের ভাবান্তর হয়েছিল। হরপ্রসাদ বলেছিলেন, “ বাঙালীর বল নাই, বিদ্যাও নাই, বুদ্ধিও নাই। বাঙালীর একমাত্র ভরসা তৈল - বাংলায় যে কেহ কিছু করিয়াছেন সকলেই তৈলের জোরে।” হরপ্রসাদ উপলব্ধি করেছিলেন, “সাহেবদের রচিত ইতিহাস প্রকৃত ইতিহাস নয়; সাহেবরা এদেশীয় পণ্ডিতদের সহায়তায় কয়েকটি সংস্কৃত গ্রন্থ পড়ে ভারতবর্ষের ইতিহাস বিষয়ে যে চূড়ান্ত কথা বলতে চেয়েছেন, তা ভ্রান্ত ও একদেশদর্শী।” মোর্তজা সাহেব বলেছেন,” ইংরাজের স্তাবকতা আর মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে অনেকের মতো হরপ্রসাদ নিজে এবং একটি বিশেষ গোষ্ঠী উপকৃত হয়েছেন বটে কিন্তু মুসলমান জাতি এবং অন্যান্য অনুন্নত সম্প্রদায়ের মানুষেরা হয়েছেন রিক্ত, বঞ্চিত ও ক্ষতিগ্রস্ত।” মোর্তজা সাহেব অনুসন্ধানী পাঠকের জন্য ব্যক্তিগত আক্রমণ নয়, শাস্ত্রীজির আলোদিক ও কালোদিক, উভয়ই তুলে ধরেছেন।

রাজা রামমোহন সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ধারণা যা, তা সঠিক নয়। রামমোহনকে সঠিকভাবে জানতে গেলে এটাও জানা জরুরি, জমিদারগোষ্ঠীর নেতা হওয়ার কারণে তিনি রাজা হিসাবে পরিচিত লাভ করেছিলেন। তবে বিলাস বৈভবে তিনি রাজা ছিলেন। ঐতিহাসিক আর সি মজুমদারের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি দেখিয়েছেন, ‘‘গভর্নর জেনারেল লর্ড বেন্টিঙ্কের কাছে সতীদাহ প্রথার বিলুপ্তির দাবী জানিয়ে গণদরখাস্ত পেশ করেছেন। কিন্তু আইনের দ্বারা সতীদাহ নিষিদ্ধকরণ সম্পর্কে লর্ড বেন্টিঙ্ক যখন রামমোহনের অভিমত জানতে চেয়েছেন, তখন রামমোহন আইনের দ্বারা এই নিষ্ঠুর প্রথা বন্ধ করার প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছেন। ‘‘ বৃটিশ দরদী রামমোহন ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে ইংলন্ড থেকে লবণ আমদানি করার পরামর্শ দেন। আর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করার বুদ্ধিটুকুও ইংরেজ সরকারের মাথায় তিনিই ঢুকিয়েছিলেন।’’ ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে জমিদারদের স্বপক্ষে আইনেও ছিল তাঁর পরামর্শ। জমির উপর কর নির্ধারণের বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। কিন্তু দাসপ্রথা বিরুদ্ধে টুঁ শব্দটি করেননি। রামমোহন ব্রিটিশ সরকারের সহায়ক তিনটি পত্রিকা পরিচালনা করতেন। ১৮২২ সালে রামমোহন নিজে একটি ইংরেজি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। স্কুলের এ্যাংলো হিন্দুস্কুল নামেই তাঁর মানসিকতার পরিচয় মেলে। সমাজ সংস্কারক রাজা রামমোহন রায়ের জয়ধ্বনি হোক, তারই সঙ্গে ইতিহাসের সত্য উচ্চারিত হওয়া জরুরি। রাজা রামমোহন ও প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর দু’জনেই ছিলেন ইংরেজ সাহেবদের পরম মিত্র বিশেষ। মোর্তজা সাহেবের পরিচয় একজন ঐতিহাসিক হিসাবে। ইতিহাস গবেষক হিসাবে। কিন্তু তিনি কবিতা লিখতেন। ভালবাসতেন কবিতা। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, রুমী, গালিব, মাইকেলরা ছিলেন তাঁর প্রিয় কবিদের তালিকায়। গল্প লিখেছেন। ভালবাসতেন গল্প পড়তে। গল্প করতেও। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে তিনি শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। নবাব সিরাজুদ্দৌলা সম্পর্কে রবীন্দ্র মনোভাব স্পষ্ট করতে প্রামাণ্য একটা গ্রন্থই তিনি লিখেছেন। সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে একটা বিরূপ ধারণা আছে। মোর্তজা সাহেব তথ্যসহ সে ধারণার বিলুপ্তি চেয়েছেন। তারই মধ্যে ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে ইংরেজ শাসকদের সুসম্পর্ক অথবা কবির নাইট ত্যাগের ইতিহাস জানাও প্রয়োজন। মানুষ রবীন্দ্রনাথ জমিদার হিসাবে তাঁর ত্রুটি উপলব্ধি করে সংশোধন করেছেন। রবীন্দ্রনাথের বাউল প্রীতি, গীতাঞ্জলি বিষয়ক আলোচনা রবীন্দ্র প্রতিভায় বিতর্ক সৃষ্টির প্রয়াস নয়। বরং তা ইতিহাসের সত্য উদ্ধারেরই অঙ্গ। ইতিহাসের সত্য সন্ধানী গোলাম আহমাদ মোর্তজা। মহাত্মা গান্ধী সম্পর্কে আলোচনায় যাওয়ার পূর্বে মোর্তজা সাহেব বলেছেন, “ বারবার বলা হয়েছে যে, প্রচলিত সাধারণ ইতিহাস লেখার নিয়মের গতবাঁধা ছকে লেখা হয়নি এই বই। গান্ধীজী সম্পর্কে যা কিছু বলা হোল তার সবই সাধারণ ভক্ত এবং অসাধারণ ভক্তদের বিশ্বাসের বিষয়। এসবই আলো দিক। এগুলো প্রমাণ করতে বিরাট পরিশ্রম বা গ্রন্থ - গ্রন্থালয়ে গভীর অনুসন্ধানের কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু গান্ধীবিরোধী যাঁরা, অথবা যাঁরা নিরপেক্ষ, তাঁরা খুঁজতে চাইবেন নতুন তত্ত্ব ও তথ্য, চরিতার্থ করতে চাইবেন তাঁদের অনুসন্ধিৎসা। এইটুকু করতে গেলে চরম অধ্যাবসায়, প্রচণ্ড পরিশ্রম, অসংখ্য পুস্তক সংগ্রহ ও গভীর মনোযোগ সহকারে তা পড়ে নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক সুলভ একটি আলেখ্য তৈরি করা নিঃসন্দেহে সুকঠিন। আমার অযোগ্যতা স্বীকার করেও, এই দুঃসাধ্য কাজটি করতে গিয়ে আলোর পাশে কালো দিকটিও তুলে ধরতে হয়েছে। অনেকের মনে আসতে পারে যে, আলোকপ্রাপ্ত শুভ্রোজ্জ্বল ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্বের কালোদিক খুঁজে তাঁর ইতিহাসে মসিসিঞ্চন বা কালি ছিটানোর প্রয়োজনীয়তা বা উপকারিতা কতটুকু? এ প্রশ্ন যাঁরা করেন, তাঁরা উচ্চস্তরের পাঠকশ্রেণীর মধ্যে গণ্য নন। বরং তাঁরা সরল ও সহজ প্রাণ সাধারণ পাঠক। এ বইটি কিন্তু সাধারণ অসাধারণ উভয় শ্রেণীর উদ্দেশ্যেই নিবেদিত। “

‘ এ এক অন্য ইতিহাস’ গ্রন্থে মোর্তজা সাহেব শেষে আলোচনা করেছেন দেশের স্বাধীনতা সম্পর্কে। স্বাধীনতা বিজয়ের পর করদ ও মিত্ররাজ্যগুলির ভারতভুক্তি দেশ ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। তিনি আলোচনা করেছেন হিন্দু - মুসলমানের সামাজিক সম্পর্ক। এবং বলেছেন” এত সব সত্ত্বেও হিন্দুত্ববাদীগণ ও মুসলমানদের মধ্যে কেন বেড়ে যাচ্ছে বৈরিতা, বিরোধিতা, ঘৃণা বিদ্বেষ আর সেই সঙ্গে লড়াই করার প্রবণতা? ক্রর চক্রান্তকারী বৃটিশ ইতিহাসে ভেজাল দিয়ে মুসলমানকে অদ্ভূত ও বিপজ্জনক চরিত্রে চিহ্নিত করার চক্রান্তটি কি আজও ধরে ফেলা সম্ভব হলো না? “ সত্য ইতিহাস উদঘাটনের মাধ্যমে সামাজিক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার স্বপ্নদ্রষ্টা গোলাম আহমাদ মোর্তজা সাহেবের বক্তব্য হচ্ছে,” তত্ত্ব, তথ্য ও ইতিহাসের নামে কোটি কোটি মানুষের হাতে এমন জিনিস পৌঁছেছে যার ফল স্বরূপ আগুনে পেট্রোল ঢালার মতো সাম্প্রদায়িকতার গতি বেড়েই চলেছে। অপরদিকে এমন বহু সত্য তথ্য বা সত্য ইতিহাস শাসকগোষ্ঠী, আমলা ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত নেতাদের আয়ত্বে রয়েছে যেগুলো মানুষের কাছে পৌঁছালে পরস্পর পরস্পরের মূল্যায়ন করতে সক্ষম হবেন এবং তার ফলে সম্প্রীতির বাতাবরণ তৈরি হবে সহজ। কেন যে এই ঐতিহাসিক পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না এ প্রশ্নেরও উত্তর নেই। “

ইতিহাস গবেষক গোলাম আহমাদ মোর্তজা সাহেবের মূল্যবান এই ইতিহাস গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ২০০০ সালে। ২০১৯ সালে একাদশ মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছে কলকাতার বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশন থেকে। প্রায় তিনশো পৃষ্ঠার এই গ্রন্থটি তাঁর ইতিহাস গবেষণার অমূল্য গবেষণামূলক গ্রন্থ।

পাশারুল আলম

ভারতীয় রাজনীতিতে সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্ব

ভারতীয় রাজনীতিতে সংখ্যালঘুদের জন-প্রতিনিধি নির্বাচিত হওয়ায় ক্ষেত্রে দীর্ঘকাল একটি জটিল সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যা ঐতিহাসিক এবং সামাজিক আপত্তি দ্বারা চিহ্নিত যা ভারতীয় রাজনৈতিক ভূখণ্ডকে প্রভাবিত করে চলেছে। ধর্মীয়, ভাষাগত এবং জাতিগত গোষ্ঠী সহ সংখ্যালঘুরা ভারতের বৈচিত্র্যময় সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সেটা অতীত হোক কিংবা বর্তমান। তবুও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে তাদের অংশগ্রহণ এবং কার্যকর প্রতিনিধিত্ব সীমিত।

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, সংখ্যালঘু প্রার্থীদের ক্রমহ্রাসমান উপস্থিতি রাজনৈতিক ব্যবস্থার ত্রুটিগুলির প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা আবশ্যক। যা প্রায়শই সংখ্যালঘু সম্প্রদায় গুলিকে পর্যাপ্ত প্রতিনিধিত্ব পেতে বাঁধা দেয়। এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান রয়েছে একমাত্র আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব Proportional Representation (PR) নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মধ্যে। যতদিন তা না হচ্ছে, ততদিন চলমান নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মধ্য থেকে সংখ্যালঘু প্রতিনিধিত্বকে শক্তিশালী করার সম্ভাব্য রাস্তাগুলিকে সন্ধান করা যেতে পারে।

বর্তমান পরিস্থিতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব, বিশেষত লোকসভা, রাজ্যসভা এবং রাজ্য বিধানসভার মতো আইনসভা ও বিভিন্ন প্রশাসনিক সংস্থাগুলিতে সংখ্যালঘু প্রতিনিধিত্ব বিপত্তির সম্মুখীন হয়েছে রাজনৈতিক দলগুলি প্রায়শই সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটব্যাঙ্ককে প্রাধান্য দেয়। এমনকি উল্লেখযোগ্য সংখ্যালঘু জনসংখ্যার নির্বাচনী এলাকায়ও প্রায় সমস্ত বড় রাজনৈতিক দলগুলি সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজ থেকে প্রার্থী মনোনয়ন দেয়। মনোনীত প্রার্থীর জয়ের সম্ভাবনাকে গুরুত্ব দেওয়া এই মনোনয়ন প্রক্রিয়ায় প্রতিফলিত হয়। এই কারনে দলগুলি সংখ্যালঘু প্রার্থীদের এবং তাদের নির্বাচনী এলাকাকে উপেক্ষা করে। আসন জয়ের সম্ভাবনা সর্বাধিক করার জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ গোষ্ঠী থেকে প্রার্থীদের বেছে নেওয়ার প্রবণতা দেখায়। এই প্রবণতা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে রাজনৈতিক প্রান্তিকতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

এটা শুধু অনুভূতি নয়, এটাই বাস্তবতা।

রাজনৈতিক ভাষ্যকার যোগেন্দ্র যাদব উল্লেখ করেছেন যে “রাজনৈতিক দলগুলি সংখ্যালঘু প্রতিনিধিত্বকে একটি বাণিজ্য বন্ধক হিসাবে দেখে। অন্তর্ভুক্তির পরিবর্তে সংখ্যার উপর নির্ভর করতে পছন্দ করে।” ফলাফল হল সংখ্যালঘু গোষ্ঠী সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া

থেকে দূরে আছে এমন বোধ করে। তাদের কণ্ঠস্বর প্রায়শই সমালোচনামূলক নীতি ও আলোচনা শোনা যায় না। ফলস্বরূপ, সংখ্যালঘুরা সীমিত রাজনৈতিক প্রভাবের সম্মুখীন হয়। যার ফলে তাদের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির জন্য কার্যকর সমর্থনের অভাব দেখা দেয়। তারা নিজের মনের কথা বলতে পারেনা। এই প্রবণতা সামাজিক বিভাজনকে আরও গভীর করতে পারে এবং সংখ্যালঘুদের জন্য প্রকৃত পরিবর্তন বা ক্ষমতায়নের সুযোগ কমিয়ে দেয়। অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতি এবং সত্যিকারের প্রতিনিধিত্ব কেবল রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নয়, সামাজিক উন্নতির জন্যও অপরিহার্য।

রাজনৈতিক দলগুলির উচিত দীর্ঘমেয়াদি দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা এবং সমগ্র জনগোষ্ঠীর কল্যাণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করা। এছাড়া রয়েছে সংখ্যালঘু নেতৃত্বের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির প্রভাব। পদ্ধতিগত বিষয়গুলির বাইরে, রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে সংখ্যালঘু নেতাদের ভূমিকাও সংখ্যালঘু প্রতিনিধিত্বকে প্রভাবিত করেছে। অনেক সংখ্যালঘু নেতা সম্প্রদায়ের উদ্বেগের জন্য ওকালতি করার চেয়ে ব্যক্তিগত এবং দলীয় আনুগত্যকে অগ্রাধিকার দেন। সংখ্যালঘু ইস্যুতে দলের অবস্থানকে চ্যালেঞ্জ করা ব্যক্তিগত বা রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার কারণ হতে পারে, এমন আশঙ্কা থেকে এই অনীহা উদ্ভূত হয়। রাজনৈতিক বিশ্লেষক জোয়া হাসান উল্লেখ করেছেন যে, “সংখ্যালঘু নেতারা প্রায়শই তাদের সম্প্রদায়ের স্বার্থ পরিবেশন এবং দলীয় নেতৃত্বের অনুগ্রহ বজায় রাখার মধ্যে দ্বন্দ্বে পড়েন।” এই অভ্যন্তরীণ গতিশীলতা নেতাদের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের মতো বিশেষ সমস্যাগুলির দিকে মনোযোগ দিতে বাধা দেয়। এর ফলে, এই সমস্যাগুলো বা তো উপেক্ষিত হয় বা পর্যাপ্তভাবে সমাধান পায় না, যা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রতি সম্প্রদায়ের আস্থা কমিয়ে দেয়। এই সমস্যাগুলি মোকাবেলা করার জন্য আরও ভাল প্রতিনিধিত্বের দিকে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পক্ষে প্রার্থী নির্বাচনকে প্রভাবিত করতে সক্রিয় ভূমিকা নেওয়া এবং অন্তর্ভুক্তি প্রচার করে এমন নীতিগুলির জন্য চাপ দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি পদ্ধতি হল সম্প্রদায়ের জন্য সম্মিলিতভাবে যোগ্য এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধ প্রার্থীদের মনোনীত করা। যারা সত্যই সংখ্যালঘুদের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করবে। এই জন্য রাজনৈতিক দলগুলির কাছে প্রতি লোকসভা ও বিধান সভায় তিন চার জনের নাম সুপারিশ করতে পারে। প্রার্থীদের এই তালিকা উপস্থাপন করার মাধ্যমে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলি প্রতিনিধিত্বের পক্ষে ওকালতি করতে পারে। একই সাথে বর্তমান মনোনয়ন প্রক্রিয়াকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে। যা প্রায়শই ভোটারের পছন্দগুলিকে উপেক্ষা করে।

পণ্ডিত রাজীব ভার্গব এই ধরনের উদ্যোগকে সমর্থন করেন, তিনি বলেন- “কেবলমাত্র প্রার্থী নির্বাচনে সংগঠিত এবং সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার মাধ্যমে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলি তাদের জীবনকে ও রাজনৈতিক সিদ্ধান্তগুলিকে প্রভাবিত করার আশা করতে পারে।”

এই প্রস্তাবিত প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ করলে রাজনৈতিক দলগুলিকে শুধুমাত্র নির্বাচনী ফলাফলের পরিবর্তে যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রার্থী বাছাই করতে উৎসাহিত হবে। এই ধরনের প্রচেষ্টা শুধুমাত্র সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্বকে শক্তিশালী করতে পারে না বরং সম্প্রদায়ের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য শুধুমাত্র যোগ্য এবং নিবেদিত প্রার্থীদের বেছে নেওয়া হয়, তা নিশ্চিত করতে সাহায্য করে। এই প্রার্থীর নাম শুধু সংখ্যালঘু প্রার্থীর ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ না রেখে সমস্ত আসনে যোগ্য প্রার্থীদের নাম সুপারিশ ও প্রকাশ করা। এর ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজ থেকেও যোগ্য সৎ ও নিষ্ঠাবান প্রার্থী নির্বাচিত হতে পারে। সত্যি কথা বলতে, ভারতীয় গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করার জন্য সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্বের জন্য আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক পদ্ধতি অপরিহার্য। একটি গণতান্ত্রিক দেশে যেখানে বিভিন্ন কণ্ঠস্বর অন্তর্ভুক্ত এবং প্রতিনিধিত্ব করে তা সহজাতভাবে শক্তিশালী এবং স্থিতিস্থাপক হয়। সংখ্যালঘুদের কণ্ঠস্বর প্রকৃতভাবে প্রতিনিধিত্ব করা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। এর মাধ্যমে দেশ আরও সমন্বিত এবং প্রগতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশ প্রচার করতে পারে। সমাজবিজ্ঞানী আশুতোষ ভার্শনি পর্যবেক্ষণ করেছেন যে “একটি গণতন্ত্র কেবল তখনই শক্তিশালী হয় যখন দুর্বলতম অংশগ্রহণকারীরা স্থান পায়। প্রকৃত গণতান্ত্রিক অগ্রগতি তখনই অর্জন করা যেতে পারে, যখন সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াগুলিতে সংখ্যালঘুদের কণ্ঠকে সমানভাবে মূল্য দেওয়া হয়।”

পরিশেষে বলা যায়, ভারতীয় রাজনীতিতে সংখ্যালঘু প্রতিনিধিত্বের বিষয়টি মোকাবেলা করার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার এবং একটি সক্রিয় সম্প্রদায়ের সম্পৃক্ততা অনুভব। এই উভয়বিধ ধরা প্রয়োজন। সংখ্যালঘুদের অবশ্যই প্রার্থীদের মনোনীত করার ক্ষেত্রে একসাথে কাজ করতে হবে। যারা সত্যিকার অর্থে তাদের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করবে এবং জাতীয় ও স্থানীয় সমস্যা উজাগর করবে। সংখ্যালঘুদের জন্য নির্ধারিত সাংবিধানিক অধিকারের পক্ষে বলিষ্ঠ কণ্ঠে সমর্থন করবে।

অন্যদিকে, রাজনৈতিক দলগুলিকে বৈচিত্র্যময় প্রার্থী চয়নের যে মূল্য, তা স্বীকার করতে হবে। যা ভারতের জনসংখ্যাগত সমৃদ্ধি প্রতিফলিত করে। এই পরিবর্তন সাধিত হলে ভারত আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র নিশ্চিত করতে পারে। এই প্রচেষ্টা সমস্ত নাগরিকদের মধ্যে বৃহত্তর আস্থা ও ঐক্য গড়ে তুলতে পারে। সামনে চব্বিশের ভোটে, ভোটারের চয়েজ এমন প্রার্থীর নাম নথিভুক্ত করে সমস্ত রাজনৈতিক দলের সমীপে রাখুন।

****** মতামত লেখকের নিজস্ব***

নিরবচ্ছিন্ন পাঠ ও ভাবুকতা একজন লেখকের অবলম্বন

লেখকমাত্রেই ভাবুক, নিঃসন্দেহে। ভাবনা ছাড়া কি লেখা যায়? যায় না। অসম্ভব, অভাবনীয়। জীবন ও জগৎ-কে দেখা, শুধু বাইরের দৃষ্টি দিয়ে নয়, অন্তর্দৃষ্টি দিয়েও, একজন লেখকের ভাবনার সমুদ্রে ঢেউ তোলে। ঘটমান ও পুরাঘটিত--দুটিকেই তিনি দেখেন স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে, আর পাঁচজন মানুষ যখন নিয়তিতাড়িত বা নিয়তিচালিত হয়ে তার মধ্যে আবর্তিত হন, একজন লেখক তখন ঘটনাটিকে আপন মনে ও মননে বিশ্লেষণ করেন এবং তার মধ্যে নতুন ব্যঞ্জনা সংযোজনের প্রয়াস পান। অন্তর্দৃষ্টি ও দূরদৃষ্টি--দুটোই একজন সৃষ্টিশীল লেখকের আত্মগত বৈশিষ্ট্য।
বিশ্বচরাচরে সতত বহমান অনন্ত শক্তিপ্রবাহ। যেভাবে গাছে ফুল ফোটে, বাতাস বয়ে যায়, সূর্য ওঠে আবার অস্ত যায়, প্রাণের ভিতরে আরেকটি প্রাণ জ্ঞানাতীত বিস্ময়ে জন্ম নেয় ও ক্রমবর্ধিত হয় এমন অজস্র বিষয় আমাদের বিরাট, আকুল জিজ্ঞাসার সামনে এনে দাঁড় করায়! অগণন বস্তুপুঞ্জ, কালপরিধি, নিপাট ও নিটোল নিয়মের বৃত্তে আমার অবস্থান কী এবং কেন--এই আদি প্রশ্নজড়িত ভাবনার জাল বুনতে মন আপনাআপনি ব্যগ্র হয়ে ওঠে! বিজ্ঞানী আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু নিত্য বহমান নদীটির তীরে বসে আপনমনে একদা এই গূঢ় প্রশ্নটি করেছিলেন : ''ভাগীরথী, তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ?" আবার রবীন্দ্রনাথের মনে গুঞ্জরিত হয়েছে--"জানি জানি কোন্ আদিকাল হতে, ভাসালে আমারে জীবনেরও স্রোতে!" সৃষ্টিপ্রবাহের বিচিত্র ও বিস্ময়কর গতিপথ, তার উৎস ও গন্তব্যের অভিমুখ সম্পর্কে জিজ্ঞাসু হওয়া, গভীর ভাবনায় মগ্ন হওয়া! ''সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর'', কিংবা ''এত আলো জ্বালিয়েছ এই গগনে'' গানে বিস্ময়কর প্রজ্ঞাধৃত অনুভব থেকে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন কে কখন কার পিছনে পড়ছে! 'আমি' তো রবীন্দ্রনাথ, কিন্তু, 'তুমি' কে? আহা! এবং, সেজন্যেই বোধহয় তিনিই পরম প্রশান্তিতে লিখতে পারেন--"তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে যত দূরে আমি ধাই...!"
একজন লেখকের ভাবুকতায় হিরণ্ময় মহিমার স্বর্ণপরশ লাগে! যুগে যুগে, কালে কালে 'মহান লেখকের' শিরোপাও নিকটে আসে!
একজন লেখকের মূল অবলম্বন ভাবুকতা। কিন্তু, ভাবতে হবে, সেটাই কি একজন লেখকের বড় গুণ? সাবেক আমলে জমিদার বাড়িতে যিনি 'হিসেব' লিখতেন তিনি কি 'লেখক' পদবাচ্য বলে গণ্য হতেন? তারও তো কাজ ছিল 'লেখা'ই। যাকে আমরা 'লেখক' বলি তার সবচেয়ে বড় গুণ হচ্ছে : 'সংবেদনশীলতা'। জীবন ও জগৎ-কে তিনি পঙ্কিল ও বঙ্কিম দৃষ্টিতে দেখেন না। আগে তিনি নিজের দৃষ্টি ও চিন্তাকে পরিচ্ছন্ন করেন। জীবন ও জগতের প্রতি সব আগে তার অন্তরে গভীর মমত্বের অনুভূতি তৈরি হয়। সংসারে অনেক রকম ও অগণিত 'পাঁক' আছে। কিন্তু, সেটা যথার্থরূপে একজন 'প্রকৃত লেখক'ই চিনতে পারেন। যিনি চিনতে পারেন তার 'পাঁক' চেনানোর ধরনেও থাকে ওই মমত্বেরই স্নিগ্ধ ছায়া। কিন্তু, যার দৃষ্টি ও মনন পরিচ্ছন্ন ও প্রসারিত নয় তিনি যেখানে 'পাঁক' দেখেন তা আসলে তার অন্তর্গত সত্তারই প্রতিরূপ। তার কাছ থেকে 'সংবেদনশীলতা'র বিচ্ছুরণ আশা করা ভুল। একজন 'লেখক'-কে আগে শিখতে হয় কীভাবে দেখবেন, কীভাবে ভাববেন। এই প্রক্রিয়া থেকে দূরে অবস্থান করলে কাউকে 'লেখক' বলা তো যায়-ই না, উপরন্তু তিনি যদি কিছু লেখেনও তাহলে সেটা গোদের উপর বিষফোঁড়া হয়ে দাঁড়ায়!
আবার মেধা, পাণ্ডিত্য ও ভাবুকতার শিখরে আরোহণ করতে সক্ষম হলে তখন সব সীমারেখা, চিহ্ন বা গোত্র নির্মাণই যেন লুপ্ত হয়ে যায়!
প্রান্তবর্গীয় ইতিহাস চর্চার পথিকৃৎ হিসেবে গণ্য রণজিৎ গুহ। তিনি মূলত প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ। কিন্তু, তিনি যখন লিখছেন 'কবির নাম ও সর্বনাম' কিংবা 'ছয় ঋতুর গান' তখন ভাবনাতীত হয়ে ওঠে যে, 'আলো' ঠিক কোথা থেকে আসছে! আরেক দিকপাল ইতিহাসবিদ দীপেশ চক্রবর্তী যখন পরিবেশ নিয়ে গভীরতর ভাবনার সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেন তখন তা-ও বিস্ময়কর না হয়ে পারে না! আবার স্বনামধন্য পদার্থবিজ্ঞানী পলাশ বরন পাল প্রিয় বাংলা ভাষার শ্যামল অরণ্যে, অথবা বলি, অলিতে-গলিতে যেভাবে হেঁটে বেড়ান আর সেই মেধাবী ভ্রমণ ছড়িয়ে দেন তাঁর স্নিগ্ধ, রম্য সব গদ্যে তখনও অভিভূত হতে হয়! বেশ। কিন্তু, 'গোল' বাধে একটি জায়গায় এসে। যিনি পরিচিত হন 'ধর্মতাত্ত্বিক' হিসেবে, বাজারে তাঁর মেধা ও পাণ্ডিত্যের বেশি 'দাম' ওঠে না! দশম শতাব্দীর ইমাম গাজ্জালীকে সবাই হয়তো 'ধর্মতাত্ত্বিক'ই বলবেন। কিন্তু, তিনি

পাভেল আখতার

কি দার্শনিকও নন? ইবনে খালদুনকে আমরা কি শুধুই 'ইতিহাসবিদ' বলব? তিনিও কি একদিক থেকে দেখলে ধর্মতাত্ত্বিক নন? কিংবা, যদি বলি তিনি একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীও? আল-বিরুণীকে তো কোনও একটি বিশেষ পরিচয়ে চিহ্নিত করা সম্ভবই নয়। স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী, চিন্তাবিদ মৌলানা আবুল কালাম আজাদকেও হয়তো 'ধর্মতাত্ত্বিক' বলা হবে! স্বামী বিবেকানন্দ বা ঋষি অরবিন্দও কি তাহলে শুধুই 'ধর্মতাত্ত্বিক'? যিনি সব মেলাতে পারেন তিনি আকাশ ও মাটিকে একসূত্রে গাঁথেন! আমরা মেলাতে পারি না। তাই আমরা একটি সংহত পুষ্পমালাকে দেখতে পারি না, শুধু দু'একটি ফুল দেখি। 'জগৎসভা' সমগ্রতার নাম। কিন্তু, বিচ্ছিন্নতার মধ্যেই আমরা জগৎসভাকে দেখি। আমাদের চিন্তার এই দৈন্য কবে ঘুচবে জানি না!
'ইতিহাসবিদ' শব্দটি যেসব ব্যক্তি ও তাঁদের চিন্তাপথকে চিহ্নিত করে তা সাধারণ পাঠকের দিক থেকে দেখতে গেলে খুবই সরল। কেবল রাজকীয়তার আনাচকানাচ নয় ; সমাজ যে স্রোতরেখা ধরে বয়ে চলেছে তা এবং তার থেকে শিল্প, সাহিত্য, রাজনীতি, দর্শন কোনওটাই বিচ্ছিন্ন নয়। একজন আদর্শ মেধাবী ভাবুক তিনিই, যিনি সবকিছুর সঙ্গেই নিজেকে গ্রথিত করেন। তার বৃহৎ 'ভাবনাবিশ্ব' সবকিছুকেই গ্রহণ করে। এবং, তিনি গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে ও নির্মোহ মনে সেসব বিশ্লেষণ করেন। তাকে কি উপরিউক্ত সংকীর্ণ পরিসরে আবদ্ধ করে ফেলা যায়? একদমই নয়। তপন রায়চৌধুরী কি কেবল 'ইতিহাসবিদ'? যে অসামান্য ও মনোমুগ্ধকর গদ্যে তিনি তাঁর অনন্য মেধা ও মননকে নানা দিগন্তে বিচ্ছুরিত করে গেছেন তা শুধু আমাদের ঋদ্ধ করে না, আলোকিতও করে!
রণজিৎ গুহ---এই মানুষটির পরিচয় দিতে গিয়ে যদি কেবল বলা হয়--'পিছড়ে বর্গের ইতিহাসচর্চার পথিকৃৎ', তাহলে বোধহয় কিছুই বলা হয় না তাঁর সম্পর্কে ; অন্তত, তাঁর 'কবির নাম ও সর্বনাম' বইটি পড়া থাকলে। কিংবা, 'ছয় ঋতুর গান'। আরও কত বই! জ্ঞানচর্চার বিচিত্র সব ঘাটে ঘাটে তাঁর অবাধ বিচরণ! আর গদ্য? ধ্রুপদী সৌরভ মিশে আছে তাঁর অনবদ্য গদ্যশৈলীতে! 'পড়াশুনা' যে মুক্ত পৃথিবীর যেখানে যত 'রস' আছে তা আহরণ ও আস্বাদন করা, তার একটি উজ্জ্বলতম নমুনা হ'ল এই বই--'কবির নাম ও সর্বনাম', যেখানে একজন স্বনামধন্য ইতিহাসবিদ তাঁর অতল, গভীর কাব্যপাঠের মধ্য দিয়ে কাব্যের অনাবিষ্কৃত একটি দিগন্ত উন্মোচন করেছেন! প্রচলিত অর্থে তিনিও তো খ্যাতিমান এক 'ইতিহাসবিদ', কিন্তু সেই একমাত্রিকতা দিয়ে কি তাঁর দুরন্ত মেধা ও পাণ্ডিত্যের দীপ্তিকে সীমায়িত করা যায়? দিনান্তে তাঁকে বলা যায় মেধা ও পাণ্ডিত্যের বৃত্ত ভাঙা এক আশ্চর্য চিন্তাপথিক! তপন রায়চৌধুরী ইতিহাসকে সাহিত্য হিসেবে পড়তে চেয়েছিলেন। আবার রণজিৎ গুহ সাহিত্যকে পড়তে চেয়েছিলেন ইতিহাস, রাজনীতি ও প্রজ্ঞাময় দর্শন হিসেবে।
৩১ অক্টোবর, ২০২১-এ দৈনিক 'সংবাদ প্রতিদিন'-এর 'ছুটি'-তে প্রখ্যাত চিন্তাবিদ চিন্ময় গুহ'র অসামান্য একটি 'খনন' ছিল ইতিহাসবিদ গৌতম ভদ্রকে নিয়ে। 'আমি গৌতম ভদ্রকে খুঁজছি'। 'ইতিহাসবিদ'--এই একটি মাত্র পরিচয়ে তাঁর মতো অনন্য জ্ঞানতাপস ব্যক্তিকেও 'ধরা' খুবই মুশকিল। বটতলার পুঁথি থেকে শুরু করে হযরত মহম্মদ (স)--জ্ঞানচর্চার কত বিচিত্র পথে তাঁর পরিভ্রমণ! জ্ঞানতপস্বী গৌতম ভদ্র চিন্ময় গুহর অপরূপ লিখনে বলছেন : ''পড়ার লোভ ছেড়ে লিখতে খারাপ লাগে। আমি সৌভাগ্যবান। বই পড়তে ও পেতে খামতি হয়নি। কিনে পড়েছি। নানাভাবে পড়েছি। আজও পড়ি। ইচ্ছেমতো। উদ্দেশ্যহীন পড়াশুনা আমাকে পণ্ডিতির হাত থেকে বাঁচিয়েছে...।'' কী কথা! ভাবা যায়! যদিও আমরা তাঁকে 'পণ্ডিত' বলতে কোনও দ্বিধাই বোধ করব না, সে তিনি নিজের সম্পর্কে নিজে যা-ই বলুন! 'পড়ার লোভ ছেড়ে লিখতে খারাপ লাগে'--শ্রী ভদ্রের এই কথাটি চিত্তাকর্ষক! 'আদর্শ পাঠক' বলে কিছু কি হয়? যে সবই ভালবাসে, যে সবই পড়ে ; বাছবিচার করে না। কিন্তু, কারও পছন্দ ধর্ম, কারও রাজনীতি, কারও শিল্প-সংস্কৃতি, কারও জিনতত্ত্ব, কারও অজিনতত্ত্ব, কারও ইতিহাস, কারও পাতিহাঁস ইত্যাদি। 'আদর্শ পাঠক' খুঁজে পাওয়া বড্ড দুষ্কর, যার কি না সবকিছুতেই 'রুচি' আছে। আসলে সমস্যাটা 'পরিপাকযন্ত্রের'। সবই 'হজম' হয়, এমনকি লোহাও, ফলে সবই খেতে পারতেন দেদার, এমন মানুষ যেমন বিরল হয়ে পড়েছে, তেমনই হয়তো পাঠকও! তবে, এখনও কিছু মানুষ, না পাঠক আছেন, যাদের 'আদর্শ পাঠক' বলা-ই যায়।
উপরিউক্ত কয়েকজনের মতো আরও অনেকেই অতীতে ছিলেন, যাঁরা আদর্শ পাঠক, মেধাবী ভাবুক ও লেখক ; কেবল ওই কয়েকটি নামই যথেষ্ট নয়। তাঁদের মধ্যে অন্তত আরও চারটি নাম অবশ্যই বলতে হবে। শিশির কুমার দাশ, সুরজিৎ দাশগুপ্ত, সুধীর চক্রবর্তী এবং রবীন্দ্র কুমার দাশগুপ্ত। মেধা, পাণ্ডিত্য, ভাবুকতা হচ্ছে মূলত বহুস্তরীয় শব্দ! সাতরঙা রামধনুর মতো!

ছড়া-ছড়ি

প্রবীণরাও কিন্তু থাকবে ভালো

আনিসুর রহমান

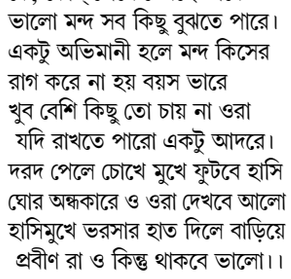

কে বলে সব হারিয়ে গেছে?
আছে সবকিছু আগের মতন
সব কথা হয়তো মনে আসে না
আসবে ভাবনা র একটু নিলে যতন।
এখনও সাতসকালে সবার আগে
আগের মতো বিছানা ছেড়ে উঠে পড়া
ঘুম টুম টা একটু হোক না কম
তবুও প্রাতঃভ্রমন টাতো নজরকাড়া।
হাঁটলে জোরে একটু হাঁপিয়ে ওঠে
তা ও কিন্তু জোর কদমে হেঁটে চলে
ঐ সামান্য দোষটা যদি নাই থাকতো
এগিয়ে যেতো আঠারোকে পেছনে ফেলে।
হয়তো পড়ে গেছে কয়েক টা দাঁত
তাই শক্ত ছেড়ে দিয়ে নরম খুঁজে
কথাগুলো একটু জড়িয়ে গেলে ও
চেষ্টা করলেই কিন্তু লইবে বুঝে।
শ্রবণ ক্ষমতা একটু হোক না কম
শ্রবণ পথটা হয়তো কাজ করে না
একটুখানি জোরে বললে কথা
সব কথাগুলোই কিন্তু যাবে শোনা।
হোক ঝাপসা একটু চোখের দিশা
সবার সব আচরণ ই লক্ষ্য করে
কে, কোন্ চোখে দেখছে তারে
ভালো মন্দ সব কিছু বুঝতে পারে।
একটু অভিমানী হলে মন্দ কিসের
রাগ করে না হয় বয়স ভারে
খুব বেশি কিছু তো চায় না ওরা
যদি রাখতে পারো একটু আদরে।
দরদ পেলে চোখে মুখে ফুটবে হাসি
ঘোর অন্ধকারে ও ওরা দেখবে আলো
হাসিমুখে ভরসার হাত দিলে বাড়িয়ে
প্রবীণ রা ও কিন্তু থাকবে ভালো।।

শিক্ষকের হৃদয় উদ্যানে ছাত্ররাই শ্রেষ্ঠ ফুল, তাই অবসরের পরেও স্কুলে ফের শিক্ষকতা গৌতমের

সন্ন্যাসী কাউরী

কর্মজীবন থেকে অবসর নিলেও কর্তব্যে অবিচল। স্কুল এবং ছাত্র-ছাত্রীদের স্বার্থে চক ডাস্টার হাতে নিয়ে নিরন্তর ক্লাস করে চলেছেন তিনি। তিনি স্কুলের প্রিয় শিক্ষক, শিক্ষারত্ন গৌতম কুমার বোস।
'শিক্ষকের কখনও অবসর হয় না' এই কথাটা সব সময় বলতেন তিনি। বলতেন এই বিদ্যালয়-ই আমাদের ভাত ঘর। আমাদের জীবনে সুখ সমৃদ্ধি, মান-সম্মান, যশ খ্যাতি যা কিছু সবই এই বিদ্যালয় থেকে। কাজেই বিদ্যালয় এবং ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শেষ দিন পর্যন্ত কাজ করে যেতে হবে। কর্মজীবনে তো করে দেখিয়েছেন, কর্মজীবন থেকে অবসর নেওয়ার পরেও আজও তিনি সেই দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। চাকরি হিসেবে নয়, আসলে শিক্ষকতাকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন ব্রত হিসেবে। তাই গত জুলাই মাসে কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করলেও আজও তিনি চক ডাস্টার হাতে বিদ্যালয়ে নিরন্তর পাঠদান করে চলেছেন। স্রোতের বিপরীতে দাঁড়িয়ে এরকম এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পাঁশকুড়া ব্লকের শ্যামসুন্দরপুর পাটনা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক শিক্ষারত্ন গৌতম কুমার বোস । তিনি হয়ে উঠেছেন সকলের শ্রদ্ধাভাজন, জ্ঞান তাপস গৌতম, এলাকার মানুষের আপনজন। দায়িত্ব ও কর্তব্যে এক নিরলস পথযাত্রী গৌতম কুমার বোস। ১৯৮৮ সালের ২৫ মে, অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার কোলাঘাটের সাহাপুর গ্রাম থেকে শিক্ষার প্রদীপ্ত মশাল হাতে নিয়ে শিক্ষকতাকে ব্রত হিসেবে গ্রহণ করে জীববিদ্যার শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন পাঁশকুড়া ব্লকের শ্যামসুন্দরপুর পাটনা উচ্চ বিদ্যালয়ে। তিনি তার কর্ম জীবন থেকে অবসর নিয়েছেন ৩১ জুলাই, ২০২৪ এ । দীর্ঘ ছত্রিশ বছর দু মাস ছয় দিন শিক্ষকতা করছেন একই বিদ্যালয়ে। গৌতম বাবুর কাছে বিদ্যালয় হয়ে উঠেছে মাতৃসম এক পবিত্র মন্দির। কেবল শিক্ষাদান-ই নয়, দুঃস্থ ও অসহায় ছাত্র-ছাত্রীদের জৈন বুক ব্যাঙ্কের মাধ্যমে বিনামূল্যে বই প্রদান, ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিজ্ঞানমনস্কতা গড়ে তোলা, সামাজিক ও পরিবেশ চেতনার প্রসার, কন্যাশ্রী যোদ্ধাদের উৎসাহ দান, বছরভর বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি গ্রহণ, ডেঙ্গু ও ম্যালেরিয়া সচেতনতার প্রচার, শরীর সুস্থ রাখতে যোগাভ্যাস, বাল্যবিবাহ ও জল অপচয় রোধ সচেতনতা গড়ে প্রভৃতি ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলেছেন তিনি।
কেবল বিদ্যালয়েই নয়, বিদ্যালয়ের বাইরেও নানান সামাজিক কাজকর্মের সাথে নিজেকে যুক্ত রেখেছেন তিনি। লোকহিতৈষণায় সমর্পিত প্রাণ আজ, শিক্ষক গৌতম কুমার বোস। দুস্থ অসহায় দুর্গত মানুষের পাশে থেকে শিবজ্ঞানে জীবসেবায় বারে বারে আত্মনিয়োগ করেছেন তিনি। কখনো ঘূর্ণিঝড় বন্যা বিধ্বস্ত মানুষের পাশে, কখনো ক্যান্সার ও থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত রোগীর পাশে, আবার কখনো জঙ্গলমহলে আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় দুর্গত মানুষের পাশে তিনি দাঁড়িয়েছেন ত্রাতার ভূমিকায়। হয়ে উঠেছেন মানবতার মূর্ত প্রতীক। গৌতম বাবুর কল্যাণময় মানব হৃদয় সমাজের সমস্ত স্তরের মানুষের কাছে আজ কাঙ্ক্ষিত বস্তু। কখনো কোলাঘাট থেকে, কখনো মেদিনীপুর শহর থেকে খোয়া ওঠা পথ ধরে নির্দিষ্ট সময়ে এসেছেন বিদ্যালয়ে। সময়ের গণ্ডির মধ্যে তিনি কখনও আবদ্ধ ছিলেন না। স্কুলের স্বার্থে, ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থে রাত পর্যন্ত কাজ করেছেন, কখনও বিদ্যালয়ে রাত্রিযাপন করেছেন। অবসর গ্রহণের দিন তিনি বিদ্যালয়ের সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীকে খাইয়েছিলেন বিরিয়ানি।
সমাজ ও শিক্ষার প্রতি গৌতম বাবুর স্বতঃস্ফূর্ত আকর্ষণ এবং দায়বদ্ধতা-ই সমাজ তাঁকে পৃথকভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। সত্যি তিনি শিক্ষারত্ন, সমাজসেবী, লোক হিতৈষী। শিক্ষা ক্ষেত্রে অসামান্য কৃতিত্বের জন্য ২০১৭ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার গৌতম কুমার বোস কে শিক্ষারত্ন সম্মান প্রদান করেন। মেদিনীপুর ক্যুইজ কেন্দ্র সোস্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি প্রদান করেছেন 'আচার্য রত্ন সম্মাননা'। কোলকাতা জৈন বুক ব্যাঙ্কের পক্ষ থেকে পেয়েছেন 'সেরা শিক্ষক সম্মাননা' , কোলকাতা বিনোদ বিহারী বাগ ট্রাস্ট থেকে পেয়েছেন 'বিদ্যাসাগর শিক্ষারত্ন সম্মাননা'। সমাজে নানান সামাজিক কাজকর্মের জন্য পেয়েছেন 'সমাজসেবী সম্মাননা' ও 'বিশেষ শিক্ষক সম্মাননা।' গৌতম কুমার বোসের হৃদয় পুষ্প উদ্যানে ছাত্র-ছাত্রীরা ছিল শ্রেষ্ঠ ফুল। তাই তিনি শিক্ষক হিসেবে ব্যক্তিগতভাবে অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রীকে বই, অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছেন। দিয়েছেন সুচিন্তিত উপদেশ। জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের পেছনে তিনি লেগে থাকতেন। এই আদর্শ শিক্ষকের অগণিত ছাত্রছাত্রী দেশে বিদেশে স্ব স্ব ক্ষেত্রে আজ প্রতিষ্ঠিত।
গত ১২ ই নভেম্বর বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে হরিসাধন পাহাড়ি সাংস্কৃতিক মঞ্চে আয়োজন করা হয় আনুষ্ঠানিক বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অগণিত প্রাক্তন বর্তমান ছাত্রছাত্রী। উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন ও বর্তমান শিক্ষক শিক্ষিকাগণ। সেই অনুষ্ঠানে গৌতম কুমার বোস মহাশয় এর বিচিত্র কর্মজীবন সংবলিত একটি স্মরণিকা প্রকাশ করে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। প্রায় ৩০০ পাতার স্মারক গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন বিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষক দেবাশিস পাল। প্রকাশক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সেক্ গোলাম মুস্তাফা। ওই অনুষ্ঠানে গ্রন্থটি উদ্বোধন করেন জৈন বুক ব্যাঙ্কের কনভেনর শ্রী সুশীল গেলরা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কবি সাহিত্যিক প্রধান শিক্ষক প্রশ্ন কুমার করিয়া বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সেক্ গোলাম মুস্তাফা , সহকারী প্রধান শিক্ষক শুভঙ্কর দত্ত, প্রাক্তন শিক্ষক শীতল চন্দ্র মাইতি, সিদ্ধিনাথ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষা উমা ঘোষ, আরিহান্ট কোঠারি সহ অন্যান্য বিশিষ্ট জনেরা।
স্মরণিকায় উঠে এসেছে গৌতম কুমার বোস মহাশয়ের শিক্ষা বিস্তারের পাশাপাশি নানান সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও সেবামূলক কর্মকাণ্ডের কথা। তিনি যেমন ছিলেন বজ্রের মতো কঠিন তেমনি কুসুমের মতো কোমল। তাঁর কঠোর অনুশাসন ও শৃঙ্খলাপরায়ণতার জন্যই সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী হয়ে উঠেছে অসাধারণ। প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন নিজেদের কর্ম ক্ষেত্রে। শান্ত সৌম্য ঋষি সম কর্মজীবনে গৌতম বোসের প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা, নিরলস সেবা, শ্রম, ঐকান্তিক নিষ্ঠা, নান্দনিক বোধ, সংস্কৃতিময় মানসিকতা, সৃজনশীল চরিত্র সুষমা সর্বোপরি নিয়মানুবর্তিতা সকলের কাছে শিক্ষণীয় । জ্ঞানালোকের ঝর্ণাধারায় স্নাত পবিত্র ও অসাধারণ ব্যক্তিত্ব গৌতম কুমার বোসের জীবনাদর্শই শিক্ষা দেয় মাটির কাছাকাছি থেকেও কিভাবে আকাশকে ছোঁয়া যায়। সুমহান অনুভবে নিরহংকার পাণ্ডিত্যে ও উদার হৃদয়বত্তায় তিনি ছিলেন অনন্য সাধারণ। নানান স্মৃতিচারণায় ও স্মরণিকা গ্রন্থে উঠে এসেছে গৌতম বাবুর অসামান্য অবদানের কথা, কৃতিত্বের কথা। সেদিনের বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠান দুপুর থেকে সন্ধ্যা গড়িয়ে গেলেও ধৈর্যচ্যুতি ঘটেনি কচিকাঁচাদের। দূর দূরান্ত থেকে এসেছেন প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীরা, রোদের মধ্যে বসে থেকেছেন , দাঁড়িয়ে থেকেছেন দীর্ঘক্ষণ। কেবল শ্রদ্ধার মানুষটিকে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য। "আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধূলার তলে" -এই আকুতি ধরা পড়েছে তাদের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ ও উপস্থিতিতে। সত্যি তিনি শিক্ষারত্ন, আদর্শ শিক্ষক। মানুষ গড়ার প্রকৃত কারিগর। সমাজে আজ তাঁর মতো শিক্ষককে ভীষণ প্রয়োজন। যাঁর জীবনাদর্শ ও জীবনাচরণ-ই প্রেরণা জোগায় ছাত্রছাত্রীদের। দিশা দেখাবে আগামী প্রজন্মকে।

ছড়া-ছড়ি

জ্বলন

সৌমেন্দু লাহিড়ী

আমার ভালো দেখলে পরে
কষ্ট কেন পাও,
কপাল কেন কুচকে ওঠে,
জ্বলে পুড়ে যাও।
আমার প্রতি হিংসা তোমার
যখন হবে শেষ।
আমায় একটু আদর ক'রে
ভালোবেসো বেশ।
আমি তোমায় আমার খুব
কাছের লোক জানি,
আমার আপনার চেয়ে আপনজন
তোমায় আমি মানি।
তবু কেন দাও ব্যথা দাও
আমায় সব সময় ?
প্রতিপদে কথার খোঁচায়
বিদ্ধ কর আমায়!
আমার ক্ষতির চেষ্টাতে রও
তুমি সদাসর্বদা,
যতই তুমি উৎসাহী হও
প্রয়াস যাবে বৃথা।
আরে ললাট লিখন খন্ডাবে কে,
সাধ্য আছে কার ?
দেবদেবীরাও হয় অসহায়
মানুষ তো কোন ছার।

শীত কাকলি

মিরাজুল সেখ

শীত কাকলি ডাক দিয়েছে
শিশির ভেজা ঘাসে,
সকাল বিকাল হিমের হাওয়া
গাইছে কার্তিক মাসে ।
ভোরের আলো কুয়াশা ঘুমে ,
ফুটছে আধো আধো,
শীত এসেছে এবার সবাই
গরম কাপর বাঁধো।
আসছে উড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে
দূরের হতে পাখি ,
শীতের ভোরে ঝাপসা চোখে
দেখছে চেয়ে আঁখি।
সবুজ মাঠে শীতের চাদর
মিষ্টি রোদে হাসে ,
মনের যত আকুল আশা
নীল আকাশে ভাসে ।।

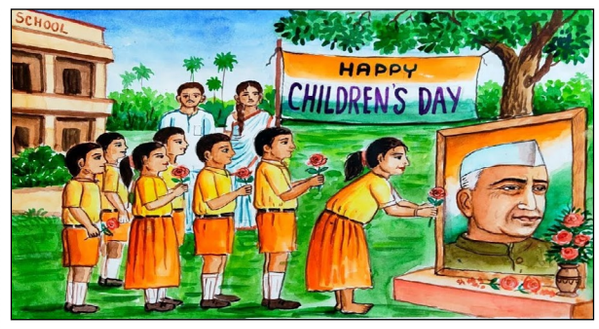

শিশু দিবস

শীলা সোম

শিশু দিবস পালনে মোরা হই যে তৎপর,
আজো কত শিশুকাঁদে, পথের ধূলার পর।
পেট ভরে কেউ পায়না খেতে, বস্ত্র নেই গায়ে,
শিশু শ্রমিক বাড়ছে কত, পোড়া পেটের দায়ে।
নেই শিক্ষা, নেই স্বাস্থ্য, নেই কোনো বিনোদন,
সংশোধনাগারেই কাটে কত শিশুর জীবন।
অসৎ সঙ্গে পড়ে কারোর জীবন ছারখার,
তাদের দিয়ে ভিক্ষা করায়, জীবিকা যে তার।
আলালের ঘরের দুলাল আছে যে কয়জনা,
কারো সাথে নেই তাদের কোনোই বনিবনা।
পায় তারা সবকিছুই, চাহিদার অধিক,
তবু কেন হয়না মানুষ, বুঝতে পারিনা ঠিক।
আনতে হবে এক ছকে, সব শিশুই সমান,
সুশিক্ষা পেলে পরেই বাড়বে দেশের মান।
ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তারা দেশের কর্ণধার,
তাদের প্রতি থাকে সবার স্নেহ যে অপার।
গড়তে হবে তাদেরকে, নরম মাটির তাল,
সুশিক্ষা পেলে পরেই, ধরবে দেশের হাল।

পাহাড়ের তপস্যা

জাসমিনা খাতুন

নীলিমায় ঘুমিয়ে ছিল সবুজে ঢাকা পাহাড়, আমাদের ভুরু ছিল সোজা;
সুতো ধরে পাহাড়ের কিনারে ঝুলছিল চাঁদ।
আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে স্বপ্ন দেখা পাহাড় হতে চেয়েছিল চকোরির ডানা।
সারারাত প্রতীক্ষায় ঝরেছিল ঝরনা, ভালোবেসে মুছে দিয়ে যাও লুকানো
সব কালির কালিমা; বলেছিল ভূমি শয্যায় হার মেনে সাত কাহন আয়না।
শিলা মন্ডল পোড়া পাগলামি পান্না, পাহাড়ি পোশাক পালটে আঙুলের
শোভা পেলো, চমক লাগানো প্রতিশ্রুতির উল্কাতে উঁকি আর মারে না।
আমাদেরও খিদে পায়, তবুও মেঘের আড়ালে লুকিয়ে থাকা পাহাড়কে
ছুঁতে যায় না।
তদন্ত শেষে ফিরে আসি, অ্যালবামে সাজিয়ে রাখি; ওর বুকের আগুন কথা
একবারও লিখি না।

রোনাল্ডোর জোড়া গোল, ম্যাচ জয়ে রেকর্ড

আপনজন ডেস্ক: একটি ওভারহেড কিক, একটি পেনাল্টি শট, দুটি গোল, একটি অ্যাসিস্ট—একজন ফরোয়ার্ডের জন্য একটা ম্যাচ থেকে এর চেয়ে বেশি কী চাই! শুক্রবার রাতে উয়েফা নেশনস লিগের ম্যাচে পোল্যান্ডের বিপক্ষে ঠিক এমন পারফরম্যান্সই করেছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো। ৩৯ বছর বয়সী তারকার দুর্দান্ত নৈপুণ্যের দিনে পর্তুগাল জিতেছে ৫-১ গোলের বড় ব্যবধানে। যে জয় রোনাল্ডোকেও তুলে দিয়েছে বড় এক রেকর্ডে। আন্তর্জাতিক ফুটবলে সবচেয়ে বেশি ১৩২ ম্যাচজয়ী ফুটবলার এখন রোনাল্ডো, পেছনে পড়ে গেছেন স্পেনের সের্হিও রামোস। পোর্তোর দো দ্রাগাও স্টেডিয়ামে হওয়া নেশনস লিগ গ্রুপ এওয়ানের ম্যাচটিতে রোনাল্ডো ছাড়াও পর্তুগালের হয়ে গোল করেছেন রাফায়েল লিয়াও, ব্রুনো ফার্নান্দেজ ও পেদ্রো নেতো। ৫৯ মিনিটে লিয়াও গোলের খাতা খোলার পর ৭২ মিনিটে পেনাল্টি থেকে 'পানেনকা' শটে করা গোলে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন রোনাল্ডো। ম্যাচে আল নাসর তারকার সেরা মুহূর্তটি আসে ৮৭ মিনিটে, দলের পঞ্চম গোলের সময়। ডান পাশ থেকে ভিতিনিয়া খানিকটা উঁচু করে বল বাড়ান ছয় গজ বক্সের ভেতরে। বলের চেয়ে কিছুটা সামনে এগিয়ে যাওয়া রোনাল্ডো শূন্যে ভেসে ডান পায়ের শটে দূরের কোণ দিয়ে বল জালে পাঠিয়ে দেন। এ নিয়ে আন্তর্জাতিক ফুটবলে রোনাল্ডোর গোলসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৩৫-এ, সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ক্যারিয়ারে ৯১০-এ। দুটোই তথ্য সংগ্রহ শুরুর পর থেকে এযাবৎকালের সর্বোচ্চ। ম্যাচে রোনাল্ডোর দুটিসহ পর্তুগালের পাঁচটি গোলই হয়েছে দ্বিতীয়ার্ধে। দুই অর্ধের তুলনা টেনে ম্যাচ শেষে পর্তুগাল কোচ রবার্তো মার্তিনেজ বলেন, 'আমরা যেভাবে খেলতে চেয়েছি, সে দিক থেকে প্রথমার্ধ খুব বাজে ছিল। আমরা মনোযোগ হারিয়ে হতাশ হয়ে পড়েছিলাম। তবে দ্বিতীয়ার্ধ ছিল আমার দেখা এখন পর্যন্ত সেরা। আমরা মানসিকতা বদলে নিয়ে খেলায় মনোযোগ বাড়িয়েছে, পারস্পরিক সহায়তা বাড়িয়েছি। পোল্যান্ডকে খেলতেই দেইনি।' পোল্যান্ডকে ৫-১ গোলে হারিয়ে এক ম্যাচ বাকি থাকতেই নেশনস লিগের কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিত করেছে পর্তুগাল। গ্রুপ এওয়ানে পর্তুগালের শেষ ম্যাচ ১৮ অক্টোবর ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে।

রেকর্ডের পর রেকর্ড গড়ে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের গিয়ার পাল্টাচ্ছে ভারত

আপনজন ডেস্ক: ১৯৪.৬৪—গতকাল দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সেঞ্চুরি করা সঞ্জু স্যামসনের ইনিংসের স্ট্রাইক রেট। এত কিছুর পরও স্যামসনের কিছুটা মন খারাপ হতে পারে। কারণ, কালকের ম্যাচে ভারতের যে ৩ জন ব্যাটিং করেছেন, সেখানে স্যামসনের স্ট্রাইক রেটই সবচেয়ে কম। বাকি দুজনের স্ট্রাইক রেটই ২০০ বা এর চেয়ে বেশি।
তিলক বর্মা করেছিলেন ৪৭ বলে ১২০। স্যামসন, তিলক—দুজনেই ছিলেন অপরাজিত। আরেক ওপেনার অভিষেক করেন ১৮ বলে ৩৬। এমন 'হাতুড়িপেটা'র পর রান যা হওয়ার তেমনটাই হয়েছে—২০ ওভারে ১ উইকেটে ২৮৩।
ভারতের এই ২৮৩ শুধু একটা সংখ্যা নয়, একটা ইঙ্গিতও। সেই ইঙ্গিতটি টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে গিয়ার পরিবর্তনের আর তার নেতৃত্বেও বোধ হয় ভারত। যদিও টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ সংগ্রহটা জিম্বাবুয়ের, সেটা তারা করেছে গত ২৩ অক্টোবর, গাম্বিয়ার বিপক্ষে। এর ৪ দিন আগে সেশলসের বিপক্ষে সিকান্দার রাজার দল করেছিল ২৮৬, যা টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে চতুর্থ সর্বোচ্চ সংগ্রহ। জিম্বাবুয়ের এই দুটি ম্যাচ আন্তর্জাতিক হলেও অসম প্রতিপক্ষের কারণে জিম্বাবুয়ে নেতৃত্ব পাওয়ার দৌড়ে পিছিয়েই থাকবে।
ভারত কাল করেছে ২৮৩। সেটা আবার দক্ষিণ আফ্রিকার বোলারদের বেধড়ক পিটিয়ে। কাল দক্ষিণ আফ্রিকার সবচেয়ে মিতব্যয়ী বোলার ছিলেন মার্কো ইয়ানসেন। যিনিও ওভারপ্রতি রান দিয়েছেন ১০ রানের বেশি করে। এর আগে গত মাসেই বাংলাদেশের বিপক্ষে ২৯৭ রান করে ভারত। আর বড় ৪টি সংগ্রহই এসেছে গত ৩৫ দিনের মধ্যে।
কাল ভারত ছক্কা মেরেছে ২৩টি। টি-টোয়েন্টিতে এক ইনিংসে ভারতের সর্বোচ্চ ছক্কা এটি, সব মিলিয়ে তৃতীয় সর্বোচ্চ। ভারতের চেয়ে বেশি ছক্কা মেরেছে শুধু জিম্বাবুয়ে ও নেপাল। জিম্বাবুয়ে যা করেছিল গাম্বিয়ার সঙ্গে আর নেপাল মঙ্গোলিয়ার। এর আগে সর্বোচ্চ ২২টি ছক্কা ভারত মেরেছিল গত অক্টোবরে বাংলাদেশের বিপক্ষে।
এবার এই দুই ম্যাচকেন্দ্রিক আলোচনাকে পাশে সরিয়ে রাখা যাক। পুরো বছরের পারফরম্যান্স বিবেচনায় নিলেও ভারতকেই রাখতে হবে নেতৃত্বে।
এ বছরে ভারত ২০০ রান বা এর চেয়ে বেশি রান তুলেছে ৯ বার, যা এক পঞ্জিকাবর্ষে যেকোনো দলের সর্বোচ্চ। চলতি বছরে ভারত ম্যাচ খেলেছে ২৪টি। তাতে ওভারপ্রতি রান তুলেছে ৯.৫৫ করে, যা এক পঞ্জিকাবর্ষে সর্বোচ্চ। আগের সর্বোচ্চও ছিল ভারতের। ২০২৩ ও ২০২২ সালে ভারত রান তুলেছিল ওভারপ্রতি যথাক্রমে ৯.২৩ ও ৯.২০ করে। মানে টানা দুই বছর ভারত নিজেদের রেকর্ড ভেঙে নতুন রেকর্ড গড়ল।
ভারত টি-টোয়েন্টিতে ২৫০ বা এর চেয়ে বেশি রান তুলেছে তিনবার। ছাড়িয়ে গেছে জিম্বাবুয়ে, চেক প্রজাতন্ত্র ও জাপানকে, তারা ২ বার করে ২৫০ রান ছোঁয়া সংগ্রহ তুলেছে। ভারতের সমান ৩ বার ২৫০ বা এর চেয়ে বড় রানের সংগ্রহ আছে শুধু সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ও সারের। ভারতের খেলোয়াড়েরা টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ ২৩টি সেঞ্চুরি করেছেন, যা দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা নিউজিল্যান্ডের চেয়ে ১১টি বেশি। অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটারদের সেঞ্চুরি আছে ১১টি।
একা স্যামসনই সর্বশেষ ৫ ম্যাচে সেঞ্চুরি করেছেন ৩টি। তিলক সেঞ্চুরি করলেন টানা দুই ম্যাচে। অর্থাৎ, টি-টোয়েন্টিতে সেঞ্চুরি করাকেও অনেকটা ধারাবাহিক করে ফেলছেন ভারতের ক্রিকেটাররা।
ক্রিকেটারদের পারফরম্যান্স এমন হলে দল কীভাবে খারাপ করে? টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে এই ভারতই সবচেয়ে বেশি ম্যাচ জিতেছে। ১৬৫ জয়ের বিপরীতে হেরেছে ৭০টিতে। হারের বিপরীতে তাদের জয়ের হার ২.৩৬—যা সর্বোচ্চ।

চ্যাম্পিয়নস ট্রফির ট্যুর নিয়ে আপত্তি ভারতের, আমলে নিল আইসিসি

আপনজন ডেস্ক: পরিস্থিতি কোন দিকে যাচ্ছে, বোঝা কঠিন। তবে ব্যাপারটি যে জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।
আগেই জানা গিয়েছে, ভারত চ্যাম্পিয়নস ট্রফি খেলতে পাকিস্তানে যাবে না, আর পাকিস্তানও 'হাইব্রিড মডেলে' টুর্নামেন্ট করতে রাজি নয়। এ পরিস্থিতিতে আইসিসি যখন সমাধান খুঁজছে, তখন চ্যাম্পিয়নস ট্রফি ট্যুর নিয়ে জানা গেল নতুন খবর। পিসিবি গত পরশু নিজেদের এক্স হ্যান্ডলে জানিয়েছে, আজ ইসলামাবাদ থেকে শুরু হবে চ্যাম্পিয়নস ট্রফির ট্যুর। করাচি, লাহোর ও রাওয়ালপিন্ডির পাশাপাশি পাকিস্তানের নয়নভিরাম এলাকা হুনজা, স্কার্দু, মারে ও মুজাফফরবাদেও নিয়ে যাওয়া হবে এই ট্রফি। হুনজা ও স্কার্দু অবস্থান কাশ্মীরের পাকিস্তান-শাসিত গিলগিট-বালটিস্তানে, মারে পাঞ্জাবে এবং মুজাফফরবাদ পাকিস্তান-শাসিত আজাদ কাশ্মীরে।
নতুন খবর হলো, ভারত নাকি পাকিস্তানের এই ট্রফি ট্যুর নিয়ে আপত্তি জানিয়েছে। ভারতের সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস জানিয়েছে, পাকিস্তানের অধিকৃত কাশ্মীরের বিভিন্ন অঞ্চলে চ্যাম্পিয়নস ট্রফির ট্যুর নিয়ে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) আপত্তি জানিয়েছে আইসিসির কাছে।
বিসিসিআইয়ের এক কর্মকর্তা সংবাদমাধ্যমটিকে গতকাল বলেন, 'পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর অঞ্চলে পিসিবির ট্রফি ট্যুর নিয়ে আপত্তি জানিয়েছেন বিসিসিআই সচিব জয় শাহ। পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের বাইরে অন্য কোনো শহরে কিংবা স্টেডিয়ামে অথবা শপিং মলেও ট্রফি ট্যুর হলে বিসিসিআইয়ের কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরে (পিওকে) তারা এটা করতে পারে না।'
ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস আরও জানিয়েছে, বিসিসিআই আইসিসিতে আপত্তি জানানোর পর পিসিবি করাচি, লাহোর ও রাওয়ালপিন্ডিতে ট্রফি ট্যুর সীমাবদ্ধ রাখতে রাজি হয়েছে। এ নিয়ে পিসিবির এক সূত্রের উদ্ধৃতিও প্রকাশ করেছে সংবাদমাধ্যমটি, 'চ্যাম্পিয়নস ট্রফির কার্যক্রম এগিয়ে নিয়ে পাকিস্তানে কীভাবে আরও প্রচারণা বাড়ানো যায়, সে বিষয়ে আইসিসির সঙ্গে এরই মধ্যে আলোচনা শুরু করেছে পিসিবি।'
এ বিষয়ে পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম ক্রিকেট পাকিস্তানও দিয়েছে একই খবর। তাদের প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিসিসিআই আপত্তি জানানোর পর হুনজা, স্কার্দু, মারে ও মুজাফফরবাদে ট্রফি ট্যুর বাতিল করেছে আইসিসি। সংবাদমাধ্যমটি জানিয়েছে, পিসিবি এক বিবৃতিতে আইসিসির এই সিদ্ধান্ত জানার খবর নিশ্চিত করেছে এবং পরবর্তী সিদ্ধান্তের জন্য বিষয়টি সরকারের ওপর ছেড়ে দিয়েছে তারা।
পাকিস্তান আনুষ্ঠানিকভাবে চ্যাম্পিয়নস ট্রফির আয়োজক দেশ। ভারত সেখানে খেলতে যেতে রাজি না হওয়ার পর টুর্নামেন্টটি 'হাইব্রিড' মডেলে আয়োজনের কথা উঠেছে। কিন্তু পাকিস্তান তাতে রাজি নয়। টুর্নামেন্টটি তারা নিজেদের দেশেই আয়োজন করতে চায়। সংবাদমাধ্যম এর আগে জানিয়েছিল, চ্যাম্পিনস ট্রফি অন্য কোনো দেশে আয়োজন করা হলে পাকিস্তান এই টুর্নামেন্ট থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিতে পারে।
এমনিতে ২০২৫ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি এই টুর্নামেন্ট শুরু হওয়ার কথা। কিন্তু যেসব জটিলতা তৈরি হয়েছে, তাতে টুর্নামেন্ট কবে, কোথায়, কখন শুরু হবে, তা নিয়ে অনিশ্চয়তা আছে।

রোমহর্ষক ম্যাচে শেষ উইকেট শামির, এবারের রঞ্জি ট্রফিতে প্রথম জয় বাংলার

আপনজন ডেস্ক: রুদ্ধশ্বাস লড়াইয়ে মধ্যপ্রদেশকে ১১ রানে হারিয়ে চলতি রঞ্জি ট্রফিতে প্রথম জয় পেল বাংলা। এই জয়ের ফলে রঞ্জি ট্রফি এলিট গ্রুপ সি-তে ৫ ম্যাচ খেলে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে ৩ নম্বরে উঠে এল বাংলা। শনিবার একসময় মনে হচ্ছিল, এই ম্যাচে হেরে যেতে পারে বাংলা। দ্বিতীয় ইনিংসে মধ্যপ্রদেশের অধিনায়ক শুভম শর্মা (৬১) ভালো ব্যাটিং করেন। ভেঙ্কটেশ আইয়ার করেন ৫৩ রান। সারাংশ জৈন (৩২), আরিয়ান আনন্দ পাণ্ডেও (২২) লড়াই করেন। দুই ওপেনার শুভ্রাংশু সেনাপতি (৫০) ও হিমাংশু মন্ত্রী (৪৪) এবং ৩ নম্বরে ব্যাটিং করতে নামা রজত পতিদারও লড়াই করেন। কিন্তু শাহবাজ আহমেদ ও মহম্মদ শামির পাল্টা লড়াইয়ে রোমহর্ষক ম্যাচে জয় ছিনিয়ে নিল বাংলা। ১৯ ওভার বোলিং করে ২ মেডেন-সহ ৪৮ রান দিয়ে ৪ উইকেট নেন শাহবাজ। ২৪.২ ওভার বোলিং করে ৩ মেডেন-সহ ১০২ রান দিয়ে উইকেট নেন শামি। ১৪ ওভার বোলিং করে ৫ মেডেন-সহ ৪৭ রান দিয়ে ২ উইকেট নেন রোহিত কুমার। ১৮ ওভার বোলিং করে ৫০ রান দিয়ে ১ উইকেট নেন মহম্মদ কাইফ। ৩২৬ রানে মধ্যপ্রদেশের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয়ে গেল।
ব্যাটিং-বোলিংয়ে সাফল্য শামির মধ্যপ্রদেশের বিরুদ্ধে এই ম্যাচের প্রথম ইনিংসে ১৯ ওভার বোলিং করে ৪ মেডেন-সহ ৫৪ রান দিয়ে ৪ উইকেট নেন শামি। এরপর দ্বিতীয় ইনিংসে ২৪ ওভারেরও বেশি বোলিং করে ৩ উইকেট নিলেন। ফলে ফিটনেসের প্রমাণ দিয়েছেন এই পেসার। তিনি বাংলার দ্বিতীয় ইনিংসে গুরুত্বপূর্ণ ৩৭ রান করেন। এই পারফরম্যান্সের পর অস্ট্রেলিয়া সফরে ভারতীয় দলে শামির ডাক পাওয়া সময়ের অপেক্ষা।
শামি জাতীয় দলে সুযোগ পেলে বাংলার কী হবে?
শামি অস্ট্রেলিয়া সফরে জাতীয় দলে সুযোগ পেলে কাইফ, সূরজ সিন্ধু জয়সোয়াল, রোহিতদের বাড়তি দায়িত্ব নিতে হবে। শাহবাজকেও ধারাবাহিকভাবে ভালো পারফরম্যান্স দেখিয়ে যেতে হবে।

এক বছরে '৪৯ সেঞ্চুরি' করা ১৩ বছর বয়সি ছেলেটি এবার আইপিএলের নিলামে

আপনজন ডেস্ক: বয়স ১৩ বছর ২৩৪ দিন—এরই মধ্যে ভারতীয় ক্রিকেটে বৈভব সূর্যবংশীর নামটা বহুবার উচ্চারিত হয়েছে। এই বয়সেই খেলেছে ভারতের অনূর্ধ্ব-১৯ টেস্ট দলে। গত মাসে অস্ট্রেলিয়া অনূর্ধ্ব-১৯ দলের বিপক্ষে করেছে ৫৮ বলে সেঞ্চুরি, যুব টেস্টের ইতিহাসে যা দ্বিতীয় দ্রুততম এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ক্রিকেটে সবচেয়ে কম বয়সে সেঞ্চুরির রেকর্ড। এই বৈভব এবার জায়গা পেয়েছে আইপিএল নিলামে চূড়ান্ত তালিকায়। নিলামে উঠতে যাওয়া ক্রিকেটারদের চূড়ান্ত তালিকা গতকাল প্রকাশ করেছে আইপিএল কর্তৃপক্ষ। বৈভবের সামর্থ্য নিয়ে প্রশ্ন তোলার সুযোগ নেই। বয়স ১৩ হলেও এরই মধ্যে খেলেছে রঞ্জি ট্রফিতে। বিহারের হয়ে ১২ বছর ২৮৪ দিন বয়সে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে অভিষিক্ত হয়ে আলোচনার জন্ম দিয়েছিল বৈভব। প্রথম শ্রেণির ক্যারিয়ারে শুরুটা অবশ্য তেমন ভালো হয়নি। ৫ ম্যাচে এখন পর্যন্ত মোট রান করেছে ১০০। সর্বোচ্চ রানের ইনিংস ৪১, সেটি এসেছে এই নভেম্বরেই। এ ছাড়া বৈভব হেমান ট্রফি, কোচবিহার ট্রফিতেও খেলেছে। বিহারের আন্তজেলা টুর্নামেন্ট হেমান ট্রফিতে ৮ ম্যাচে ৮০০ রানের বেশি করেছিল বৈভব। এরপর ভিনু মানকড় ট্রফিতে পাঁচ ম্যাচে করে ৪০০ রান। বিহার ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত রানধির বার্মা অনূর্ধ্ব-১৯ ওয়ানডেতে ট্রিপল সেঞ্চুরিও আছে বৈভবের। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়া টুডে জানিয়েছে, এক বছরে বৈভব বিভিন্ন টুর্নামেন্টে মোট ৪৯টি সেঞ্চুরি করেছে, এমন দাবিও নাকি করেন কেউ কেউ। তবু মিচেল স্টার্কদের বল খেলছে ১৩ বছর বয়সী একটি ছেলে, ভাবতে অন্য রকমই লাগে! অবশ্য আইপিএলে তো অনেক কিছুই সম্ভব! বৈভবের নাম নিলামে ডাকা মানেই ওকে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো কিনবেই, সমীকরণটা এত সহজ নয়। আইপিএলের দলগুলো নানা দিক বিবেচনা করেই দলে ক্রিকেটারদের নেয়। তবে ভবিষ্যৎ বিবেচনায় এখন কম মূল্যে বৈভবকে কিনে রাখতেও পারে যেকোনো ফ্র্যাঞ্চাইজি। দলের সঙ্গে রেখে প্রস্তুত করে ভবিষ্যতে খেলাবে এমনও হতে পারে। বৈভব শেষ পর্যন্ত দল পাবেন কি না, সেটা জানা যাবে ২৪ ও ২৫ নভেম্বরে। আইপিএলের মেগা নিলাম এবার হবে জেদ্দায়। দুই দিনে ৫৭৪ ক্রিকেটারকে নিলামে তোলা হবে। এর মধ্যে ৩৬৬ জন ক্রিকেটার ভারতীয় ও ২০৮ জন বিদেশি। নিলামে আছেন অভিষেক না হওয়া ৩১৮ জন ভারতীয়, অভিষেক না হওয়া ১২ জন বিদেশি ক্রিকেটার। ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো ২০৪ জন ক্রিকেটার কিনতে পারবে, যেখানে বিদেশিদের জন্য জায়গা আছে ৭০টি।

লাল হলুদে আসছেন রবসন রবিনহো!

আপনজন ডেস্ক: সেই ম্যাচ গোলশূন্য অবস্থাতেই শেষ হয়। আর এবার রবসন রবিনহোকে নিয়ে পাওয়া গেল বড় আপডেট। উল্লেখ্য, দলের নতুন কোচ অস্কার ব্রুজো প্রথম থেকেই বেশ কয়েকটি বিষয়ে নজর দিয়েছেন। তার মধ্যে অন্যতম হল, ফুটবলারদের দ্রুত ম্যাচ ফিট করে তোলা। আর এর ফল মিলেছে ভুটানে গিয়ে। এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে বসুন্ধরা কিংস এবং নেজমেহ এফসিকে পরাজিত করে ইস্টবেঙ্গল। গোটা দলের মধ্যে ফিরে আসে সেই আত্মবিশ্বাস।
তবে অস্কার দায়িত্বে আসলে আসন্ন ট্রান্সফার উইন্ডোতে যে দলের মধ্যে একাধিক বদল আসবে, তার ইঙ্গিত অনেক আগেই মিলেছিল। এবার সেই সম্ভাবনাই যেন আরও প্রবল হয়ে উঠেছে। সূত্রের খবর, দলের ব্রাজিলিয়ান তারকা ক্লেইটন সিলভাকে রিলিজ করে দিতে পারে লাল হলুদ টিম ম্যানেজমেন্ট। আর ঠিক সেই জায়গাতে দাঁড়িয়েই শোনা যাচ্ছে, অপর এক ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড রবসন রবিনহোর নাম। এমনিতেই তিনি বাংলাদেশের অন্যতম শক্তিশালী ফুটবল ক্লাব বসুন্ধরা কিংসের হয়ে অনবদ্য পারফরম্যান্স দেখিয়েছিলেন। আর ব্রুজো নিজেও একসময় এই দলের কোচ ছিলেন। সূত্রের খবর, আসন্ন ট্রান্সফার উইন্ডোতে সেই রবিনহোই আসতে পারেন ইস্টবেঙ্গলে।
কিন্তু কবে তাঁকে পাওয়া যাবে, তা নিয়েই চলছে জল্পনা। সূত্র মারফৎ জানা যাচ্ছে, এই মাসের পরেই ফ্রি-প্লেয়ার হয়ে যাবেন তিনি। আর তখনই তাঁকে সই করানোর মোক্ষম সময়। শোনা যাচ্ছে, ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে রবিনহোকে দলের নেওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। তবে আদৌ ইস্টবেঙ্গল এই তারকা ফুটবলারকে সই করায় কিনা, তা সময় বলবে। কারণ, পুরো বিষয়টি এখনও চূড়ান্ত জায়গায় গিয়ে পৌঁছয়নি।

পাথরপ্রতিমায় নকআউট ফুটবল প্রতিযোগিতা

বাবুল হাসান লস্কর ● পাথরপ্রতিমা

আপনজন: সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকা পাথরপ্রতিমার দুর্বাচটি গ্রাম বাংলার মানুষের ভালো খেলা উপহার দিতে ৩১ বছর ধরে দূর্বা চটি মিত্র শিবির এন্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি ব্যবস্থাপনায় এই খেলা চলে আসছে। খেলা দেখার জন্য সকাল থেকে হাজার হাজার মানুষ দীর্ঘ অপেক্ষায় কখন ফাইনাল খেলা দেখবে। মূলত বহিরাগত সমস্ত টিম এই খেলায় অংশগ্রহণ করেছে। দুই দিনব্যাপী আটটি টিমের নকআউট প্রতিযোগিতা মাঠে নাইজেরিয়ানদের দাপট ছিল চোখে পড়ার মতো। এই খেলার প্রথম পুরস্কার সুদীর্শ ট্রফি এক লক্ষ এক টাকা, দ্বিতীয় পুরস্কার ৭০ হাজার এক টাকা সুদৃশ্য ট্রফি।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**